রাম-লীলা।

(হরধনু ভঙ্গ)

মত্তাবতারে মনুজাকৃতিং হরিং
রামাভিধেয়ং রমণীয় দেহিনম্।
ধনুর্দ্ধরং পদ্মবিশাল লোচনম্
ভজামি নিত্যং নাপরান্ ভজিষ্যে ॥

পণ্ডিত ৺উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণী

প্রথম সংস্করণ।

দক্ষিণ ব্যাঁটরা,
৺উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি
প্রকাশিত।
১৩২৩

কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৪নং তেলকল ঘাট রোড.
হাওড়া হইতে
শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

দশরথ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র, বিদূষক, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, জাবালি, আত্মসিদ্ধ, গৌতম, জনক কাশীরাজ, মৈথিল মন্ত্রি, শতানন্দ, রাবণ, প্রহস্ত, মারীচ, সুবাহু, ভার্গব, গবে (প্রথম নাবিক) ভূত (দ্বিতীয় নাবিক), দূত, গৌতমের শিষ্যদ্বয়, রাক্ষসগণ, ছত্রধারী ও চামর-ধারীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কৌশল্যা, অরুন্ধতী, সীতা, সখীগণ (চন্দ্রকলা, অতলা, নাবিক পত্নী ইত্যাদি।

রাম লীলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা।

[সরযু তীরস্থ রাজপথ।]

বিশ্বামিত্র।

...ন, বি...

। নিতান্তই পক্ষপাতী।

য়, শীঘ্রই যৌবরাজ্যে অভি-

বিশ্বামিত্র। আজ আমার কি আনন্দের দিন। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কবে
হৃদয় মন্দিরে-প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, রাজা, ধন, ণের আনন্দ বর্দ্ধন করবে, কবে
সুখ তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ করে তপস্বি বে তপুত্রবধুর মুখচন্দ্র অবলোকন
বেড়াচ্ছি,—আজ সেই প্রেমময়, রামরূপধারী, শ্রীন চিন্তিত আছি। দেখ সুমন্ত্র!
প্রত্যক্ষ করে চর্ম্মচক্ষু ধারণের ফল লাভ ক'রবে বাস করেন সকলকেই কাল
কি মধুর! কত পরিমানে স্বর্গীয় সুধা যে, এইজন্ত আমি রামের অনুরূপ বধুর
ইয়ত্তা করা যায় না। যতবারই রাম রাম ব।
বারই মনে এক প্রকার মোহকর আনন্দ হ তাঁদের পাঠাবার উদ্যোগ দেখুন।

নামেঅন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে উঠ্‌ছে। নব দুর্ব্বাদল শ্যাম মূর্ত্তি খানি দেখবার জন্য প্রাণও ততই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে। দৈহিক ধাতুতে রসায়ণ ঔষধ মিশ্রিত হলে, দেহের যেমন সমধিক সামর্থ বৃদ্ধি হয়; তদ্রুপ অন্তরে রামপ্রেম রসায়ন মিশ্রিত হয়ে, মনেরও নবভাবে উৎকর্ষ বিধান করছে। (পরিক্রমণ ও চন্দ্র লক্ষ করিয়া) নিশাপতি! আর কেন? তোমার আধিপত্যের পরিণাম উপস্থিত। তবে কার জন্য এখনও অপেক্ষা কর্‌ছো। যাও! শীঘ্র প্রিয়তমা যামিনীকে অঙ্কে ধারণ করে, পাশ্চাত্য পর্ব্বতের অন্ধকারময় গহ্বরে সত্বরে লুক্কায়িত হও গে। নতুবা এখনি তোমার ঐ তুচ্ছ সৌন্দর্য্য গর্ব্ব খর্ব্ব হবে। সুপ্তোত্থিত শ্রীরামচন্দ্রের মুখ চন্দ্র প্রভায় এখনই তোমার ঐ সুধা মাখা হাস্যময়ী মূর্ত্তিটি নিষ্প্রভ, পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করবে। শশধর! তোমার শীঘ্র গমনে আমারও কিছু স্বার্থলাভ আছে। যখন প্রভাকর বিভায়, মহারাজ দশরথের প্রভাতিক সভা সরোবরে, শ্রীরাম চন্দ্রের চরণ-পুণ্ডরীক প্রফুল্ল হয়ে, দশ দিকে সৌরভ বিতরণ করবে, তখন আমার মানস ভ্রমর ও অনায়াসে প্রেম-বাতাসের ভরে আনন্দে উড়ে গিয়ে, প্রভুর পাদ-পঙ্কজের মধু প্রাণভরে পান করে উৎকট ভব পিপাসার শান্তি করতে সমর্থ হবে। যাও নিশানাথ! শীঘ্র যাও! [illegible] ঋষির বাক্য অবহেলা ক'রো না (পরিক্রমন) রাম! রাম! [illegible]ম, রাম! রাম! রমানাথ! ইচ্ছাময়! এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের [illegible] হবে না? চিরকালই কি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস গণের দোর্দণ্ড [illegible] শান্তি ত্যাগে দুঃখে কাল কাটাতে হবে? দেব! [illegible]কিনী মানবী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত [illegible] হরি! কতকাল আর বাল্য লীলার বশবর্ত্তি হয়ে থাক- [illegible]সারে যে, হাহাকার ধ্বনি উঠেছে। অকালে যে, [illegible]পক্রম হয়ে উঠলো! আর কি আপনার নিশ্চিন্ত [illegible] শীঘ্রই দুর্জ্জয় নিশাচরগণকে বিনাশ করে, ত্রিভু- [illegible] অপহৃত আধিপত্য পুনঃ স্থাপন করুন। দেবগণ [illegible] মুখাপেক্ষী হয়ে, অপেক্ষা করে রয়েছেন। (পরি- [illegible] আজ আমাহতেই আপনার ভক্ত বৎসল নামের

পরীক্ষা হবে। ঋষি সমাজে বড়ই অহঙ্কার করে এসেছি, যে, আপনাকে দুরাচার মায়াবী মারীচের প্রতিপক্ষে স্থাপন করে,আমরা আপনারই উদ্দেশে বৈশ্বানরে পুর্ণাহুতি প্রদানে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবো। বাঞ্ছা কল্পতরু! দেখবেন যেন আশায় নিরাশ হইনা। (পরিক্রমণ) এই যে! আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হ'বার উপক্রম হয়ে উঠেছে। উষাদেবী হাস্য বদনে, অরুণ দেবকে আলিঙ্গন করবার জন্য উদ্যত হয়েছেন। পূণ্যতোয়া সরযুর প্রফুল্ল পদ্মবন চুম্বি সুগন্ধি প্রভাত পবন, সুধামাখা রাম নাম প্রচার করবার জন্যই যেন ইতস্ততঃ মন্দ মন্দ বিচরণ করছেন। কল কণ্ঠ বিহঙ্গগণও যেন প্রভাত সঙ্গীতছলে, রাম চন্দ্রের স্তুতিগানে সংসার মাতিয়ে তুলছে। কল্লোলিনী কোশল-তরঙ্গিণীও যেন কুলু কুলু শব্দে পবিত্র রাম চরিত্র কীর্ত্তন করতে ক'রতে প্রবাহিত হচ্ছেন। আহা কি মধুর! কি মধুর! কি মনোহর স্থানেই এসে উপস্থিত হলাম। যে দিকে কর্ণপাত কচ্ছি, সেই দিকেই রাম রাম ধ্বনি, যে দিকে নেত্র পাত ক'রছি, সেই দিকেই রাম নাম লেখা, সেই দিকেই নব জলধর মূর্ত্তিটি হাস্য বদনে বিরাজ ক'রছে। আ মরি মরি! রামময় অযোধ্যা-ভুবন দর্শনে মন, প্রাণ, দেহ, সকলি আজ পবিত্র হ'ল, আজ আমি ধন্য হলাম। (পরিক্রমণ) ঐ না ... দেবের
... থাকেন, বিশ্বম্ভ...
অস্পষ্ট বিভায়, রাজ-প্রাসাদের, মনিময় উচ্চ ... নিতান্তই পক্ষপাতী।
তাইত বটে, যতই নিকটে যাচ্ছি. তত ...য়ে. শীঘ্রই যৌবরাজ্যে অভি-
উঠছে। (ইন্দ্র উদ্দেশে) দেবরাজ!
শ্মশানে বসে আর কি ক'রছ? একবার ...আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কবে
নগরী কি অপরূপ শোভায় শোভিত ...াণের আনন্দ বর্দ্ধন করবে. কবে
সহস্র নয়ন সফল করে যাও। (দশর...তপুত্রবধুর মুখচন্দ্র অবলোকন
তুমি, যোগীশ্বর পঞ্চানন ও একাল পর্য...দা চিন্তিত আছি। দেখ সুমন্ত্র!
অবধারণে সমর্থ হলেন না, তুমি অনা... বাস করেন সকলকেই কাল
পুত্ররূপে প্রাপ্ত হ'য়ে, নশ্বর পঞ্চ ভূত...লই আমি রামের অনুরূপ বধূর
মূর্ত্তি ধারণে মায়াময় মানব জন্মের স্ব...রব।
(নেপথ্যে ...ই তাদের পাঠাবার উদ্যোগ দেখুন।

ঐযে! রাজভবনে প্রাভাতিক সমিতি উপবেশনের দুন্দুভি নিনাদে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হ'চ্ছে। তবে যাই, শীঘ্র মধুসূদনকে মনের দুঃখ জ্ঞাপন করিগে।

প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা।

[রাজসভা।]

দশরথ, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, ও বিদূষক আসীন।

দশরথ। (বশিষ্ঠ প্রতি) ভগবন! প্রভূত পরাক্রমশালী মহী-প্রতি বাহুবলে শত্রুপুরী অধিকার ক'রে, ক্রমে ক্রমে যেমন তাহাতে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন, তদ্রূপ দুর্জ্জয় বার্দ্ধক্যও আমার ...রে, ক্রমশঃ আপনার প্রভুত্ব স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েছে। ...ন্যায় দেহ লাবণ্য ও দিনে দিনে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ ... না থাকলেও, ইন্দ্রিয়গণ সুখপ্রদ বিষয়গুলিকে ...য়েছে। লোলিত চর্ম্ম, গলিত দশন, পলিত ...র সমস্ত লক্ষণই ক্রমে প্রকাশ হয়ে উঠল ...র্ণ ক'রে, এখন চরম অবস্থায় উপস্থিত ...যে, কোশল রাজ্যের রত্ন সিংহাসনে উপে-...-সুখ ভোগ করি। রাম চন্দ্রের ও বিবাহের ...শায়েরা বৃদ্ধ বয়সে যে পথ অবলম্বন করেন, ... সিংহাসনে স্থাপিত ক'রে, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ...লম্বন করবো। মানসিক আশার মধ্যে

এই আশাটি পূর্ণ হতে বাকি আছে। ইটি পূর্ণ হ'লেই, মনকে কৃতকৃতা জ্ঞান হবে।

বশিষ্ঠ। মহারাজ তুমি উপযুক্তই মানস করেছ। (স্বগতঃ) আহা! আমার এমন সুখের দিন কবে হবে! আমি যে সুখের আশায়, তপোবন ত্যাগ করে, ভোগাভিলাষী হয়েছি, সাধু বিগর্হিত পৌরহিত্য আসনে সাদরে উপবেশন করেছি, যে সুখের লোভে নদীর নির্ম্মল জল, বনতরুর সুমিষ্ট ফল, তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ ক'রে, শঙ্কার জনক রাজ-ভোগে আসক্ত হয়েছি। আমার সে সুখের দিন কবে আসবে? কবে আমি সিংহাসনস্থিত জলদ বরণ রামরূপধারী মধুসূদনের পার্শ্বে উপদেষ্টা রূপে উপবিষ্ট হয়ে, সর্ব্বজন সমক্ষে সগর্ব্বে উপদেশ প্রদান ক'রব। কবে দেবগণ ও আমার সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা-কটাক্ষ বিক্ষেপ করবেন? রাম! আমার আশা কি পূর্ণ করবেনা? (প্রকাশ্যে) রাজন্! তবে রামচন্দ্রের বিবাহে আর নিশ্চিন্ত থাকবার প্রয়োজন কি? সুযোগ্যা সৎকুলোদ্ভবা পাত্রীর অন্বেষণে রাজ্যে রাজ্যে কুলাচার্য্যগণকে প্রেরণ কর না?

সুমন্ত্র। হাঁ মহারাজ! আমিও ঐ কথা আপনাকে ব'লব ব'লব মনে করছিলাম। রাম চন্দ্রের শুভ পরিণয়ে আর বিলম্ব ক'রছেন কেন? প্রজাবর্গ সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্বদা প্রশংসা করে থাকেন, বিশেষতঃ পৌর-গণ ও শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রীবর্গ রামের গুণে নিতান্তই পক্ষপাতী। রাজকুমার অভিমত বধূর সহিত মিলিত হয়ে, শীঘ্রই যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত হ'ন, ইটি তাঁদের একান্ত ইচ্ছা।

দশরথ। সুমন্ত্র! তুমি মনে করোনা যে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কবে রাম আমার সুন্দরী বধূ সঙ্গত হয়ে পৌরগণের আনন্দ বর্দ্ধন করবে, কবে আমি এই বৃদ্ধ বয়সে সংসার সার-পুত্রসঙ্গত পুত্রবধূর মুখচন্দ্র অবলোকন করে মনের সাধ মিটাব, এই চিন্তায় সর্ব্বদা চিন্তিত আছি। দেখ সুমন্ত্র! আমার এই সাম্রাজ্য মধ্যে যত কুলাচার্য্য বাস করেন সকলকেই কাল প্রভাতে সভায় আসতে বলবে, কালই আমি রামের অনুরূপ বধূর সন্ধানে তাঁদের দেশে দেশে প্রেরণ করব।

বিদুষক। কাল কি মহারাজ! আজই তাঁদের পাঠাবার উদ্যোগ দেখুন।

"শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং" এশাস্ত্রীয় বচনটা একেবারেই ভুলে গেলেন নাকি ? শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব করে ? (স্বগতঃ) হুঁ হুঁ, বাবা ! এই জন্যই লোকে বলে বড় লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল। এইত এক উদর দেবের ষোড়শোপচারে পূজার জোগাড় এসে উপস্থিত ; আজ রামের কাল ভরতের পরশু লক্ষণের তরশু শত্রুঘ্নের বিয়ের ব্যাপারে ত রাজ-বাড়ী মেতে উঠবে আর রাজার ব্যাটার বে, লুচি মণ্ডার ত ছড়াছড়ি হবেই, তাছাড়া দধির নদী, ক্ষীরের সাগর, বর্পির পাহাড় ও কোন না দু চারটা প্রস্তুত হবে ? তা হবেই। আমি কখনও বা ঝপাং করে নদীতে পড়ে সাঁতার কাটব, কখনও বা তড়াক্ করে লাফিয়ে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে যাব, আমার রঙ্গ তখন দেখে কে ; এ রামের বে নয়. (উদরে হস্তাবর্ত্তন) শর্ম্মার পুণ্যিফলের উদয়। আচ্ছা যাক। রাজবাড়ীতে যে এত চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, মণ্ডা মেঠাই, মনহরা রসকরা. আরও কত কি আমার চৌদ্দপুরুষেও যার কখন নাম শুনিনি, যা দেখবা মাত্রেই রসনা দেবী অমনি রসস্রাবিণী হন. এমন সব দেব দুর্লভ দ্রব্য "নস্থানং তিলধারয়েৎ" রূপে উদরে স্বাহা করছি তবু যে প্রভুর ক্ষুন্নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না ? বিষমাগ্নি হল নাকি ? এমন অগ্নি বৃদ্ধি যে মণ্ডার ভাণ্ডার পর্য্যন্ত উদরসাৎ করলেও (উদরে হস্তাবর্ত্তা পুর্ব্বক) মহা প্রভুর মন উঠে কিনা সন্দেহ ? যা হোক. এখন চুপচাপমেরে থাকি বের ব্যাপারটা চুকে গেলে না হয় এই দুষ্টু অগ্নি টুকুর জন্য চিকিৎসা করা যাবে। এখন আরও কিছু অগ্নি বৃদ্ধির ঔষধ পেলে ভাল হয়।

দশরথ। সখা ! অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছ ?

বিদূষক। (হস্তমর্দ্দন করিতে করিতে) আজ্ঞে মহারাজ অন্য কিছু ভাবিনি, তবে কি জানেন ? দেহের মধ্যে একটা উৎকট ব্যাধি জন্মেছে, তাই তারই ভাবনা ভাবছিলাম।

সুমন্ত্র। (সহাস্যে) ব্যাধি ? কি ব্যাধি ? তোমার আবার ব্যাধি কি ? দেহত বেশ হৃষ্ট পুষ্ট রয়েছে ?

বিদূষক। (সক্রোধে) কেন ? আমার পাথরের দেহ নাকি হ্যা ? মানুষের দেহে ভাল মন্দ অসুখ বিসুখ নেই ?

দশরথ। শত শত রাজবৈদ্য আমার বেতনভোগী হ'য়ে, রাজধানীতে বাস ক'র্‌ছে, চিকিৎসা করাচ্ছনা কেন? সখা! রোগটা কি বল দেখি?

বিদূষক। (হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে) আজ্ঞে, আজ্ঞে, রোগটা অপর কিছু নয়, তবে কি জানেন, এই ক'দিন হ'ল কিছুই খেতে পারিনি, পেট্‌টা যেন ঢিপি হ'য়ে র'য়েছে। মন্দাগ্নি হ'ল নাকি? কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। না খেয়ে খেয়ে, দেহই বা ক'দিন টেঁকবে?

দশরথ। আচ্ছা, যাতে তোমার অগ্নিবৃদ্ধি হয়, কালই তার সুব্যবস্থা ক'রে দেব'।

বিদূষক। যে আজ্ঞে, তা হলেই বাঁচি। (স্বগতঃ) আহা! বড়লোকের পার্শ্বচর হওয়ায় কি সুখ! তবে একটু আমার মত বুদ্ধি খাটান চাই। বুদ্ধি না থাকলে, সুখভোগ কপালে ঘ'টে ওঠে না। এই দেখনা বুদ্ধি খাটিয়ে, কেমন আপনার কাজ সেরে নিলুম। জঠরাগ্নি যেমন তেমনি র'য়েছে, তার উপর আবার অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ! এ যেন বাবা ঠিক মণ্ডার সঙ্গে ছানার চাট্‌নি। এ কি সাধারণ বুদ্ধির কাজ? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! তবে বিবাহের দিনটা কবে ধার্য্য ক'র্‌ছেন?

সুমন্ত্র। প্রভুর যে দেখ্‌চি সব বিষয়েই তাড়াতাড়ি! এইমাত্র বিবাহের কথা উত্থাপন হ'ল, এখন পাত্রী কোথায় তার স্থির নাই, এরি মধ্যে দিন স্থির!

বিদূষক। আরে! আগে দিনস্থির ক'রে, তবে পাত্রীর সন্ধান করা উচিত। এই হ'ল বুদ্ধিমানের কাজ। নয়ত সম্বন্ধ ঠিক্ হ'ল, বিবাহের সব উজ্জুগ, শেষে লগ্ন মিল্‌লো না। সে আপ্‌শোষ রাখতে কি আর জায়গা আছে? নির্ব্বোধ কি আর গাছে ফলে?

সুমন্ত্র। (সহাস্যে) বুদ্ধির অনুরূপ বাক্যই বটে! (রাজার প্রতি) আচ্ছা মহারাজ! রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, চারিটিই ত বিবাহের যোগ্য হ'য়েছেন, উঁহারা যেমন একদিনে সকলে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন তেমনি এক দিনে চারজনেরই বিবাহ দিলে ভাল হয় না?

বিদূষক। (সক্রোধে) তুমি থাম হে বাপু! থাম! ভারি বিজ্ঞে তোমার! কেন? রাজার কি পিতৃদায় নাকি? যে, যাহোক্ ক'রে, সার্‌তে পাল্লেই

হ'ল! (স্বগতঃ) ব্যাটার কি বিত্তে গা! কোথায় রাজার চার ব্যাটার চার দিনে বে হ'লে, চারদিন আমাদের ভোজন সুখে কাটবে, তা নয়! (মুখ-বিকৃতি করিয়া) একদিনে চারিটির বে দিলে ভাল হয় না!' বর্ব্বর কি আর বাজারে বিকোয়?

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। (অভিবাদন পূর্ব্বক) মহারাজ! রাজর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে অপেক্ষা ক'র্‌ছেন।

দশরথ। (ব্যস্তভাবে) রাজর্ষি এসেছেন? শীঘ্র অভ্যর্থনা ক'রে ল'য়ে এস। (প্রতিহারীর প্রস্থান) (বশিষ্টের প্রতি) গুরো! আসুন! আমরাও প্রত্যুদ্গমন করি।

(বিদূষক ভিন্ন সকলের উঠিয়া দণ্ডায়মান)

বিদূষক। (স্বগতঃ) এই জ্বালালে বাবু। যে পোড়া জাত্ দেখলে, আমার আপাদমস্তক জ্বলে যায়, সেই আপদই এসে উপস্থিত। এই ঘরের ঢেঁকি কুমীর, বশিষ্ঠ ব্যাটার জন্যেই ত, রাজসভায় এই সব জানোয়ারের আমদানী হ'তে লাগ্‌ল। কি অসভ্য জাত! মাথায় পাঁচ হাত লম্বা শোননুড়ির মত চুল, মুখে তিন হাত বাদাবুনে লম্বা দাড়ী, কি করেই খাওয়া দাওয়া করে, দাড়ীতে আটকেও যায় না ছাই! ব্যাটাদের দাড়ীতে এক দিন আগুণ ধরিয়ে দে'ব। আগত মহাপ্রভুটিকে, বোধ হয়, পুরুত ঠাকুরটি খপর দিয়ে থাকবেন, যে রাজা ছেলের বে দেবার উজ্জুগ ক'রছেন, তাই অমনি ফলারের যোগাড়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসেছেন। আর দোষই বা দিই কেমন ক'রে। বনেত এ সব জিনিষ চক্ষে দেখতে পান না, যা করে পাকা আমলকী আর পাকা গাব। যা হোক, এই বশিষ্ঠ ব্যাটাকে রাজসভা থেকে না তাড়াতে পারলে, আমার আর নিস্তার নেই। যাই একটা কাজকর্ম্ম প'ড়বে, ব্যাটা অমনি বন বাদাড় থেকে বুনো জাত ভায়াগুনোকে টেনে টুনে এনে আমাদের ভাগীদার ক'রে দেবে। মহারাজ যেমন বোকা, এমন খো'লো বামুনটা'কে আবার পুরোহিত করে!

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

(রাজা ও সুমন্ত্রের প্রণাম।)

বিশ্বামিত্র। জয়স্তু মহারাজ! সদার-পুত্র সুখে রাজ্য-সুখ ভোগ কর।

বশিষ্ঠ। রাজর্ষি! নমস্কার। (নমস্করণ)।

বিশ্বামিত্র। নমস্কার। (নমস্করণ, আলিঙ্গন ও প্রত্যালিঙ্গন)।

বিদূষক। (স্বগতঃ) এই রে! দাঁড়াতে দাঁড়াতে জড়িয়ে যায় বুঝি! টেনে ছাড়াতে রক্তারক্তি হবে দেখছি।

দশরথ। আসুন উপবেশন করুন্! (বিশ্বামিত্রকে আসনে উপবিষ্ট করণ)।

(সকলের উপবেশন)

(বিশ্বামিত্র প্রতি) তপোধন! আজ আমার কি শুভদিন! কি শুভক্ষণেই আজ সূর্য্যদেবের উদয় হ'য়েছে! পূর্ব্বজন্মে যে অপরিমিত পুণ্য সঞ্চয় ক'রেছিলাম, তাহা আপনার এই অতর্কিত আগমনের দ্বারাই প্রতীয়মান হ'চ্চে। আপনার তপস্যার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? শ্রৌত কর্ম্মাদি অব্যাহত রূপে সম্পন্ন হ'চ্ছে? ভগবন্! আপনি অনায়াসে অসার-রাজ্য-সুখ-লালসা পরিত্যাগ ক'রে দেবদুল্লভ ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেছেন। আপনিই যথার্থ পূজার ও নমস্কারের উপযুক্ত পাত্র। প্রভো! বলুন! কি আশায়, আজ এই অধীনের জীর্ণ ভবনে পদার্পণ ক'রে, এ দাসকে কৃতার্থ ক'র্‌তে অগ্রসর হ'লেন?

বিশ্বামিত্র। মহারাজ! ত্রিভুবনবিদিত পবিত্র সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, বিশেষতঃ তপোধনাগ্রগণ্য মহর্ষি বশিষ্ঠ তোমার মন্ত্রী। এরূপ বিনয় নম্র বাক্যে শিষ্টাচার দেখান, তোমারই উপযুক্ত। আশীর্ব্বাদ করি সুখে সাম্রাজ্যসুখ ভোগ ক'রে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ কর। রাজন্! শুনলাম, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র যে দিন জন্মগ্রহন করে, সে দিন, যে যাহা প্রার্থনা করেছে, তুমি কল্পতরুর ন্যায়, তাহাকে তাহাই প্রদান ক'রেছ। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই তোমার দেয় বস্তু সাদরে গ্রহণ ক'রেছেন। কিন্তু দৈব কার্য্যে আসক্ত হেতু আমি তখন আস্‌তে পারি নাই। এক্ষনে যাচকরূপে তোমার নিকট উপস্থিত, অভিলষণীয় বস্তু দান ক'রে, আমার মনক্ষোভ নিবারণ কর।

দশরথ। প্রভো! আপনার দর্শন মাত্রেই আমার দেহ পবিত্র হ'য়েছে। আপনার অভিলাষ পূর্ণ ক'রব, এ'ত' আমার পরম সৌভাগ্য। এক্ষণে যদর্থে আগমন ক'রেছেন, প্রার্থনা করি, তাহা প্রকাশ করুন। আমি আপনার নিয়োগে অনুগ্রহ-বোধ ক'রে, তৎক্ষণাৎ তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হব'।

বিশ্বামিত্র। মহারাজ! আমার প্রার্থনা সামান্য নহে। সামান্য ধনরত্নাভিলাষী হ'য়ে, আমি তোমার নিকট আসি নাই।

দশরথ। ঋষিরাজ! ভবাদৃশ ব্যক্তিকে সূর্য্য বংশীয় রাজাদের অদেয় কি আছে? কি অসামান্য বস্তু প্রার্থনায়, এ অধীনকে অনুগ্রহীত ক'রতে অভিলাষী হয়েছেন, তাহা আজ্ঞা ক'রুন। আমি তৎসাধনে যত্নবান হই। আমার বংশগৌরববৃদ্ধি হোক।

বিশ্বামিত্র। রাজন! আমার প্রার্থনা কিছু গুরুতর। পূর্ণ করতে পারবে কি?

দশরথ। সেকি প্রভো! এত সংশয় কেন? আজ এ দাসকে এত অপদার্থ জ্ঞান ক'রছেন কেন? ঈক্ষ্বাকুবংশীয়েরা চিরকালই রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষিদিগের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে এসেছেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও পিতামহ রঘুরাজ তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। যদি যথার্থ আমি ঈক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি, যদি বদান্য হরিশ্চন্দ্র ও দানবীর রাজর্ষি রঘু প্রভৃতি পূজ্যপাদগণের বিন্দুমাত্রও শোণিত বংশপরম্পরায় আমার ধমনীতে প্রবাহিত থাকে, তা হ'লে আমি এই সর্ব্বজনসমক্ষে ধর্ম্মাসনে উপবেশন ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রছি, যে আপনি যাহা প্রার্থনা ক'রবেন আমি অবিচলিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্প্রদান ক'রব। রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, এমন কি আমার জীবন পর্য্যন্তও দানে যদি প্রভুর প্রার্থনা পূর্ণ ক'রতে হয় তাতেও কুণ্ঠিত হব না।

বিশ্বামিত্র। সাধু! সাধু!! সাধু!!! ধন্য মহারাজ! বড়ই সন্তুষ্ট হ'লাম। সূর্য্য-বংশীয় রাজার উপযুক্ত প্রতিজ্ঞাই বটে! মহারাজ! তবে শ্রবন কর।

দশরথ। আজ্ঞা করুন।

বিশ্বামিত্র। রাজন! আমরা সম্প্রতি একটি যজ্ঞে দীক্ষিত হ'য়েছি, কিন্তু তাহা সমাপ্ত হ'তে না হ'তেই মারীচ ও সুবাহু নামে কামরূপী নিশাচরদ্বয় সবলে উহার নানা প্রকার বিঘ্ন আরম্ভ ক'রেছে। যজ্ঞবেদীতে মাংস-খণ্ড নিক্ষেপ ও রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি অস্পৃশ্য পদার্থ বর্ষণে যজ্ঞীয় পবিত্র হুতাশনেরও

অপবিত্র হবার উপক্রম হ'য়ে উঠেছে। অভিশাপ প্রদান করা যতিধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত ঐ দুই পাপিষ্ঠ রাক্ষসের উপর রোষ প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, তুমি মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে আমার হস্তে প্রদান কর। উহারা আমার প্রযত্নে রক্ষিত হ'য়ে, স্বীয় দিব্যতেজঃপ্রভাবে ঐ সমস্ত যজ্ঞবিঘ্নকর নিশাচরনিধনে সক্ষম হবে। রাম লক্ষ্মণ ব্যতীত ঐ দুরাচার-দ্বয়কে বিনষ্ট করে এমন বীর নেত্রগোচর হয় না। অতএব রাম লক্ষ্মণকে আমায় ভিক্ষা প্রদান ক'রে তোমার প্রতিজ্ঞা ও আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। চতুর্দ্দশ দিবসান্তে পুনর্ব্বার কুমারদ্বয়কে তোমার করে অর্পণ ক'রব।

দশরথ। (সচকিতে) অহহ! নিদারুণ বাগ্‌বজ্রনির্ঘাত! (অর্দ্ধমূর্চ্ছিতবৎ ক্ষণকাল অবস্থান। ক্ষণ পরে সাশ্চর্য্যবিহ্বলে) রাম! রাম! রামকে ভিক্ষা দিতে হবে? সুকুমার কুমার রাম লক্ষ্মণকে মায়াবী রাক্ষসের রণে প্রেরণ ক'রব? ওহো! কি বিষময় বাক্যবানই আজ কর্ণ-কুহরে প্রবেশ ক'রে হৃদ্‌মর্ম্ম ভেদ ক'রলে। এই দণ্ডে যদি বক্ষে শত বজ্রাঘাত হ'ত, তা হোলেও বোধ হয় হৃদয়কে এত দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব ক'রতে হ'তনা। (সরোদনে) হা রাজর্ষি! রাম যে আমার প্রাণ, রাম যে আমার আত্মারাম, রাম যে আমার বাহুবল, রামচন্দ্রই যে আমার নিরাশ অমানিশাচ্ছন্ন মানসাম্বরের পূর্ণশশধর! রামই যে আমার বার্দ্ধক্যের যষ্টি! রামই যে আমার সখা! অধিক কি বলব, রামই যে আমার এখন পরমারাধ্য দেবতা! ক্ষণকাল রামচন্দ্রকে নয়নের অন্তরাল ক'রলে, তখনই যে আমার প্রাণ-প্রয়াণের উপক্রম হবে। ঋষিরাজ! আমার প্রাণ বিনাশের জন্যই কি কপট প্রতিজ্ঞা-বাগুরায় বদ্ধ ক'রলেন? (স্বগতঃ) হায়! এতদিনে পুত্রশোকান্ধ অন্ধক মুনির প্রচ্ছন্ন অভিশাপ জনসমাজে প্রকাশ হ'য়ে উঠল। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! (অবসন্নভাবে অবস্থিতি)

বিদূষক। (স্বগতঃ) ও বাবা! একিরে! বামনের কপাল পাথর চাপা কিনা? বড় আশা ক'র্‌ছিলুম রামের বেতে নানাবিধ সামগ্রী আকণ্ঠ উদরজাত ক'রব? খোল' বিধাতার চোখে তা সইবে কেন? (প্রকাশ্যে বিশ্বামিত্রের প্রতি) বলি হ্যাঁগা ঠাকুর! বেটার পর নিয়ে গেলে ভাল হয় না? তোমাকেও না হয় একখানা নিমন্ত্রণের পত্র পাঠিয়ে দিতুম।

বিশ্বামিত্র। (বিদূষকের কথা অগ্রাহ্য করিয়া, আশ্চর্য্যভাবে) সেকি, মহারাজ! এই তুমি সদর্পে প্রতিজ্ঞা ক'রলে,আমি যা প্রার্থনা ক'রব, তাই অবিচলিত চিত্তে প্রদান ক'রবে? এরি মধ্যে পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হয়ে, সব ভুলে গেলে না কি?

দশরথ। (সরোদনে) ঋষিরাজ! আগে যদি জানতাম, যে সত্যই আপনি আমার প্রাণহরণে উদ্যত হয়েছেন, তা'হ'লে কখনই এমন নিদারুণ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হ'তাম না।

বিশ্বামিত্র। যা হোক, যখন প্রতিজ্ঞা করেছ তখন প্রতিজ্ঞা পালন অবশ্য কর্ত্তব্য।

দশরথ। (সচকিত বিহ্বলে) য়্যা! প্রতিজ্ঞা পালন অবশ্য কর্ত্তব্য? তবে কি সত্য সত্যই আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র রামচন্দ্রকে করাল রাহু-রাক্ষসের গ্রাসে পাঠাতে হবে?

বিশ্বামিত্র। (সক্রোধে) সেটা তোমার বিবেচনাধীন! কিন্তু এটা জেনো যে, আমার সঙ্গে কপট ব্যবহারে, কখনই পার পাবে না?

দশরথ। (সরোদনে) রামরে! কি কুক্ষণেই তোর মনোমুগ্ধকর মনোহর মুখ চন্দ্রের জ্যোতিঃ এ অভাগার হৃদয়-সরোবরে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল! তপোধন! মিনতি করি, এ অধ্যবসায় ত্যাগ ক'রুন। রাম লক্ষ্মণ আমার ষোড়শ বৎসরের বালক, অস্ত্রশিক্ষায় আজও তাদের সম্যক্ পটুতা জন্মে নাই। প্রভো! বলুন দেখি, কূটযোধি দুর্জ্জয় রাক্ষসসংগ্রামে কেমন ক'রে রাম লক্ষ্মণকে প্রেরণ করি। চতুরঙ্গিনী সেনা সঙ্গে ল'য়ে আমি আপনার যজ্ঞ বিঘ্ন বিনষ্ট ক'রব! রামকে কোন মতে পাঠাতে পারবনা।

বিশ্বামিত্র। মহারাজ! তোমার চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে কি, তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করব? আর রাক্ষস বধ তোমার সাধ্যাতীত,রাম লক্ষ্মণের বলবীর্য্যের বিষয় কিছুই তুমি জান না, তাই তাদের সামান্য বালক ব'লে উপেক্ষা ক'রছ। যাই হোক্, তোমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে কার্য্য কর! রাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আমি আর কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করি না।

দশরথ। (স্বগতঃ) তবে দেখছি, সত্য সত্যই আজ আমার আসন্ন কাল উপস্থিত। উপেক্ষিত অন্ধক ঋষির অভিশাপ, সত্যই আজ সত্য হয়ে দাঁড়াল।

জীবনী শক্তি ক্রমেই যেন হ্রাস হয়ে আস্‌ছে। জীর্ণারণ্য জগৎ শূন্যময় দেখ্‌চি! রজনী দেবি! তুমি আজ কি অশুভক্ষণেই অবসন্ন হয়েছিলে? তোমার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আজ আমার জীবন যামিনীরও অবসানের উপক্রম হ'য়ে উঠ্‌লো। জীবন যাক্, তাতে তত ক্ষতিবোধ করি না, কিন্তু জীবনাধিক রামকে শ্বাপদ সঙ্কুল বিজন বিপিনে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সোদর দুর্জ্জয়-রাক্ষস সংগ্রামে কেমন ক'রে প্রেরণ ক'রব? না-না, তা পারব না, প্রাণ থাক্‌তে তা পারব না, এতে যদি আমাকে প্রতিজ্ঞা অপালনে ঘোর নিরয়গামী হ'তে হয় তাও শ্রেয়স্কর। ওহো যে রামকে ক্ষণকাল না দেখলে, আমার চতুর্দ্দিক অন্ধকার ব'লে বোধ হয়, যার নবীন মেঘের ন্যায় মনোহর রূপখানি পুনঃপুনঃ দর্শনেও চক্ষু পরিতৃপ্ত হয় না, তারে কিরূপে নয়নান্তরাল ক'রে, দুর্ভর দেহভার বহন ক'রব!

বিশ্বামিত্র। (সক্রোধে) কি, মহারাজ! মায়ায় বশীভূত হয়ে, রাজন্য কর্ত্তব্য প্রতিজ্ঞা-পালন-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করলে নাকি? ভাবছ কি? চুপ ক'রে রইলে যে? আমি আর সময় অপেক্ষা করতে পারি না, শীঘ্র তোমার মনোমত উত্তর প্রদান কর?

সুমন্ত্র। রাজর্ষি! মহারাজ আর উত্তর দিবেন কি? উনি প্রাণ থাকতে রাম লক্ষ্মণকে পাঠাতে পারবেন না।

বিশ্বামিত্র। (সক্রোধে) পাঠাতে পারবেন্ না? স্পষ্টই বলুন না কেন, চলে যাই।

বিদূষক। ঋষিঠাকুর! আমি একটা সদ্‌যুক্তি ব'লব ব'লব মনে কর্‌ছি, তা আপনার যে রাগ, ব'লতে ভয় হয়।

বিশ্বামিত্র। (সাহাস্যে) সাধুর সভায় এসেছি, সদ্‌যুক্তির ত অভাব নেই। তোমার আর মনক্ষোভ থাকে কেন, বল?

বিদূষক। বোল্‌ছিলুম কি, জিনিস্ পত্তোর গুলো বন থেকে রাজধানীতে এনে, যজ্ঞ ক'র্‌লে হয় না? অত রাক্ষস টাক্ষসের হাঙ্গামে থেকে কাজ কি বাপু? আর ব্রাহ্মণ ভোজনের ভার আমার ওপর র'ইল, সে জন্য, আপনাকে কিছু কষ্ট পেতে হবে না।

বিশ্বামিত্র। তুমি যেমন বর্ব্বর, তদুপযুক্তই সৎপরামর্শ দান করলে। (রাজাকে

সরোষে) যা হোক্ মহারাজ ? আমি তোমার সভায় অভিনয় ক'রতে আসি নাই। মনোগত অভিলাষ শীঘ্র ক'রে বল।

দশরথ। (বিশ্বামিত্রের চরণ ধারণ করিয়া) রাজর্ষি! ক্ষমা করুন! পরাণ পুত্তলি রামকে ভিক্ষা দিয়ে, আমার প্রাণ রক্ষা করুন! বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন,রামকে কখনই আমি,কাল-সহোদর রক্ষঃসংগ্রামে পাঠাতে পারব না। যদি একান্তই আপনার হৃদয়-বিদারক অধ্যবসায় ত্যাগ না করেন, তা হ'লে, অগ্রে আমাকে অভিসম্পাতে ভস্ম করুন, পশ্চাৎ যা ইচ্ছা, তাই ক'রবেন। হায়! আপনার ঐ দারুণ প্রস্তাবে সম্মত হলে, প্রিয়তমা কৌশল্যাই বা আমাকে কি ব'লবে ? প্রিয়ে যখন রামের অদর্শনে মনিহারা ফনিনীর ন্যায়, অধীরা হ'য়ে আলুলায়িত-কেশে, উন্মাদিনী-বেশে আমার সম্মুখে এসে,অভিযোগ ক'রবে,তখন আমি কি ব'লে তাকে প্রবোধ দিব ? রামগতপ্রাণা কোশলরাজনন্দিনী রামের বিরহে, তখনই যে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রবে ? হায়! শেষে কি আমাকে স্ত্রী-হত্যা পাতকেও লিপ্ত হতে হবে ? ঋষিরাজ! ক্ষান্ত হোন। পরিণাম না বুঝে প্রতিজ্ঞা করে, অপরাধী হ'য়েছি। ক্ষমা করুন্! রাম লক্ষ্মণ আমার দুটি নয়নের দুটি তারকা-স্বরূপ, যদি আমাকে, আপনার অন্ধ করবার অভিলাষ না থাকে, তা হলে, আপনার ঐ মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ প্রার্থনা-সায়কটিকে সম্বরণ করুন্।

বিশ্বামিত্র। (সক্রোধে) মহারাজ! তুমি প্রথমে সর্ব্বজনসমক্ষে আমার প্রার্থনা পূরণে স্বীকৃত হয়েছিলে, এক্ষণে পুত্রবাৎসল্যে আকুল হ'য়ে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হ'চ্ছ ; কিন্তু এরূপ কপট ব্যবহার রঘুবংশীয় নরপতিগণের অনুরূপ নয়। তোমার এই সাধু-বিগর্হিত আচরণে, নিশ্চয়ই জগৎ-প্রথিত পবিত্র সূর্য্যবংশ অচিরে প্রদীপ্ত ব্রহ্মকোপাগ্নির ইন্ধন হ'য়ে দাঁড়াবে ; এক্ষণে যদি এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও কুলক্ষয় তোমার অভিমত হয়, তা বল, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। তুমিও, আমাকে বঞ্চনা ক'রে, সুখে সুহৃৎগণের সহিত রাজ্যসুখ সম্ভোগ কর। এবিষয়ে যা কর্ত্তব্য, তাহা তোমার সুযোগ্য মন্ত্রী বশিষ্টদেবের সহিত পরামর্শ কর, আমি ততক্ষণ সরযূতীরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন ক'রে আসি।

বিদূষক। (ব্যস্তভাবে) যে আজ্ঞে, শিগ গির আসুন। (বিশ্বামিত্রের প্রস্থান)

আঃ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, হে হরি! আর যেন পাষাণ্ড বেটাকে ফিরতে না হয়, নদীর গর্ভেই যেন তলিয়ে যায়। মহারাজ! সিংহদ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে আসতে বলব, ?

বশিষ্ঠ। (সকোপে) আঃ তোমার যে সর্ব্বদাই দেখ্‌চি বাচালতা! স্থির হও না? (দশরথকে) মহারাজ! দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায়, তুমি এই ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তুমি অতি ধীর ও সত্য-ব্রত-পরায়ণ, তোমাকে ধর্ম্মশীল ব'লে লোকে সর্ব্বত্রই ঘোষণা করে থাকে, ধর্ম্মত্যাগ করা ভবাদৃশ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। এক্ষণে তোমার স্বীকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ক'রে, ঐহিক পারত্রিক উভয় কালেরই মঙ্গলময়ী কীর্ত্তি স্থাপনা কর। রাজন্! রাম অস্ত্র শিক্ষা করুক আর নাই করুক, পিনাকপাণি সদৃশ ক্ষমতা-শালী মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন ইহার রক্ষক, তখন তুচ্ছ রাক্ষসের কথা কি বলছ, দেবগণও প্রতিপক্ষ হলে, শ্রীরাম অনায়াসে সমরে জয় লাভ ক'রবে। রাজর্ষি স্বয়ং সেই দুর্জ্জয় রাক্ষসগণকে নিমেষ মধ্যে বিনাশ কর্ত্তে সমর্থ, কেবল জগতে রামচন্দ্রের অদ্ভুত শূরকীর্ত্তি স্থাপনের জন্যই তোমার নিকটে এসে, রামকে প্রার্থনা করেছেন। অতএব প্রার্থিত বস্তু প্রদান ক'রে আমাদের উভয়েরই মান্য রক্ষা কর।

দশরথ। গুরুদেব! যা বল্লেন তা সকলই সত্য। রাজর্ষির অলৌকিক প্রতাপ ও কিছুই আমার অবিদিত নাই। প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা পালন যে ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাও বিলক্ষণ জানি, কিন্তু মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানছে না। সিন্ধু সঙ্গমে প্রবাহিতা তটিনী যেমন সকল বাধাই অতিক্রম ক'রে, গন্তব্য দেশে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ অনন্ত অপত্যস্নেহ-সাগরাভিমুখে প্রধাবিতা, মানস-তরঙ্গিণীও পৌরুষ কোন বাধাই গ্রাহ্য করছে না। কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদয় এর কাছে তুচ্ছ ব'লে বোধ হ'চ্ছে। কর্দ্দম পতিত করিবরের ন্যায়, পুত্র-প্রেম-পঙ্কে গাঢ় নিমগ্ন মন-মাতঙ্গেরও উত্থান-শক্তি, প্রায় একেবারেই তিরোহিত হ'য়েছে। এ বিষয়ে কি যে কর্ত্তব্য, তা কিছুই অনুধাবন ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। মহদ্ব্যক্তি যে পথ অবলম্বনে দুর্গম সংসার-কানন অতিক্রম করেন, ইতর সাধারণ জনগণও

সেই মহৎ-প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তন ক'রে থাকে; তুমি যদি প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা অপালনে, রাজর্ষির অবমাননা কর, তা হ'লে, সাধারণ ব্যক্তি-গণ যে, কি ক'র্‌বে, তাহা একবার ভেবে দেখ দেখি! রাজন! এতে শুধু তোমার নয়, আমারও সংসারে মহতী অকীর্ত্তি স্থাপন হবে। লোকে ব'ল্‌বে, বশিষ্ঠদেব উপদেষ্টা বর্ত্তমানে, মহারাজ দশরথ, এমন সাধু-বিগর্হিত পথে পদার্পণ ক'র্‌লেন! অতএব রাম লক্ষ্মণকে রাক্ষস বধে প্রেরণ ক'রে, তোমার যশঃ-সুধাংশুর সুধাময়ী মরীচিমালায় জগৎ-প্রথিত রঘু-বংশকে উদ্ভাসিত কর! ব্রহ্মতেজোরক্ষিত মহাবাহু রাম লক্ষ্মণের জন্য চিন্তিত হইও না।

দশরথ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া।) হা গুরুদেব! অংশুমালীর সহস্র করে সন্তপ্ত প্রচণ্ড মরুভূমে নব-জলধরের প্রচুর বারি বর্ষণের ন্যায়, আপনার উপদেশ-জলবিন্দু বর্ষণ মাত্রেই বিশুষ্ক প্রায় হ'য়েছে। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া।) যাই হোক্, অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। আর গুরু-বাক্য লঙ্ঘনে আত্মাকে নারয়গামী ক'র্‌ব না। (ক্ষণেক পরে ভাবিয়া সুমন্ত্রকে।) যাও, সুমন্ত্র! প্রাণাধিক কুমার রামলক্ষ্মণকে সভায় আনয়ন কর। তাদের রাজর্ষির করকমলে সমর্পণ ক'রে, প্রতিজ্ঞা-ঋণে মুক্ত হই। (অধোবদনে স্থিতি।)

সুমন্ত্র। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান।)

বিদূষক। (স্বগত।) এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে রে। বুকের ভেতোর আশার আগুণ দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছেল'; একেবারে হুড়্ হুড়্ ক'রে জল ঢেলে দিলে! সাধে কি বলি, এই বশিষ্ঠ ব্যাটাকে না তাড়ালে, আর নিস্তার নেই! মহারাজ, ত কেঁদে কেটে, সেই পাষণ্ড ব্যাটাকে একরকম ভাগিয়েছেন, এই লক্ষ্মীছাড়াই ত, এড়ি বেড়ি ক'রে, আবার রাজাকে স্বীকার করিয়ে নিলে! আরে ছ্যা! প্রাণটা একেবারেই বিগ্‌ড়ে দিয়েছে! (রাজাকে জনান্তিকে!) বলি, মহারাজা! আপনাকে ভূতে ধরল' না কি? এ শুট্‌কো বামুন দুটোকে এত ভয় কেন; আমাকে বলেন ত, বিট্‌লে দুটোর গলাটিপে নদী পার করে দিয়ে আসি।

দূর্ ছাই! আর বলি কি! আপনাকেও যে, বুনো জানোয়ারে পেয়ে বসেছে। (স্বগতঃ চটিয়া) আর এ অধার্ম্মিক গুলোর মুখ দেখ'ব' না।

(রাগতভাবে বিদূষকের প্রস্থান।)

দশরথ।—(স্বগতঃ।) হা দগ্ধ হৃদয়! তুমি কি সুখের আশায় এই ভগ্নদেহ পিঞ্জরে অবস্থান ক'রছ'? বহির্গত হ'তে আর বিলম্ব কিসের? ওহো! দুরন্ত অন্ধক ঋষির অভিসম্পাত রূপ কালসর্পকে, মসৃণ মৌক্তিক হার বিবেচনায় এতদিন সাদরে গলদেশে বহন ক'র্‌ছিলাম, অবসর পেয়ে আজ আমাকে দংশন ক'রলে। (স্তব্ধ) অথবা গতানুশোচনার আবশ্যক নাই। বিধাতার কুটিল অন্তরে যা আছে, তাই ঘট্‌বে। (নিস্তব্ধভাবে চিন্তা।)

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।)

বিশ্বামিত্র।—কি মহারাজ! কি যুক্তি স্থির করলেন?

দশরথ। তপোধন! শান্ত হোন্। পুত্র বাৎসল্য-মদিরায় উন্মত্ত হ'য়ে, আমি অমানুষিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম! উন্নত হৃদয় ক্ষত্রিয় কেশরী হয়ে, নীচমনা শৃগালের ন্যায়, কতই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়েছি। (জোড়হস্তে।) ক্ষমা করুন। প্রসন্নমনে রাম লক্ষ্মণকে গ্রহণ ক'রে, আমাকে প্রতিজ্ঞা-পাশ হ'তে বিমুক্ত ক'রে দিন। অনুনয় করি, অনুগ্রহ ক'রে, পূর্ব্ব ক্রোধ ত্যাগ ক'রুন্।

বিশ্বামিত্র। মহারাজ! তোমার প্রতি ক্রোধ করা দূরে থাক্, তোমার উদার বাক্যে, আমি মহদুপকার-ঋণে বদ্ধ হ'লাম। যত দিন প্রত্যুপকার দ্বারা এর পরিশোধ ক'রতে, না পার্‌ছি, ততদিন মন কিছুতেই শান্ত হবে না। তুমি যে আমার বাক্যলঙ্ঘনে উদ্যত হ'য়েছিলে, তাহা তোমার দোষ নয়। তাহা সেই অপরিচ্ছিন্না মায়ার প্রতাপ। সংসার-তরু এই মায়া-লতিকায় গাঢ় আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অধিক কি মহারাজ! যোগজীবন মহেশ্বরও এই কুহকিনীর হস্ত হ'তে, পরিত্রাণ বাসনায় যোগমার্গ অবলম্বন ক'রেছেন; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠতে পারেন নাই। রাজন্! রামচন্দ্রকে রক্ষ-সংগ্রামে পাঠাচ্ছ' ব'লে কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। করিকুম্ভ-বিদারণকারী কেশরী-শিশু কি কখনও ক্ষুদ্রশক্তি জম্বুককে গ্রাহ্য করে, না সে তার সমকক্ষ যোদ্ধা।

রাম, লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের প্রবেশ। রাম, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সকলকে প্রণাম ও রাজার অধোবদনে অবস্থান।

বিশ্বামিত্র। (সহর্ষে স্বগতঃ।)

নাচ মন প্রাণভরে, উদয় নয়নোপরে ;
রামরূপ নীলোৎপল শ্যাম।
মহামায়া মহাঘোর, ঘুচিল বন্ধন তোর ;
মুখে রাম বল্ অবিরাম ॥

রাম।—(রাজাকে।) পিতঃ! সুমন্ত্রের মুখে আপনার অনুজ্ঞা শ্রবণ ক'রে, আনন্দিত মনে শ্রীচরণ দর্শন ক'রতে এসেছি। এ কিঙ্কর আপনার কোন প্রিয়কর কার্য্যে নিযুক্ত হবে, তাহা আজ্ঞা ক'রে অনুগ্রহীত করুন্। (রাজার মুখ দেখিয়া সচকিতে) একি! হেমন্ত সমাগমে তারাকান্তের আনন্দময়ী কান্তি যেমন নীহার-ভারে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, তদ্রূপ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ আপনার মুখচন্দ্রমাখানি ও শোকাচ্ছন্ন ব'লে বোধ হ'চ্ছে। নয়ন কমল দুটি অশ্রুনীরে ভাসমান হ'য়ে র'য়েছে। পিতঃ! আপনার এই অভাবনীয় ভাব দর্শনে বোধ হ'চ্ছে, অন্তরে কোন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ছেন। পৌর অথবা জানপদবর্গের মধ্যে কেউ কি কটূবাক্যে আপনার মনে বেদনা প্রদান ক'রেছে? কি হ'য়েছে শীঘ্র বলুন। আপনার এই হৃদয়বিদারক অবস্থা দর্শনে, আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে।

লক্ষ্মণ। (সক্রোধে) মণিলোভে কোন্ মূঢ় কাল ফণিমুখে
করিল হস্ত প্রদান! কোন্ মূঢ়চেতা
জ্বলন্ত পাবক-পুঞ্জে পাদ প্রক্ষেপিল!
কহ, পিতঃ! কহ তব দুঃখের কাহিনী—
কে করিল অপমান? কোন ভাগ্যহীন,
সুধাবোধে বিষপান করিল সাদরে?
কুরঙ্গ ধরিতে রঙ্গে, কে এল' কাননে,
জানে না সে সিংহশিশু বনে বর্ত্তমান?
পিতঃ! করহ নির্দ্দেশ তারে, যে দিয়াছে।

দুঃখ তব প্রাণে। খগরাজ চঞ্চুসম
সুতীক্ষ্ণ সায়কে, ক্রটিব তাহার মুণ্ড
শতখণ্ড করি। সহেনা বিলম্ব আর,
অনুমতি দাও দাসে, সদয় অন্তরে।

বশিষ্ঠ। বৎস রাম! বৎস লক্ষ্মণ! জগতে এমন কোন্ হতভাগ্য আছে, যে, প্রদীপ্ততেজা দশরথের অপমানে অগ্রসর হবে? তোমরা ও বৃথা আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। প্রকৃত কারণ শ্রবণ ক'রে, কর্ত্তব্য অবধারণে যত্নবান হও। (বিশ্বামিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই যে মূর্ত্তিমান্ তেজঃপুঞ্জ তপোধনকে অবলোকন ক'রছ', ইনি প্রথিত নামা রাযর্ষি বিশ্বামিত্র—

রাম। (আশ্চর্য্য ভাবে) ইনিই অলৌকিক ক্ষমতাশালী রাজর্ষি বিশ্বামিত্র!

(বিশ্বামিত্রকে রাম ও লক্ষ্মণের প্রণাম।)

বিশ্বামিত্র। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, অক্ষয় কীর্ত্তিশালী হ'য়ে, সুখে পৃথিবী শাসন কর। (স্বগতঃ) ওহো! আজ আমার কি ভাগ্যের উদয় হ'ল'! একে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ব'লব'। সৌভাগ্যই ব'লতে হবে। নতুবা যাঁর চরণরেণু গিরিজাপতিরও দুর্লভ, যাঁর পদরজঃ সহায়ে কমলযোনি ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে সক্ষম হ'য়েছেন ত্রিপথগা সুরধুনী গঙ্গা যাঁর পদকন্দর হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে, জগৎ পবিত্র ক'রছেন, সেই জগন্নিবাস রামচন্দ্র যখন কীটানুকীট বিশ্বামিত্রের পদে প্রণত, তখন আমার সৌভাগ্য ব'লব' না ত আর কি ব'লব'। প্রভুর লীলা বোঝা ভার, অথবা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে, মানব শিক্ষার্থ এরূপ মানুষিক ভাব অবলম্বনে ত্রিভুবনে বিনয়ের সৃষ্টি ও আমার মর্য্যাদা বৃদ্ধি ক'রছেন! ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব! ও নিগূঢ়তত্ত্বের মর্ম্ম উদ্ভাসন করা কি আমার কর্ম্ম। ওঁর মঙ্গলময়ী বাসনায় উনি যা করেন, তাই জগতের মঙ্গলের জন্য প্রযুক্ত হয়।

রাম। (বশিষ্ট প্রতি) প্রভো! তার পর।

বশিষ্ট! বৎস! রাজর্ষি প্রথমে সভায় আসিয়া, কোন অনির্দ্দিষ্ট বস্তু প্রার্থনায় মহারাজকে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ করেন। পরে যখন মহারাজ শুনলেন, যে যজ্ঞবিঘ্নকারী মারীচ ও সুবাহু নামক দুই রাক্ষস বিনাশার্থ

তোমরা দুইজনে প্রার্থিত বস্তু হ'য়েছ', তখন নরবর, পুত্রবাৎসল্যে বিমুগ্ধ হ'য়ে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে ও রাজর্ষির প্রত্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। উপ-দেশ প্রদানে জ্ঞান-নেত্রের মোহকর অঞ্জন বিদূরিত হ'লে, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞায় সম্মত হ'য়েছেন। কিন্তু অপত্য-স্নেহ প্রভাবে গাঢ় নিমগ্ন শোক-সরসী হ'তে কিছুতেই উত্থিত হ'তে পারছেন না। এক্ষণে এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তোমরা তাহা অবধারণ কর।

রাম। পিতঃ! এতে আপনি এত দুঃখিত হ'চ্ছেন কেন? এ ত সৌভাগ্যের বিষয়। আপনিই ত ব'লে থাকেন, গো, ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কার্য্যের রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে এই মহৎকার্য্যে নিরত, সেই যথার্থ বীর ও যথার্থ ক্ষত্রিয় নামের যোগ্য। আজ আমার সৌভাগ্যগুণে, আপনার মধুময় উপদেশ বাক্যের পরীক্ষা এসে উপস্থিত। এখন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকা নিতান্তই কাপুরুষের কর্ম্ম। আরও দেখুন পিতাকে সত্য-পাশ হ'তে মুক্ত করাও পুত্রের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম। প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করুন, সমরে জয়ী হ'য়ে, মহর্ষির মনঃক্ষোভ নিবারণ ক'রে আসি।

লক্ষ্মণ। সে কি পিতঃ! এই তব দুঃখের কারণ!
ওহো আশ্চর্য্য হইনু আজি আশ্চর্য্য বচনে
কম্পিত গজেন্দ্র, ভয়ে মূষিক গর্জ্জনে!
সম্বরাদি দৈত্যগণে সংহারি সমরে,
দেবেন্দ্র কণ্টক শূন্য করিলেন যিনি;
তাহার বদনে কভু শোভে না এ বাণী।
পশিলে শ্রবণে কালফণির গর্জ্জন,
থাকে কি নিশ্চেষ্ট দেব! বিনতা-নন্দন?
ক্ষত্রিয় প্রধান কার্য্যে অবহেলা করি,
কোন লাজে গৃহে রব ছার প্রাণ ধরি?
ক্ষত্রিয়-শোণিত দেহে নাহি কি সঞ্চার?
প্রকাণ্ড কোদণ্ড এই যাহার টঙ্কারে,
স্বর্গপতি বজ্রধর সতত কম্পিত,

এ কি শুধু নরবর! ভুজ-শোভা করে,
(না) পিধানে দুলিছে খড়্গ পার্শ্ব-শোভা তরে?
অধীনে প্রসন্ন মনে নিদেশ নৃমণি!
ভ্রূভঙ্গে সমর রঙ্গে প্রবেশি এখনি,
খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটি নিশাচরগণ।
নাশে যথা মেষপাল মৃগেন্দ্র নন্দন!
ঘুচাই আসির আজি শোণিত-পিপাসা।
রক্ষা হোক্ বেদবিধি ঋষিবর-আশা।

দশরথ। (সরোদনে।) বাপ রাম! বাপ লক্ষ্মণ! তোরাই যে আমার জীবনের অবলম্বন। তোদের চাঁদমুখ না দেখলে, প্রাণ যে আমার ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাপরে! তোদের বিহনে বৈকুণ্ঠপুরীও যে, আমার কাছে তুচ্ছ ব'লে বোধ হয়। তোদের ভাবি বিরহে কাতর হ'য়েই আমি ঋষির বাক্যে আনাস্থা দেখিয়েছিলাম। (স্তব্ধ) এখন যা বাপ! আমার সে মোহবিকার দূর হয়েছে। আর আমি তোদের নিবারণ ক'রব না। (রাম, লক্ষ্মণের হস্ত ধরিয়া) দেখ বাবা! রাজর্ষির বাক্যে কদাচ অবহেলা ক'রোনা। ইনি যখন যা ক'রতে ব'ল্‌বেন' অবিচার্য্যভাবে তখনই তাই ক'রবে। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, সর্ব্বদাই এঁর অনুবর্ত্তন ক'রবে। কোন প্রকারে এঁর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করো না। (বিশ্বামিত্রকে) রাজর্ষি! এই নিন্! আপনার প্রার্থিত ধন রাম লক্ষ্মণকে গ্রহণ করুন্। (করে সমর্পণ) প্রভো! অনুগ্রহ ক'রে, আমার এই অনুরোধটি রাখবেন, এরা যদি কোনরূপ অপরাধ করে, তা হ'লে, নিজগুণে সে দোষ মার্জ্জনা ক'রবেন। বিশেষতঃ, লক্ষ্মণ আমার স্বভাবতঃ কিছু চঞ্চল। বালক-বুদ্ধি বশতঃ, যদি কোনরূপ চাঞ্চল্যের প্রকাশ করে, তা হ'লে, সে অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না।

বিশ্বামিত্র। (সহাস্যে) মহারাজ! লক্ষ্মণ চঞ্চল বালক ব'লে আমিও চঞ্চল হব না কি?

দশরথ। কিন্তু ঋষিবর! চতুর্দ্দশ দিবসান্তে যদ্যপি রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাই, তা হ'লে, নিশ্চয় জান্‌বেন, এ জীবন আমি তখনই বিসর্জ্জন ক'রব'!

বিশ্বামিত্র। মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কর। আমি যা সত্য ক'রেছি, তার কখনই অন্যথা হবে না! নির্দ্দিষ্ট দিনে, পুনরায় রাম লক্ষ্মণকে দেখতে পাবে।

(নেত্রপথে সভাভঙ্গ সূচক গীত।)

বশিষ্ঠ। এক্ষণে সভাভঙ্গের সময় উপস্থিত। (রাম, লক্ষ্মণকে) বৎস! তোমরা স্বীয় স্বীয় মাতৃ সন্নিধানে বিদায় ল'য়ে এস। আমি ততক্ষণ রাজর্ষিকে বিশ্রাম করাইগে!

রাজা ও সুমন্ত্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

দশরথ। (রাম লক্ষ্মণকে উদাস নয়নে নিরীক্ষণ) হাঃ! হৃদয় পিঞ্জর ভগ্ন হ'য়ে গেল। প্রাণপক্ষীও যেন পালাবার উদ্যোগ ক'রছে!

সুমন্ত্র। মহারাজ! ধৈর্য্য অবলম্বন করে, মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন ক'রবেন চলুন!

দশরথ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক উদাস ভাবে) হাঃ—চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ অন্তঃপুর।—কৌশল্যা ও অরুন্ধতী।

কৌশল্যা। ভগবতি! রামকে আমার অনেকক্ষণ দেখিনি। প্রাণ কেবল কেঁদে কেঁদে উঠছে। বাছাকে আমার ক্ষণকাল না দেখলে, কর্ত্তব্য কার্য্য কিছুই ভাল লাগে না।

অরুন্ধতী। বাছা! অপত্য স্নেহের গুণ এমনিই বটে! আচ্ছা, মা! রাম ত বিবাহের যোগ্য হয়েছে, মহারাজ, এ বিষয়ের কোন চেষ্টা ক'রছেন না কেন?

কৌশল্যা। দেবি! মহারাজের চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই, তবে, মনের মত মেয়ে জুটে উঠছে না।

অরুন্ধতী। হাঁ, তা বটে। রামচন্দ্র যেমন পুর্ণিমারাত্রের পূর্ণচন্দ্র; তার উপযুক্ত রোহিনী না হলে কি শোভা হয়? (দূর হইতে রামকে দেখিয়া) ঐ মা রাজ্ঞি! ঐ তোমার রাম আস্‌ছে।

(শ্রীরামের প্রবেশ ও উভয়কে প্রণাম)।

এস বাছা! দীর্ঘায়ু হও! মনের মত বউ এসে জুটুক্‌।

কৌশল্যা। রাম! আজ তোর এ বেশ কেন? এ বেশ পোরে একদিনও ত আমার কাছে আসিস্‌ না? এ যে যুদ্ধসজ্জা! (চিবুক ধরিয়া) বাবা! ক্ষত্রিয় নন্দন ব'লে কি, সাধ ক'রে রণসাজে সেজেছিস্‌?

রাম। জননি! সাধ ক'রে নয়! সত্যই আজ আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে, তাই আপনার চরণ দর্শন ক'র্‌তে এলাম।

কৌশল্যা। সে কিরে বাপ! তুই যে বালক, তুই আবার কোথা যুদ্ধে যাবি?

রাম। মা! মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে বিনাশ কর্‌বার জন্য, পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করেন; পিতা, সত্য-পাশে বদ্ধ হ'য়েছিলেন, সুতরাং রাক্ষস-বধার্থ আমাকে, গমন ক'র্‌তে অনুমতি ক'রেছেন। এক্ষণে আপনি প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন, সমরে জয়ী হ'য়ে ক্ষত্রিয় নাম সার্থক ক'রে আসি।

কৌশল্যা। (ভীতিবিহ্বল হইয়া) রাক্ষস! রাক্ষস!! (মূর্চ্ছা)।

রাম। (স্বগতঃ) আহা! কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজ স্নেহময়ী জননীর কোমল প্রাণে দারুণ বেদনা প্রদান ক'র্‌তে হ'ল'। (প্রকাশ্যে গাত্রে হস্তার্পণ পূর্ব্বক) মা!

কৌশল্যা। বাবা! রাম! মনুষ্য হ'য়ে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ! তারা যে জীবন্ত মানুষ আহার করে। না বাপ! তা হ'বে না! রাক্ষসের যুদ্ধে আমি তোমাকে কখনই যেতে দিব না। কি ভয়ানক কথা! যাদের নাম ক'র্‌তেও মনে ভয় হয়, তাদের সঙ্গে তোকে যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে? (মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন) হা মহারাজ! তোমার কি সত্য-পালনই প্রধান হ'ল? সত্যপালনের জন্য দয়া মায়া কি সকলই ত্যাগ ক'র্‌লে? রামের চাঁদমুখের দিকে একবার ফিরেও দেখলে না?

(পূর্ব্ববৎ রোদন) মহারাজ ! তুমি যে ব'লতে, রামকে না দেখলে, আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করে, আমার চারদিক আঁধার বলে বোধ হয়, সে সব কি কেবল মুখের কথা ? হা নির্ম্মম ! এমন অমূল্যধনকে কোন্ প্রাণে রাক্ষসের করে সমর্পন ক'র্‌লে ? (পূর্ব্ববৎ রোদন) চল বাবা ! তোমাকে নিয়ে, এ নিষ্ঠুর রাজার রাজত্ব ছেড়ে পালাই চল। তুমি আমার অনেক কষ্টের ধন, এ নির্দ্দয় হৃদয়ের রাজ্যে থাক্‌লে, কোন দিন আবার কি সর্ব্বনাশ ঘ'টবে।

রাম। মা ! আপনি এত আশঙ্কা ক'রছেন কেন ? আমরা ক্ষত্রিয়-নন্দন, দেবগণও আমাদিগকে ভয় করেন। তুচ্ছ রাক্ষস কি আমাদের সমকক্ষ যোদ্ধা ? না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে হ'বে ? ধনুর্ব্বাণ দেখেই, তারা ভয়ে পলায়ন ক'রবে।

কৌশল্যা। (সরোদনে) বাবা ! ও কথায় কি আমি ভুলি ? তোরে আমি কখনই ছাড়ব'না। নিমেষ-মাত্র তোরে না দেখতে পেলে, আমার দশদিক অন্ধকার বোধ হয়। আর কি ক'রে, তোরে দুরন্ত রাক্ষস মুখে বিসর্জ্জন ক'রে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকব' ? (পূর্ব্ববৎ রোদন) রাম রে ! তোরে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ ক'রে,শেষে কি এই ফল হ'ল ? তুই-ই আমার জীবনহন্তা হ'লি ? পিতৃবাক্যে মাতৃপ্রাণ নষ্ট কর্ত্তে, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'লিনি ? (পূর্ব্ববৎ রোদন) হা নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র ! তুমি কি অন্ধ হয়েছ ? বড় বড় বীরের অসাধ্য কার্য্য ননীর পুতুল রাম আমার উদ্ধার ক'রবে ? ঋষিরাজ ! আমি কবে তোমার কাছে কি অপরাধে অপরাধিনী হ'য়েছি, যে আমার জীবনসর্ব্বস্বধনকে ছল ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হ'য়েছ ? (পূর্ব্ববৎ রোদন) বাবা রাম ! যদি একান্তই যাবি, তা হ'লে অগ্রে তোর ঐ সুতীক্ষ্ণ অসিতে আমার মস্তক ছেদন কর, পশ্চাৎ গমন করিস্ ! আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে ত, কখনই তোকে যুদ্ধে যেতে ব'লতে পার্‌ব না। (পূর্ব্ববৎ রোদন)।

রাম। জননি ! আপনি বীরপত্নী, বীরজননী, এরূপ বাক্য কি আপনার উপযুক্ত ? যদ্যপি বালক ব'লেই, আমি উপেক্ষিত হই, তা হ'লেও কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই ! দ্বিতীয় বিধাতৃঅবতার রাজর্ষি বিশ্বামিত্র যখন

আমার সহায়, তখন, আপনার ক্রোড়ে যেমন, আমি সুখে অবস্থান করি, যুদ্ধ স্থলেও সেই সুখ ভোগ ক'রব'। রাজর্ষির অদ্ভুত পরাক্রমের বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। তিনি রক্ষক বর্ত্তমানে, বজ্রপাণি ইন্দ্রও, আমার মস্তকের এক গাছি কেশের অনিষ্টসাধনে সমর্থ হবেন না। আপনি প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করুন, ঋষি-মণ্ডলির কণ্টক উৎপাটন ক'রে ত্রিলোক-শিখরে উদয়াস্ত-রহিত যশঃ-সূর্য্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে আসি।

অরুন্ধতী। বাছা! রামের জন্য ভেবোনা। রাম যে, বিশ্বামিত্রের পরাক্রমে যুদ্ধে জয়ী হবে, তার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি আনন্দ মনে আশীর্ব্বাদ কর, রাম ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যকার্য্যে অগ্রসর হোক্।

কৌশল্যা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বাপ তবে এস, কুলদেবতাগণ তোমার মঙ্গল করুন। মা সর্ব্বমঙ্গলা, অমঙ্গল দূর করুন।

(যোড়হস্তে)—

নমস্তে অন্নদা, শুভদা সুখদা, অন্নপূর্ণা মহামায়া।
নৃমুণ্ডমালিনী, খর্পর-ধারিণী, অপর্ণা গিরীশজায়া॥
দুঃখিনী সন্তানে, রক্ষা ক'র' রণে, শ্রীচরণে নিবেদন।
শ্রীরামে আমার, শ্রীপদে তোমার, করিলাম সমপণ॥

(অরুন্ধতীর প্রতি) মা! তুমি আমার রামকে আশীর্ব্বাদ কর?

(অরুন্ধতীর পদধূলি লইয়া রামের মস্তকে প্রদান)।

রাম। (প্রণাম)।

অরুন্ধতী! (রামের মস্তকে হাত দিয়া) বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, নির্ব্বিঘ্নে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে এস।

কৌশল্যা। চল বাবা! আর আর গুরুজনকে প্রণাম করবে চল।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তাড়কাধিষ্ঠিত অগস্ত্য তপোবন।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) বৎস রাম! ঐ যে অদূর কান্তারে নিবিড় জলদ-জাল-সন্নিভ ভীষণ তমাল কানন দৃষ্ট হ'চ্ছে, ঐ সেই সুকেতু-তনয়া দুষ্টা তাড়কার আবাস স্থান। পাপিয়সীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেবগণও বিমানারোহণে এ পথে গমন করেন না। মনুষ্য ত দূরের কথা। আহা! মহর্ষি অগস্ত্যের শান্তিময় তপোবন এক্ষণে যমভবন স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। (যাইতে যাইতে সচকিতে বিশ্বামিত্রের দণ্ডায়মান ও অর্দ্ধ-কম্পিত অবস্থায়) রঘুবর! (নেপথ্যে হস্ত নির্দ্দেশ) ঐ দেখ! প্রেতচীবর-ধারিণী নিষ্ঠুরা নিশাচরী আমাদের আগমন অপেক্ষায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান ক'রছে। এ সময়ে যাহা তোমার কর্ত্তব্য তাহা কর। আমার ত, আর পদমাত্র অগ্রসর হ'তে সাহস হয় না।

রাম। আচার্য্য! অনুমতি করুন, মায়াবিনীর মায়াময় দেহ পঞ্চ-ভূতে বিলীন ক'রে তাপস-কণ্টক উদ্ধার ক'রে আসি।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এ দাস বর্ত্তমানে, আপনাকেই বা সামান্য একটা রাক্ষসী-বধের আয়াস স্বীকার ক'রতে হ'বে কেন? আমাকে অনুমতি করুন,

শরানল প্রজ্বলিত ক'রে, মূর্ত্তিমান পাপরাশির স্বরূপ পাপিয়সীর বীভৎস দেহ এখনি ভস্মীভূত ক'রে আসি।

রাম। না লক্ষ্মণ! তুমি অদূরে, ঐ বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায়, পরিচর্য্যায় গুরুর পথ শ্রান্তির অপনোদন করগে। আমি এখনই কার্য্যোদ্ধার ক'রে আস্ছি।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা; আপনার ইচ্ছারই জয় হোক্!

সকলের প্রস্থান।

ক্ষণেক পরে নেপথ্যে বিকট চীৎকার শব্দ।

বিশ্বামিত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। গুরো! অগ্রজের বিলম্ব দেখে, মনে বড় অশুভ সঞ্চার হচ্ছে। অনুমতি করুণ আমি তাঁর সাহায্যার্থে গমন করি।

পুনঃ শব্দ।

বিশ্বামিত্র। লক্ষ্মণ! স্থির হও। বীর-কেশরী রামচন্দ্র এখনই সিদ্ধকাম হ'য়ে, প্রত্যাগমন ক'রবেন। তোমার আর কষ্ট স্বীকারে প্রয়োজন কি? তুমি ততক্ষণ তমাল-বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন ক'রে, শ্রান্তি দূর কর। আমি রামের মঙ্গলার্থে মনে মনে মঙ্গলময়ের চিন্তা করি।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞে। (বৃক্ষতলে উপবেশন)।

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ প্রশ্নে) ভ্রান্ত লক্ষ্মণ! তুমি সামান্য মানুষ-বোধে নররূপী নারায়ণের সাহায্যে উদ্যত হয়েছ! যিনি পুরাকল্পে প্রকাণ্ড মীন-দেহ ধারণ পূর্ব্বক লীলা-নাটকের প্রথমাঙ্ক অভিনয় করেন; যিনি লক্ষ যোজন-বিস্তৃত কঠোর কূর্ম্মদেহ ধারণে, সমুদ্র-মন্থন সময়ে, পৃষ্ঠে কনকাচল বহন ক'রেছেন; যে রাম পূর্ব্বকালে, বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক অমিতবিক্রমে দুর্দ্দান্ত হিরণ্যাক্ষকে নিধন করতঃ রসাতলনিমগ্না ধরণীকে দশনাগ্রে ধারণ করেন; আবার যিনি নরসিংহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহে, বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্যবর হিরণ্যকশিপুর প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করতঃ, বৈষ্ণব-চূড়ামণী তৎপুত্র প্রহ্লাদকে ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চ সিংহাসনে স্থাপিত ক'রেছিলেন;

যে রঘুত্তম রামচন্দ্র বামন-বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিভুবন-বিজেতা বলি-রাজকে বদ্ধ ক'রে, স্বর্গভ্রষ্ট সুরেন্দ্রকে অপহৃত রাজাসনে পুনর্ব্বার স্থাপিত করেছেন; সম্প্রতি যিনি, রাবণ কুম্ভকর্ণাদি ত্রিদিব অজেয় রক্ষবীর-গণকে নিহত ক'রতে, রামরূপে রঘুকুলে অবতীর্ণ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্য যাঁর ইচ্ছাধীন, সর্ব্বভূতে সত্বারূপে যিনি বর্ত্তমান, সেই পরাৎপর পূর্ণব্রহ্ম জনার্দ্দন রামচন্দ্র, সামান্য একটা রাক্ষসী-বধে, কি আর (লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার সাহায্য অপেক্ষা ক'রবেন?

নেপথ্যে ভয়ঙ্কর জ্যা শব্দ ও বিকট চীৎকারধ্বনি।

লক্ষ্মণ। গুরো! ঐ শুনুন, আর্য্যের ভয়ঙ্কর জ্যা-নির্ঘোষ ও তৎসহ রাক্ষসীর মুহুর্মুহুঃ বিকট চীৎকারধ্বনি হ'চ্ছে।

বিশ্বামিত্র। বোধ হয়, পাপিয়সীর জীবলীলা অবসান হ'য়ে এল। (স্বগতঃ) আমার অদৃষ্ট-আকাশ যে এতদূর সৌভাগ্য-চন্দ্রের চন্দ্রিকাচ্ছটায় আলো-কিত হবে, তা একদিনও মন-মধ্যে উদিত হয় নাই। ছিলাম রাজা, হ'লাম রাজর্ষি, এক্ষণে আবার "বলা অসিবলা" মন্ত্র প্রদান ক'রে, জগৎগুরুরও গুরু হ'য়েছি। বিশ্ব-রাজ্যের ঈশ্বর এখন বিশ্বামিত্রের শিষ্য; যাঁর কোকনদ নিন্দিত চরণ-যুগল দর্শন-লোলুপ হ'য়ে, সপ্তর্ষি-ভৃঙ্গ সমাধি-পথে উড্ডীন হয়েছিলেন, কিন্তু অধিক দূর যেতে না যেতেই বিষয়-কেতকীর প্রলোভন-পরাগে অন্ধ হ'য়ে, এখনও অর্দ্ধ পথে অবস্থান ক'রেছেন; মুনিশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর পঞ্চবদনে, অবিশ্রান্ত যাঁর গুণানুবাদ কীর্ত্তন ক'রেও অসীম গুণরাশির ইয়ত্তা ক'রতে পারলেন না; পথিক-ঘাতী দস্যু রত্নাকর যাঁর মধুময় রাম নাম উচ্চারণ ক'রে, জগতে কবিবর মহর্ষি বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হয়েছেন, সেই সচ্চিদানন্দ গোলকনাথ রামচন্দ্র আজ আমার আজ্ঞাবহ। যখন যা আদেশ ক'রছি, অবিচার্য্য ভাবে তখনই তাই পালন ক'রছেন! লৌকিক ব্যবহারে গুরুর প্রতি যতদূর ভক্তি করা উচিৎ, ততোধিক ভক্তি প্রদর্শন ক'রে, জগতে আমার মান্যবৃদ্ধি ও অজ্ঞানজনগণকে গুরুভক্তি শিক্ষা দিচ্ছেন।

নেপথ্যে যুগপৎ বৃক্ষ সমূহ পতনের ভীষণ শব্দ।

লক্ষ্মণ। (সত্রাস্তে) গুরুদেব! ওকি! বনরাজির উত্তরবিভাগে উন্নত তমাল-কানন এককালে ভীষণ শব্দে ভূতলশায়ী হ'ল কেন ?

বিশ্বামিত্র। (সানন্দে) বৎস এইবার মনোভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। পতনোন্মুখ দুর্জ্জয় রাক্ষসীর দুর্ভর দেহ ভার ধারণই বনস্পতি মনের যুগপৎ ভূতল শয়নের কারণ। লক্ষ্মণ! অশান্তিময় অগস্ত্য তপোবনে রামলীলার প্রথমাঙ্ক অভিনয় হ'য়ে গেল। স্থির হও, আর ভয় নাই। (রাম উদ্দেশে কি বলিবেন মনে করিয়া স্বগতঃ) প্রভো! না প্রভু বলা হবে না। আমার প্রভু ব'লে সম্বোধন করা, প্রভুই যে ঘুচিয়েছেন। বৎস!......হাঁ বৎস বলে ডাকাই কর্ত্তব্য। প্রিয়তম শিষ্য বোধে, বাৎসল্য ভাবেই আমি চিরকাল রামচন্দ্রের অর্চ্চনা ক'রব। যে ভক্তিতে রাম জগতের স্রষ্টা ও আমি তাঁর সৃষ্ট পদার্থ, সে ভক্তিতে আমার কখনই মুক্তি হবেনা। যে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, দশরথ ও কৌশল্যা মন, প্রাণ, সবই প্রেমময়কে সমর্পণ করেছেন, সেই বাৎসল্যপ্রেমই যথার্থ মুক্তির সোপান। পুত্র স্নেহের কাছে, পার্থিব সকল প্রেমই পরাভূত ; মানব যদি একবার ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেম অর্পণ ক'রতে পারে,তাহলে তার মনমাতঙ্গ কখনই এই দুশ্চেদ্য প্রেমবন্ধন ছিন্ন ক'রে দুর্গম বাসনাবিপিনে পলায়নে, সমর্থ হয় না। আমার ভাগ্য গুণে, রামচন্দ্রের প্রতি, যদি এই বাৎসল্যপ্রেমেরই সঞ্চার হ'লে, তবে সুধাময় বৎস সম্বোধন পরিত্যাগ ক'রে প্রভু সম্বোধনে প্রয়োজন কি? ইচ্ছাময়, ইচ্ছা ক'রেই যে "গুরু" এই উপাধিটি আমায় দান করেছেন। তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে কাজ ক'রলে যে, পরিণামে পরিতাপে দগ্ধ হতে হবে? আহা! রামের বাৎসল্য পরিপূর্ণ মুখখানি যখনই দর্শন করি, তখনই অভিনব স্নেহ সঞ্চারে, ইন্দ্রিয়গণ পূর্ব্বাপেক্ষা সতেজ হয়ে উঠে। চন্দ্রদর্শনে জলনিধি যেমন চঞ্চল হন, রামচন্দ্রের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দর্শনে, মানস সাগরও তেমনি প্রেমতরঙ্গে তরঙ্গিত হয়ে উঠে! সাধে কি, মহারাজ দশরথ, আমার প্রত্যাখানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন! এধনকে কেউ কি সহজে নয়নের অন্তরাল কর্ত্তে চায়? তায় পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। (দূর হইতে রামকে আসিতে দেখিয়া প্রকাশ্যে লক্ষ্মণের প্রতি) ঐ দেখ, বৎস! রামচন্দ্র-রাক্ষসী বিজয়-পতাকা-শোণিত-চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে, আনন্দিত মনে প্রত্যাগমন ক'রেছেন।

রামের প্রবেশ ও প্রণাম।

রাম। গুরো! আপনার আশীর্ব্বাদে দুর্দ্দান্তা নিশাচরী নিহতা হয়েছে! এক্ষণে চলুন গন্তব্য পথে গমন করা যাক।

বিশ্বামিত্র। বৎস লক্ষ্মণ! এই কমণ্ডলু ল'য়ে, সরোবর হ'তে, শীঘ্র জল আনয়ন ক'রে রামের শোণিতলিপ্ত হস্তদ্বয় ও মুখ মণ্ডল প্রাক্ষালন করে দাও।

কমণ্ডলু লইয়া লক্ষ্মণের প্রস্থান।

(রামের প্রতি) বৎস! তোমার প্রসাদে অগস্ত্য তপোবন আজ নিষ্কণ্টক হ'ল। শুধু তপোবন কেন, জগৎসংসার যে কণ্টকশূন্য হবে তাড়কা নিধনই তার সূত্রপাত। রাম! ঐ শোন, শাপবিমুক্তা সুকেতুতনয়া দিব্য দেহ ধারণ ক'রে, তোমার গুণানুবাদ কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে যক্ষপুরে গমন ক'রছে। রাম! তুমি মনে ক'রনা যে ভ্রান্ত গুরু বুঝি আমায় চিন্তে পারেনি। তুমি যে কে, এবং কি জন্যই বা দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহন ক'রেছ, তা সকলই জানি।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

(লক্ষ্মণের প্রতি) এনেছ! তবে রক্তবিন্দু ধৌত করে দাও।

লক্ষ্মণ। (তথাকরণোদ্যোগ)

রাম। লক্ষ্মণ! নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য ক'র'না? পার্থিব অপবিত্র পদার্থ মিশ্রিত জলকে অগ্রে গুরুর পাদোদক করে নাও? গুরুদেবের পদরজোমিশ্রিত পবিত্র বারি অঙ্গে ধারণে, আমার পাপময় মানব জন্ম সার্থক হোক?

লক্ষ্মণ। (তথা করণ, রামের মস্তকে প্রক্ষেপ তৎপরে রক্ত ধাবন)।

রাম। ভাই! অবশিষ্ট জলটুকু আমায় দাও, পান ক'রে ভব পিপাসার শান্তি করি।

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ সহাস্যে) ভবকর্ণধারের আবার ভবপিপাসা! বনের মাঝে এ তামাসা দেখেকে?

লক্ষ্মণ। (জল দান ও রামের পান)

রাম। লক্ষ্মণ! তুমিও পবিত্র হও! (লক্ষ্মণের মস্তকে পাদোদক প্রক্ষেপ)

(বিশ্বামিত্রকে) ভগবন ! আজ আপনার চরণামৃত পান ও ধারণে, আমি ধন্য হলাম। আমার নরদেহ সফল হ'ল।

(যোড়হস্তে) অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলীতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ (প্রণাম)

লক্ষ্মণ। (যোড়হস্তে) অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ (প্রণাম)

বিশ্বামিত্র। (রামকে) বৎস! তোমার পাদোদক সাদরে মস্তকে ধারণ ক'রে, দেবদেব শঙ্কর আত্মাকে কৃতার্থ বোধ ক'রেছেন, পূজ্যপাদ চতুর্ম্মুখ চতুর্ব্বদনে তোমার চরণামৃত পান ক'রে সৃষ্টি কার্য্যের সকল অশুভ হ'তেই পরিত্রাণ পেয়েছেন; এক্ষণে তুমি যে, আমার পাদোদক পানে, আত্মাকে পরিতৃপ্ত ব'লে পরিচয় দিচ্ছ, সে যে কেবল অজ্ঞানজন-গণকে গুরুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য তা অনেকক্ষণ জান্‌তে পেরেছি। যদিও তোমার কল্যাণে ধ্যানাবলম্বনে সকলই জানছি যে তুমি অব্যয় পরমাত্মা, দেবতাদের কার্য্য সাধনার্থ, রাক্ষস বধোদ্দেশে, মানব দেহ ধারণ ক'রেছ, তথাপি দেবকার্য্য বিঘ্ন সম্ভাবনায় এই গুহ্য তত্ত্ব কাহা রও নিকট প্রকাশ ক'রব' না। তুমি আমার প্রতি যেরূপ পূজ্যভাব প্রকাশ ক'রেছ', আমিও তদ্রূপ সর্ব্বসমক্ষে তোমার প্রতি শিষ্যভাব প্রকাশ ক'রব'। বৎস! আমি ব্রহ্মার মুখে শুনেছি যে, ইক্ষ্বাকুবংশে মহাবিষ্ণু জন্ম গ্রহন ক'রবে, তদবধি তোমার আচার্য্য হ'ব, এই দুরাশা-কুম্ভ অবলম্বন ক'রে, অতিকষ্টে কালসাগরে ভাসমান ছিলাম। তুমি ভক্তবৎসল, ভক্তের আশা পূর্ণ ক'রেছ, এখন তোমার নিকট এই ভিক্ষা যে, তোমার জগদ্বিমোহিনী মহামায়ার প্রভাবে মুগ্ধ হ'য়ে, যেন তোমার ঐ স্নেহমাখা শিষ্যমূর্তিটি বিস্মৃত না হই। যদি তোমার গুরুকে নিষ্কৃতি দানের বাসনা থাকে, তা হ'লে, এই গুরুবাক্যটি লঙ্ঘন ক'রনা। চল বৎস! যে আশয়ে, আমি নির্দ্দয় হ'য়ে তোমার পিতার বক্ষঃস্থল হ'তে তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এনেছি, সেই উদ্দেশ্যে গমন করি চল।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সিদ্ধাশ্রম।

অত্রি, যাবালি ও আত্মসিদ্ধের প্রবেশ।

যাবালি। তাইত! নির্দ্দিষ্ট দিন ত উপস্থিত! রাজর্ষি, রাম লক্ষ্মণকে আনয়ন ক'রতে গেছেন, তিনি ত এখনও প্রত্যাগমন ক'রছেন্ না! সঙ্কল্পিত যজ্ঞটা পণ্ড হবে নাকি?

আত্মসিদ্ধ। বোধ হয়, রাজা রাজর্ষির বাক্য অবহেলা ক'রেছেন, রাম লক্ষ্মণকে পাঠান্ নি।

অত্রি। পদ্মরাগের আকরে কাঁচের উৎপত্তি, তাও কি সম্ভব? সূর্য্যবংশীয় রাজন্যবর্গ চিরকালই স্বধর্ম্মপরায়ন, ধর্ম্মরক্ষার্থে নিজের প্রাণ দানেও তাঁদের মধ্যে কেহ কখনও কাতর হন নাই। তেমন বংশ কি এমন অপকৃষ্ট অঙ্কুর প্রসব ক'রবে? কেন, মহারাজ দশরথ ত সে প্রকৃতির লোক ন'ন্? ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বদান্যতা, স্বধর্ম্মনিরতা প্রভৃতি যাহা কিছু পৌরুষগুণের প্রয়োজন, যে গুণগুলি থাকলে, মনুষ্য, মনুষ্য নামের উপযুক্ত, সবগুলিত তাঁতে সমভাবে বর্ত্তমান আছে। আর বিশেষতঃ, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র যখন "রাম লক্ষ্মণকে এনে যজ্ঞ রক্ষা ক'রব" এই প্রতিজ্ঞা ক'রে বহির্গত হ'য়েছেন, তখন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মানব ললাটে লিখিত বিধিলিপিও কখনও না কখন মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবার নয়। তবে যে এখন ও কেন, আস্‌ছেন না, তা ত বুঝ্‌তে পারছি না।

যাবালি। যাক্! এখন কি করা যায়? বেলাও ত দশদণ্ড অতীত হ'য়ে

এল, এর পর আবার কালবেলা প'ড়্‌বে ; এই সময় কার্য্য আরম্ভ ক'রলে ভাল হ'ত না ?

অত্রি। (সন্দিগ্ধচিত্তে) আরম্ভ ক'রবেন ? তাইত, সময় ও যে যায়। অনার্য্য মারীচ এসে পাছে উৎপাত করে, তাই ভয় হয়।

আত্মসিদ্ধ। (বিরক্ত ভাবে) আচ্ছা, আমি ত আপনাদের ভাবগতিক কিছু বুঝতে পার্‌ছি না। আপনারা অনায়াসেই ত মারীচকে অভিসম্পাতে নষ্ট ক'রতে পারেন ? ব্রহ্মণ্যতেজ তবে কিসের জন্য ? ক্ষমতা থাক্‌তে, এত কষ্ট স্বীকারে প্রয়োজন কি ?

যাবালি। দেখ আত্মসিদ্ধ ! শমগুণই তাপসকণ্ঠের অলঙ্কার ! যে মুনি আত্মহারা হ'য়ে, শমকে পরিত্যাগ করে, সে মুনিপদের বাচাই নয় ! এই শম গুণই সত্বগুণের অন্তর্ভূত। ক্রোধ, রজঃ গুণের লক্ষণ ; আমরা যদি শম প্রধান সত্ত্বের মস্তকে পদাঘাত ক'রে, রজঃগুণ অবলম্বন করতঃ, রাক্ষস দমনে প্রবৃত্ত হই, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত সমস্ত পুণ্যই নষ্ট হ'য়ে যাবে। বিষদন্তবিহীন কালসর্পের ন্যায়, আমরা তখ-নই নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়ব। নতুবা দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্তও আমাদের ভয়ে শঙ্কিত। আমরা সামান্য রাক্ষসের অপমান, অবনত মস্তকে সহ্য ক'র্‌ব কেন ?

আত্মসিদ্ধ। সেটা আপনাদের গুণে ! আপনাদের ঐ ছাই শম, দম, সত্ত্ব, যে বেদান্তের বাঁদি কচ্‌কচি আছে, তাতে কি সর্ব্বদা টেঁকা যায় ? তবে ভগবান মানুষকে ক্রোধ দিলেন কেন ? আমি ত, জানি বাপু ! যে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" যে যেমন, তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করা উচিত। তাতে আবার দোষ কি ?

অত্রি। (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) ঐ যে রাজর্ষি আস্‌ছেন। পশ্চাতে বুঝি ঐ দুইটি রাম লক্ষ্মণ ?

বিশ্বামিত্র ও রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। ঋষিগণ ! আপনাদের দুঃখযামিনী অবসান হ'য়েছে। অদৃষ্ট-আকাশে সুখ-সূর্য্যের উদয় হবার আর অধিক বিলম্ব নাই। জগৎরাজ্যের

দণ্ডধর স্বহস্তে দণ্ড ধারণ ক'রে, আপনাদের আনুকূল্যে উপস্থিত হয়েছেন। আর ভয় নাই : নিরুদ্বেগে যজ্ঞ আরম্ভ করুণ।

অত্রি। রাজর্ষি! এই দুইটিই কি, মহারাজ দশরথের বংশধর?

বিশ্বামিত্র। হঁা, এইটির নাম রামচন্দ্র, আর এইটির নাম লক্ষ্মণ।

আত্মসিদ্ধ। (স্বগতঃ) ও হরিবোল! এরাই যজ্ঞ রক্ষা ক'রবে? এই জন্যই এত লাফালাফি ক'রে অযোধ্যায় গিয়াছিলেন? তবেই হয়েছে আর কি! মারীচের এক হুহুঙ্কারেই ভ্রমী না গেলে হয়। রাজর্ষি মজাবেন আর কি দেখছি। যা হয় করুন না কেন, তেমন তেমন দেখিত চম্পট লাগাব।

রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ঋষিগণকে প্রণাম।

অত্রি। (হস্তোত্তলন করিয়া) জয়স্তু। নিঃসপত্ন হ'য়ে পৃথিবী শাসন কর।

যাবালি। আশির্ব্বাদ করি, যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে, ক্ষত্রিয় নাম অন্বর্থ কর।

আত্মসিদ্ধ। (জনান্তিকে বিশ্বামিত্রের প্রতি) ও প্রভু! আপনার এ কি মতলব? এরা সেই মন্দার পাহাড়ের মত রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে? দুই জনেই যে নিতান্ত দুগ্ধ পোষ্য বালক?

বিশ্বামিত্র। রণস্থলে বালকের বিক্রম অবলোকন ক'র' মুখে বলা এখন বৃথা।

অত্রি। তবে আর কার্য্যারম্ভে বিলম্বের প্রয়োজন কি?

বিশ্বামিত্র। কিছু নয়! উদ্যোগ করুন না।

অত্রি। যাও আত্মসিদ্ধ! যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি আনয়ন কর।

আত্মসিদ্ধ। (মৃদুস্বরে) তা যাই, কিন্তু আপনাদের ভাল গতিক দেখ্‌ছি না। (বিশ্বামিত্রকে লক্ষ্য করিয়া স্বগতঃ) ঐ ছিষ্টি ছাড়ার কথায় ভিজেছেন; টেরটা পাবেন। বিধাতার সৃষ্টি নদী সমুদ্রে জল, ওঁর সৃষ্টি গাছে জল। বিধাতার নিয়ম বীরপুরুষে দৈত্য রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ ক'রবে, ওঁর নিয়মে দুগ্ধপোষ্য শিশু সে কাজ সাধবে। সবটাতেই বিধাতৃ নিয়মের বিপরীত আচরণ ক'রে, বাহবা নিতে হবে, তা না হলে বিশ্বামিত্র নাম যে নিরর্থক হয়।

(প্রস্থান)।

বিশ্বামিত্র। ঋষিগণ! যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে বিঘ্নহর্ত্তা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করা যাক্ আসুন।

(সকলের গীত)

যজ্ঞের দ্রব্যাদি লইয়া আত্মসিদ্ধের প্রবেশ ও গীতে যোগদান।

ভুবন সার, ধরণীধর, ব্রহ্ম পরাৎপর, অপার সংসার, পারাবার তারণ।
নিরাময় নারায়ণ, গুণ সাগর নিগুর্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, রূপ ধারণ॥
ত্বংহি তপন সুধাকর, ত্বংহি শমন বজ্রধর, বরুণ বায়ু নরবাহন—
ত্বংহি ব্যোম ধরাধর ত্রিভুবন: কিন্নর সুরাসুর নর ঘন দাহন।

বিশ্বামিত্র। সকলে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। (রাম লক্ষ্মণকে) বৎস! তোমারা সতর্ক হ'য়ে, যজ্ঞবেদী রক্ষা কর। দেখ' যেন কোনরূপে রাক্ষসগণ এস্থানে প্রবেশ ক'রতে না পারে।

রাম। যে আজ্ঞা প্রভু! আপনারা নির্ভয়ে কার্য্যারম্ভ করুন। আপনার আশীর্ব্বাদে, আজ রামের কাছে, বজ্রধরেরও নিস্তার নাই। ভূদেব মণ্ডলীর তপঃপ্রভঞ্জন প্রভাবে, আমার এই শরাগ্নি অচিরেই অরাতি-ইন্ধনে প্রদীপ্ত হবে।

বিশ্বামিত্র। (জনান্তিকে অত্রির প্রতি) আপনি "ওঁ নমঃ ভগবতে পরমাত্মনে রাম চন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ ক'রে, পূর্ণাহুতি প্রদান ক'রবেন।

অত্রি। তথাস্তু।

যাবালি ও বিশ্বামিত্র ধ্যানে নিযুক্ত ও অত্রির হোতৃ কর্ম্মে ও আত্মসিদ্ধের তন্ত্রধারকতায় নিযুক্ত হওন। রাম লক্ষ্মণের যজ্ঞ বেদী রক্ষা।

আত্মসিদ্ধ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।

অত্রি। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।

আত্মসিদ্ধ। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।

অত্রি। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।

আত্মসিদ্ধ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।

অত্রি। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।

আত্মসিদ্ধ। ওঁ সোমায় স্বাহা!

অত্রি। ওঁ সোমায় স্বাহা।

আত্মসিদ্ধ। ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদমগ্নয়ে।

অত্রি। ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদ্‌মগ্নয়ে।

আত্মসিদ্ধ। ওঁ ভূবঃ স্বাহা ইদম্‌ বায়বে।

অত্রি। ওঁ ভূবঃ স্বাহা ইদম্‌ বায়বে!

আত্মসিদ্ধ। ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদম্‌ সূর্য্যায়।

অত্রি। ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদম্‌ সূর্য্যায়।

(প্রত্যেক স্বাহান্তে অত্রির অগ্নিতে আহুতি দান)

আত্মসিদ্ধ! (চকিত ভাবে) বলি হ্যাঁগা গুরুদেব! একি মেঘ উঠল' না ধোঁয়ায় এমন অন্ধকার হ'ল? আর পুঁথির অক্ষর যে দেখতে পারছি না?

নেপথ্যে।

ধিক্‌ ধিক ঋষিগণ! ধিক্‌ শতবার।
কোন্‌ লাজে যজ্ঞারম্ভ ক'রেছ আবার॥
যাও ত্বরা করি সবে যাও সৈন্যগণ।
রক্ত, মাংস, যজ্ঞকুণ্ডে করগে বর্ষণ॥

আত্মসিদ্ধ! (সকম্পে) ও—ও—গুরুদেব! ঐ যে কি বলে ও-ও-ও (কম্পন)

(নেপথ্যে বিকট চীৎকার)

অত্রি। যাই বালুকনা আমাদের চিহ্নিত যজ্ঞভূমির মধ্যেও আসতে পারবে না!

নেপথ্যে। চল্‌না রে সব যজ্ঞি যে সেরে ফেল্লে?

আত্মসিদ্ধ। ও বাবা! ঐ যে রে! সব পঙ্গপালের মত সেজে দাঁড়িয়েছে?

(নেপথ্যে হইতে রক্তবৃষ্টি)

দুর্গা! দুর্গা! এই এক ঝলক রক্ত এসে পুরুষসুক্তর উপর প'ড়ল।

কি আপদ! এই আপনার পুঁথি নিন্ মশায়! আমি পালিয়ে প্রাণটা বাঁচাই। (পুঁথি ফেলিয়া প্রস্থানোদ্যত)

অত্রি। তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! অস্থির হওনা?

(নেপথ্যে গর্জ্জন)

আত্মসিদ্ধ। আর তিষ্ঠ! ও সব দেখে কি আর তিষ্ঠনা যায় মশায়? আপনি অত কাঁপছেন কেন বলুন দেখি?

অত্রি। (রামকে) বৎস রাম! এইবার তোমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

আত্মসিদ্ধ। আর রাম? রাম এখন আপনার দেখে শুনে ভ্যাবাগঙ্গারাম হয়েছে।

(নেপথ্যে গর্জ্জন)

ও বাবা! এইবারে গেলুম (রামলক্ষ্মণকে) বাপু হে! নিজেও ম'লে, আমাদেরও মারলে?

রাম। আপনারা নিরুদ্বেগে স্বকর্ম্ম সাধন করুন, কোন ভয় ক'রবেন না।

অত্রি। ওহে আত্মসিদ্ধ! বাকি মন্ত্র কটা বলনা?

(নেপথ্যে বিকট গর্জ্জন ও তৎসহ রক্তমাংস বৃষ্টি)

আত্মসিদ্ধ। (সকম্পে) আর বলব' কি মশায় বলবার কি কিছু রেখেছে? গো রক্তে মন্ত্রগুল' সব ডুবে গেছে? আপনার ত সব মুখস্ত আছে সেরে নিন্ না।

অত্রি। আচ্ছা, তবে তাই হোক্। তুমি স্থির হ'য়ে বস'।

(মনে মনে মন্ত্রপাঠ ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান)

নেপথ্যে। চ চ শিগ্‌গির চ! জড়াজড়ি করে মরিস কেন?

আত্মসিদ্ধ। (চমকিত হইয়া) ও—রে বা-বা-রে! সেই দীর্ঘ জঙ্ঘা ব্যাটা আবার এয়েছে?

নেপথ্যে। যানা? যজ্ঞিকুণ্ডের উপর মুতে দে'য় না? (গর্জ্জন)

আত্মসিদ্ধ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) এই মজালে রে। ছেলেমানুষের কথায় ভুলে, প্রাণটা গেল বুঝি। ও-গো-ও-রাম! দেখছ কি। সর্ব্বনাশ হয়

যে গো? তুমি এখনও যে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ?

রাম। আপনি ভীত হবেন না। স্থির হ'ন?

(নেপথ্যে পুনঃ গর্জ্জন, যজ্ঞকুণ্ডে অস্পৃশ্য পদার্থ বর্ষণ ও বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ)

বিশ্বামিত্র। একি রাম! এখনও নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছ যে? আর কেন? মায়াবীদের মায়া ঘুচিয়ে দাও না?

রাম। যে আজ্ঞে! এতক্ষণে কেবল গুরুর আজ্ঞার অপেক্ষায় ছিলাম। ভাই লক্ষ্মণ! আর দেখ কি, কার্য্যে প্রবৃত্ত হও (রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া) দূর হও দুরাচারগণ।

(রাক্ষসোদ্দেশে শরত্যাগ ও বেগে প্রস্থান)

(নেপথ্যে রাক্ষসগণের বিকট কোলাহল)

লক্ষ্মণ। আরেরে রাক্ষসগণ! গর্ব্ব ভর ক'রে,
এখনও দাঁড়ায়ে তোরা সম্মুখে আমার?
কি দুর্দ্দশা করি তবে চেয়ে দেখ সবে।

(শরত্যাগ ও বেগে প্রস্থান)

নেপথ্যে। হুঁ হুঁ হুঁ। পালা, পালা, পালা, বড্ড মেরেছে জ্বলে গেল! ওরে বানের ফলায় আমার বাঁ চোকটা বিঁধে গেছে?

(নেপথে বেদনা-সূচক বিকট চীৎকার)

(ক্ষণপরে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

সুবাহু। (নেপথ্যে) সাবধান সৈন্যগণ! যেওনা যেওনা।
রক্ষ দর্প প্রভাকরে অপযশ-সিন্ধুনীরে
ডুবাতে অন্তরে সাধ করোনা ক'রোনা।

আত্মসিদ্ধ। এই গো বাবাজি! এইবারে সাবধান! পালের গোদা সুবাহু দেখা দিয়েছে।

সুবাহু। (প্রবেশ করিতে করিতে)

স্বকার্য্য সাধিতে সবে হও অগ্রসর।
দেখিয়া মানব শিশু হওনারে বন্যপশু ;
বীরের কুমার তোরা বীর-অনুচর।

(প্রবেশ করিয়া নেপথ্যাভিমুখে)

ছি ছি কি ঘৃণার কথা মনে নাই লাজ।
হাসালিরে বৈরীকুল, ভীরুতার অনুকূল ;
মৃগেন্দ্র নন্দন হয়ে, জম্বুকের কাজ।
এত যদি মনে ভয় কাপুরুষগণ।
পাষাণ জড়ায়ে ধ'রে মগ্ন হ'রে সিন্ধুনীরে,
না দেখাস্ মহীমাঝে ও পোড়া বদন।

(রাম লক্ষ্মণের প্রতি)

কইরে মানব ডিম্ব ! আয়রে সত্বর ;
প্রিয় কার্য্যে বাধা দিতে, এলিরে হেথা মরিতে
কাহার নন্দন তোরা কোথা বল ঘর॥
দুর্জ্জয় রিপুর সনে সেধেছরে বাদ।
স্মর মনে অভাজন, নিজ নিজ প্রিয়জন,
এইবারে লয় হবে সব মনসাধ॥
ইন্দ্রজেতা দশানন, বান্ধব আমার।
সুবাহু আমার নাম, লঙ্কাপুরে মম ধাম ;
মোর ভয়ে সদা ভীত দেব পুরন্দর॥

লক্ষ্মণ

ছাড় ছাড় দুরাচার গরিমা বচন।
তোর যত বীরপনা, এখনি গেলরে জানা,
বীরে কভু করে কিরে প্রশংসা আপন॥
কি দেখাস্ বাহুবল দুর্ম্মতি দুর্জ্জন !
পিপীলিকা সম মানি, বীর মাঝে নাহি গণি,
এখনি যাবিরে চলি শমন সদন॥

কেবা তোর দশানন ? নাহি মানি তারে।
দেখিবে কৌতুক সবে, আসে যদি সে, আহবে
মনসাধে পদাঘাত করি তার শিরে ॥
মনে কি ক'রেছ দুষ্ট পিশিত অশন।
এইরূপে যজ্ঞনাশ করিবিরে বারমাস ;
অনাথ কি পৃথিতলে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ ॥
রাজন্য রক্ষক এই মেদিনীর মাঝে।
থাকিতে, রাক্ষস দল, কি সাহসে ক'রে বল ;
খদ্যোৎ প্রদীপ হীন সৌরকর কাছে ॥

(তূণির হইতে বাণ লইয়া)

তোর ঐ পাপময় দেহ দুরাচার।
প্রজ্জ্বলিত শরানলে, পোড়াবরে রণস্থলে,
ঘুচাব নিমেষে আজি পৃথিবীর ভার ॥
অন্তিমে অভিষ্টদেবে, নেরে মূঢ় মনে ভেবে ;
বহিতে হবেনা আর কল্মষ সম্ভার ॥

সুবাহু। বাখানি বীরত্ব তোর ধন্য বীরপনা,
বিপক্ষে জিনিবি রণে, বাক্য আড়ম্বরে,
করেছিস্ মনে সাধ ? ধন্য রে সাহস (তোর !)
প্রলয় পবন ক্ষুব্ধ বারিধি সলিল,
ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গে যবে দ্রুত ধায়
বিশ্বগ্রাস তরে ; হিমাদ্রি মহেন্দ্র আদি
গিরীন্দ্র-নিচয়, না পারে সহিতে তার
প্রচণ্ড আঘাত, মগ্ন হয় ভগ্ন শৃঙ্গ (হয়ে)
অগাধ সলিল মাঝে ! হায় রে অবোধ !
তুচ্ছ মৃত্তিকার বাঁধে, কি ফল ফলিবে ?
সে ত উন্মাদের কাজ ! দিলাম অভয়
তোরে বালক বলিয়া। প্রাণ লয়ে, নিজ
দেশে গিয়া, মাতৃ-অঙ্ক কর সুশোভন।

অকালে হারাবি কেন, দুর্লভ জীবন।
কে দিল বালক তোরে হেন কুমন্ত্রনা ?
কার বলে হ'য়ে বলীয়ান্, পরিণাম
না ভাবিয়া মনে অনলে পতঙ্গ-বৃত্তি
ধরিলি দুর্গতি ? কাহার কুহকে ভুলে,
নিদ্রিত শার্দ্দূল-কুলে, জাগালি বর্ব্বর।

লক্ষ্মণ। মশকের ধ্বনি, গণি তোর আস্ফালন।
কিম্বা যথা শারদ-অম্বরে, ঘনঘটা
ঘোর আড়ম্বরে, ঘর্ঘর আরবে গর্জ্জে
শূন্যপথে ; কিন্তু নিষ্ফল সে আড়ম্বর ?
না ডরে আশ্রয়হীন নির্ভীক পথিক
তায়। সেইরূপ অসার গর্জ্জনে
না ডরি বর্ব্বর। ক্ষাত্রয়-নন্দন আমি,

(তূণীর হইতে বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক)

অথবা বাক্যের লীলা হোক্ অবসান
সহ্য কর এবে মোর বিশিখ সন্ধান।

(সুবাহু-বক্ষে বাণ-ক্ষেপ)

সুবাহু (উদ্ভ্রান্ত ভাবে)
ওহো যায় প্রাণ, যায় প্রাণ,
নাহি এবে ত্রাণ ;
জ্বলন্ত অনল রাশি, ঘেরিল চৌদিকে,
কিছুই না দেখিবারে পাই।
শরমুখে পলকে পলকে, যেন ঝলকে দামিনী
বন্ধুগণ ! বন্ধুগণ ! সৈন্যগণ !! সৈন্যগণ !
কোথা এবে সব, হও অগ্রসর ;
কর পরিত্রাণ
ডুবাল সুবাহু তরী অরাতি তুফান॥

(উদ্ভ্রান্ত ভাবে বেগে পলায়ন।

মারীচ। (নেপথ্যে)

আরেরে বর্ব্বর নর! এত অহঙ্কার?
কাহার সাহস বলে, অজেয় রাক্ষস দলে;
প্রতিপক্ষ হলি এসে মুর্খ দুরাচার॥

বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক রামকে দেখিয়া মুগ্ধবৎ স্বগতঃ

একি হেরি, এত নয় সামান্য মানব!
আজানু লম্বিত বাহু, বিশাল উরস্!
কৃশানু ভাস্কর সম প্রদীপ্ত শরীর,
চতুর্দ্দিক বিভাসিত বরাঙ্গের বিভায়,
সামান্য মানবে ইহা সম্ভব কি হয়? (ক্ষণ স্তব্ধ)—
কভু নয়! কভু নয়!! মানব এ নয়!!!
বোধ হয় হৃষিকেশ ধরি নরবেশ;
রক্ষিছেন যজ্ঞভূমি সদয় হইয়া,
অথবা ঋষির স্তবে তুষ্ট হ'য়ে আশু,
আশুতোষ বেদবিধি এলেন রাখিতে,
মনুষ্য আকার ধরি, শিবলোক ত্যজি।

(বীরদর্পে সহসা) যে হোক, সে হোক, কিম্বা ব্রহ্মা পুরন্দর
হোক নাহি ডরি রণে; পালিব স্বজাতি
রীতি যজ্ঞ করি নাশ। অথবা সম্মুখ
যুদ্ধে দেহ পাত হলে, করিব সদ্গতি
লাভ, হাসিতে হাসিতে, ত্যজি পাপ দেহ
যাব চলি বীরলোকে। গো ব্রাহ্মণ বধ
পাপ কর্ম্ম করিতে হবে না।

(প্রকাশ্যে) বীরবর!
ছাড় পথ; যাব মোর স্বধর্ম্ম রক্ষণে?
নতুবা উচিত শাস্তি পাবে এই ক্ষণে!
কিম্বা, বৃথা বাক্য ব্যয়ে নাহি প্রয়োজন

সংগ্রামে করিব চুর্ণ গর্ব্বপূর্ণ দেহ
লও শর, শরাসনে করহ সংযোগ,
দেখি তব ক্ষুদ্রবাহু কত বল ধরে ?

রাম। (সহাস্যে) রে দুর্ম্মতি!
মণ্ডুকের রণ সাধ কুঞ্জরের সনে ?
সামান্য রাক্ষস তুই আমি ক্ষত্রবীর,
সমকক্ষ প্রতিপক্ষ রক্ষ কি আমার ?
মৃগেন্দ্রের লক্ষ কিরে, ক্ষুদ্র অজা শিশু,
(শর দেখাইয়া) হের অস্ত্র প্রভঞ্জন, প্রভঞ্জন সম,
ইহার প্রভাবে পলকে পতঙ্গ প্রায়,
উড়াইব দেহ তোর লবণ সাগরে ;
বাঁধবনা সামান্য জীবন, দুস্কৃতির
অনুতাপানলে দগ্ধ হবি চিরকাল।

মারীচ। (সোপহাসে)
হাসি পায়, শুনি তব প্রলাপ বচন ?
ক্ষুদ্রবাহু বিক্ষেপিত ওই ক্ষুদ্র শরে,
উড়াবে এ ভীমবপু লবন সাগরে ?
সাবাসি দুরাশা, বাখানি সাহস তব
শতবার আমি। উত্তাল তরঙ্গমালী
ভ্রমী, সমাকুল জলধি তরণে সাধ
ভেলার সহায়ে ? গ্রহণে সুধাংশু সুধা
বামনের আশা ? খঞ্জ হ'য়ে হিমাচলে
আরোহন সাধ ? ততদুর অসম্ভব নয়
যতদূর তব, কৃতান্ত সোদর
মারীচ বিজয়ে আশা, বিশিখ সন্ধানে ?
(বিস্ফারিত বক্ষে সগর্ব্বে ভ্রমন করিতে করিতে)
সম্মুখ সমরে যার, দুরন্ত শমন
প্রাণ ল'য়ে পৃষ্টভঙ্গে পলায় সুদূরে,

উড়াবে তাহার দেহ ওই ক্ষুদ্র শরে ?
বিন্ধ্যশিলা পট্ট সম ভীষণ হৃদয়ে,
সুরেন্দ্র সরোষে যদি শত বজ্র হানে
প্রতিঘায় চূর্ণ হ'য়ে দিগন্তে মিশায়,
কুসুম কোমল বাণে কি হইবে তায় ?
অথবা ত্রিশূলী যারে ত্রিশূল প্রহারে,
সূচিকা বেধন ব্যথা দিতে নাহি পারে,
তাহারে উড়াবে তুমি ওই ক্ষুদ্রশরে ?
ছাড়ি ও দুরাশা, যজ্ঞভূমি পরিহরি,
প্রান লয়ে যাও শীঘ্র আপন নগরী।
অনিন্দ্য সুন্দর বপু, কেন বা অকালে,
যতনে রতন সম ডালি দিবে কালে।

রাম। কি আশ্চর্য্য!
এখনও ঘুচিল না মোহ নিদ্রা ঘোর,
বুঝিলাম হ'য়েছে রে, কাল পূর্ণ এবে,
ধ'রেছে কৃতান্ত আসি কেশ গুচ্ছ তোর।
নতুবা হেন দুর্ম্মতি কেন হবে তবে ?
কাহার শকতি করে নিয়তি লঙ্ঘন ;
বিষম বিকারে যথা বিফল ভেষজ
সেইরূপ সুমন্ত্রনা লঙ্ঘে আয়ুহীন,
বিধির বিধান ইহা আছে চিরদিন॥

মারীচ। বক্তৃতা বচনে দক্ষ মানব-নিচয়।
থাকে সাধ্য, দেহ যুদ্ধ বিলম্ব না সয়॥

রাম। আয় তবে অভাজন, ধর প্রহরণ।
ঘুচাব সমর সাধ, সাক্ষী ঋষিগণ॥

(মারিচের বক্ষে শরপ্রহার)

মারীচ। (স্বগতঃ)

'ওহো'! বিষম বাজিল শর, ঘুরিল মস্তক;
অস্থির করিল রণে সামান্য বালক।
থর থর কাঁপে কায়, চক্ষে নাহি দেখা যায়,
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিছে যেন, স্থান ভ্রষ্ট হ'য়ে,
কেমনে যুঝিব আর অগ্রসর হ'য়ে॥
বোধ হয় রক্ষবংস ধ্বংস করিবারে,
কৃতান্ত দিয়াছে দেখা বাল বেশ ধ'রে।
দিনু ভঙ্গ, প্রহরণে হইনু বিকল।
বলেতে নারিনু দেখি, পাতি এবে ছল॥

(শূন্যে অন্তর্দ্ধান।)

লক্ষ্মণ। অগ্রজ!
সম্মুখে রজনীচর এই মাত্র ছিল।
পলকে ইহার মধ্যে কোথায় লুকাল॥

মারীচ। (নেপথ্যে)
হের হে মানব শিশু! কি করিবে আর।
জলদে লুকায়ে অঙ্গে করিব প্রহার॥
বলের অভাবে ছলে বিনাশি অরাতি।
রক্ষ এবে নিজদেহ, রক্ষ বেদবিধি॥

লক্ষ্মণ। দাদা!
হের দুষ্ট নিশাচর মায়ার নিদান,
সম্মুখ সমরে হারি, অন্তরীক্ষে গিয়ে,
অলক্ষ্যে স্বদলে মিলি, হানি তীক্ষ্ণবান,
পলকে জলদে পুনঃ লুকাতেছে ভয়ে॥

রাম। ধিক্ রে নিলর্জ্জ ভীরু! ধিক্ বীরপণ্ড!
তর্জ্জন গর্জ্জন তোর সকলি অসার?
বীরদর্পে এসেছিলি বিস্ফারি হৃদয়,
দেখালি কত গরিমা, কোথায় সে সব?

কোথা এবে বলবীর্য্য, কোথা সৈন্যগণ,
ছি! ছি!! প্রাণভয়ে অন্তরীক্ষে করিলি গমন?
তথাপি এখনও সাধ, জিনিতে সমরে,
কেবা রাখে বায়ব্যাস্ত্রে, উড়াব সাগরে।

(মারীচ উদ্দেশে নেপথ্যে শরত্যাগ)

মারিচ। ওহো! নাপারি সহিতে শরবেগ!
প্রবল পবনে হায় তুলারাশি প্রায়,
উড়িল অচল কায় জলদ ছাড়ায়ে।
অসীম জলধি ওই অদূরেতে হেরি,
উঠেছে দুর্ব্বল দেহ ছাড়ি বিন্ধ্যগিরি!
রাম! রাম! চিনেছি তোমায়.
নও তুমি সামান্য বালক. ত্যজিয়ে গোলক,
ভূলোকে রাক্ষস বধে অবতীর্ণ হরি।
নাহি পরিত্রাণ. কর ত্রাণ দয়াময়,
চরণে এ দীনে। বাঁচি যদি প্রাণে,
ছাড়ি পাপ কাজ. জপিব নির্জ্জনে বসি,
রাম! রাম! রাম!
হেরিব হৃদয় পটে দূর্ব্বাদল শ্যাম॥

বিশ্বামিত্র। (দাঁড়াইয়া সহর্ষে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক)
শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!
শান্তিদেবী অপহৃত রত্ন সিংহাসনে।
বসিলেন পুনর্ব্বার প্রফুল্ল বদনে॥

লক্ষ্মণ। (নেপথ্যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)
অগ্রজ! অদূরেতে অবশিষ্ট রাক্ষসের চমূ
করিতেছে আস্ফালন দলবদ্ধ হ'য়ে॥

রাম। রাক্ষস নিধন ব্রত দক্ষিণান্ত এবে।
চল ভাই করি গিয়া অগ্রসর হ'য়ে॥

(উভয়ের প্রস্থান)

আত্মসিদ্ধ। (অত্রিকে) রাক্ষস গুলো ত সব পালিয়ে গেছে দেখছি। আপনি এই সময় পূর্ণাহুতিটে দিয়ে নিন্ না ?

অত্রি। ওঁ নমঃ ভগবতে পরমাত্মানে রাম-চন্দ্রায় স্বাহা।

(তিনবার অহুতি প্রদান)

বাবালি। (উঠিয়া) আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !! ধন্য অস্ত্রশিক্ষা ! রাজর্ষি ! ঐ দেখুন অগণিত রাক্ষসগণ বাতাহত কদলী পাদপের ন্যায় রাম লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাতে অনবরত ধরণীতলে শয়ন ক'রছে।

অত্রি। মানব বাহুতে এত বল এ বড় আশ্চর্য্য !

বিশ্বামিত্র। (দুঃখিত ভাবে) ঋষিগণ ! এ বড় আশ্চর্য্য, যে আপনারা এখনও মাধবকে মানব ব'লে রসনার অবমাননা ও আত্মদর্শী নামে ধিক্কার প্রদান ক'রছেন। আপনারা কি চিন্তামণিকে এখনও চিন্তে পারলেন না ? রামচন্দ্র যে সাক্ষাৎ নারায়ণ, অনুজ লক্ষ্মণ যে, অনুচর অনন্তদেব, রাক্ষস বধের জন্যই যে, মানবরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হ'য়েছেন ? আপনাদের পরম সৌভাগ্য যে, সামান্য যজ্ঞে, যজ্ঞেশ্বরের দর্শন লাভ ক'রলেন। এ কার্য্য যদি মানবের সাধ্যই হ'ত', তা হ'লে, আমাকে অত পথ ক্লেশ স্বীকার ক'রে, আযোধ্যায় যেতে হবে কেন ? নিকটেই ত মহারাজ জনকের রাজধানী, তাঁর নিকট প্রার্থনা ক'রলে, তিনি ত অনায়াসেই আমাদের নিষ্কণ্টক ক'র্‌তে পারতেন ?—যাই হোক, আজ আমাদের যজ্ঞ সফল হ'ল, অতঃপর যে নিরুদ্বেগে ধর্ম্মকার্য্য ক'র্‌তে পারব তারও পথ হ'য়ে উঠল। (নেপথ্যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ঐ দেখুন ! দুর্দ্দান্ত মারীচ-সৈন্য সমস্তই নিঃশেষ হ'য়েছে। এখন চলুন, রাম-গুণ কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে, কুঠিরে গিয়ে, মনোসাধে মহাবিষ্ণু ও অনন্তদেবের আতিথ্য পরিচর্য্যা করি গে ?

(সকলের রাম গুনগান)

শমন দমন ভুবন বিমোহনং ;
তপন-কুল অরুণ, সুধাংশু বদনং ॥

করুণানীর ধর, প্রেম পীযূষ সাগর ;
ত্রিরূপে ত্রিগুণ আধার ভুভার হরণং ॥
নবীন দন বরণং,
নীল নলীন নয়নং,
নিয়ত নিরত প্রণত,
জন পালনং :—
ভজরে মূঢ় মন, গুনধাম শ্রীরামং ;
পাপ-তিমির তপনং, ভব জীবনং ॥

সকলের প্রস্থান।
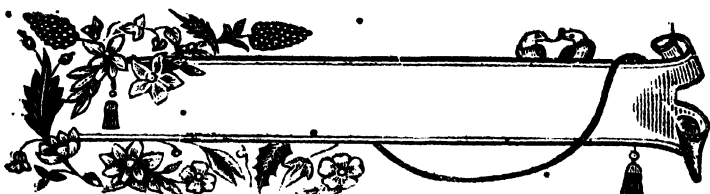
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৌতম তপোবন।

অদূরে পাষাণ রূপিণী অহল্যার অবস্থান।

রাম, লক্ষ্মণ, ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

রাম। আচার্য্য! এ সুরম্য তপোবনটি কোন্ মহাত্মার?

বিশ্বামিত্র। এটি, তপোধন গৌতমের তপোবন।

রাম। তবে চলুন! তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে, গমন করা যাক্! তাঁর আশ্রম কতদূর?

বিশ্বামিত্র। বৎস! তিনি এস্থানে এখন অবস্থান করেন না। তপশ্চর্য্যার্থে নগাধিরাজ হিমাচলে গমন করেছেন। ঐ যে অদূরে শিলাখণ্ড দর্শন ক'রছ'; উনি তাঁর সহধর্ম্মিণী অহল্যা। পতি শাপে পাষাণ-রূপিণী হ'য়ে, অজ্ঞান কৃত দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ ক'র্‌ছেন।

লক্ষ্মণ। প্রভো! উনি স্বামীর কাছে এমন কি অপরাধ ক'রেছিলেন, যে তার জন্য ওঁকে পাষাণী হ'য়ে থাকৃতে হ'ল? আর অজ্ঞানকৃত দুষ্কর্ম্মেরই বা এত গুরুতর দণ্ড কেন?

বিশ্বামিত্র। বৎস! মহর্ষি গৌতমের উপযুক্ত শিষ্য দেবরাজ পুরন্দর, অহল্যার মনোমোহন রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, গুরুমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক গুরুপত্নীর সতীত্ব নষ্ট করেন;—

লক্ষ্মণ। (আশ্চর্য্য ক্রোধে) য়্যা! গুরো! বলেন কি? সেই কামান্ধ পাপিষ্ঠ লম্পট দেবপশুকে আবার দেবরাজ ব'লে সম্বোধন ক'রছেন? বিধাতাও কি অন্ধ? এমন পাপাচারীকেও আবার দেবেন্দ্র পদে অভিষিক্ত ক'রলেন? তারপর—তারপর—

বিশ্বামিত্র। তারপর, ত্রিকালদর্শী মহর্ষি গৌতম; ধ্যানাবলম্বনে এ বিষয় জানতে পেরে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায়, ক্রোধে প্রজ্বলিত হ'য়ে, এই অভিসম্পাত প্রদান ক'রলেন "পাপিনি! তুই আমার পত্নীনামের অযোগ্যা, তোর আর মুখাবলোকন ক'রতে চাই না, তুই প্রস্তরময়ী হ'য়ে, এই পাপের অনুতাপে দগ্ধ হ"।

লক্ষ্মণ। চিরকালই কি, এঁকে এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে?

বিশ্বামিত্র। না বৎস! পরে ঋষিরাজ যখন জানলেন যে, অহল্যার কোন অপরাধ নাই, কামোন্মত্ত ইন্দ্র কপটে এঁকে কলঙ্কিনী ক'রেছে, তখন প্রসন্ন মনে এই বর দিলেন "প্রিয়ে! তোমার এ দেহ অপবিত্র হ'য়েছে, এখন পাষাণী হ'য়ে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি সর্ব্ব ঋতু সহ্য করতঃ "রাম রাম" এই মহামন্ত্র জপ ক'রে, কালক্ষয়ে পাপক্ষয় কর; পরে যখন ত্রেতাযুগে ভগবান বিষ্ণু রামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'য়ে, বিশ্বামিত্রের সহিত এই বন পথ দিয়ে গমন করবেন, তখন তাঁর পদরজ-স্পর্শে পুনর্ব্বার তোমার পূর্ব্ব কলেবর প্রাপ্ত হবে। আমিও আনন্দিত মনে তখন তোমাকে গ্রহণ ক'রব।" (রামকে) বৎস রাম! তোমার লীলা-নাটকে "পাষাণ-উদ্ধার" নামে তৃতীয়াঙ্ক অভিনয়ের সময় উপস্থিত। এক্ষণে পদরজঃ প্রদানে পাষাণীকে মুক্ত ক'রে দাও।

রাম। প্রভো! উনি যে ব্রাহ্মণী! ক্ষত্রিয় হ'য়ে কিরূপে ওঁর অঙ্গে আমি পদার্পণ ক'রব?

বিশ্বামিত্র। বৎস! যতক্ষণ উনি পাষাণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে, পূর্ব্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ না ক'র্ছেন; ততক্ষণ ওঁকে ব্রাহ্মণী বলা যেতে পারে না।

অতএব এ বিষয়ে আর কুণ্ঠিত হ'ও না; "পদার্পণে পাষাণী মানবী" গীত জগতে প্রচার কর।

রাম। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (পাষাণে পদার্পণ,)

অহল্যার পাষাণ মূর্ত্তি ত্যাগ।

অহল্যা। (নিশ্চেষ্ট সুপ্ত অবস্থায়) পাষাণীর মনেও আবার সুখের স্বপ্ন? সত্যই যেন ত্রেতাযুগ এসে উপস্থিত হ'য়েছে; সত্য সত্যই যেন পদ্মপলাশ লোচন রামচন্দ্র রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত কাননে এসে, আমার এই অস্পৃশ্য পাষাণ দেহে পদার্পণ ক'রেছেন, আমিও পূর্ব্বরূপ ধারণ ক'রে, হাস্‌তে হাস্‌তে আবার যেন প্রাণেশ্বরের সহিত তপস্যায় নিযুক্ত হয়েছি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আঃ! কি সুখময় স্বপ্নই দেখ্‌লাম, এ স্বপ্ন আমার কতদিনে সফল হবে? (সরোদনে) হা! স্বপ্ন যে মনের বিকার! আমি যে কুলটা, আমি যে চণ্ডালিনীরও অধম; উৎকট পাশব পিপাসায় পিপাসিত পাপিষ্ঠ পুরন্দর যে, আমার সতীত্ব-সলিল অতর্কিতে পান ক'রেছে। আমার ভাগ্যে কি আর ও সুখ ঘটবে? পৃথিবীর শেষ দিন পর্য্যন্ত, বোধ হয়, এই পাষাণ দেহ ধারণ ক'রে, অনুতাপানলে দগ্ধ হতে হবে! (স্তব্ধ)।

বিশ্বামিত্র। আহা! নিরপরাধা পাষাণ রূপিণীর পরিতাপে পাষাণ-হৃদয়ও দুঃখে বিগলিত হয়! (ইন্দ্র উদ্দেশে) ধিক্ সহস্র নয়ন! শতধিক্ তোমায়! নির্লজ্জ! কলুষিত দেহভারে হৈমবতীর পবিত্র সিংহাসন কলঙ্কিত ক'রতে, তোমার কি, কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না? পাপের প্রতিফল সহস্র-নয়নে, কিরূপে এখনও ত্রিজগৎপূজ্য ত্রিদিব সমাজে বহির্গত হও? ছি! ছি! গুরুপত্নী গমন! এই কি শতক্রতুর পরিণাম!

অহল্যা। নাথ! যখন অভিসম্পাতে আমার দেহ পাষাণ ক'রেছিলেন, তখন আমার মনও পাষাণের মনের মত ক'রলেন না কেন? বাহ্য দেহ নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ড, কিন্তু অন্তরে সমস্ত জ্ঞানই বর্ত্তমান। ওঃ! কি কষ্ট! তার উপর আবার মাঝে মাঝে পূর্ব্বস্মৃতি এসে, মনকে কণ্টকে বিদ্ধ ক'র্‌ছে! অন্ততঃ এই স্মরণ শক্তিটুকুরও যদি লোপ হ'ত, তা

হ'লে, এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হত না। (স্তব্ধ) নাথ! অজ্ঞানে আমি এই সতীত্ব-রত্ন হারিয়ে ফেলেছিলাম ব'লে, আমাকে এমন কঠোর দণ্ডে শাসন ক'র্‌ছেন; কিন্তু যে কামিনী অভিলাষের সহিত পর-পুরুষ ভজনা করে, বিধাতা যে তাকে কি দণ্ড দেন, তাত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

(ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া)

রাম! রাম!!
কবে এ পাষাণী দেহে করি পদার্পণ।
করিবে হে পাপিনীর পাপ বিমোচন॥
তরুণ-অরুণ সম, স্বরূপ তোমার।
কবে হে নাশিবে মোর পাপ অন্ধকার॥ (স্তব্ধ)

বিশ্বামিত্র। (রামকে) বৎস! তোমার পাদস্পর্শে ওঁর পাষাণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ হ'য়েছে বটে; কিন্তু মন এখনও পূর্ব্ববৎ সমাধিস্থ আছে; বাহ্য সঙ্ঘটনা এখনও কিছুই জান্‌তে পারেন নাই; সম্বোধন করে ওঁর বাহ্য সংজ্ঞা সম্পাদন কর।

রাম। দেবি! আপনার দুঃখযামিনী অবসান হ'য়েছে, গাত্রোত্থান করুন।

অহল্যা। সুমধুর সুধামাখা "দেবী" সম্বোধনে।
কে ডাকিল পাপিনীরে এ ঘোর বিপিনে॥

(নেত্র উন্মিলন করিয়া), স্বপনে হেরিনু যাহা, সত্যপ্রায় হেরি তাহা;
(অঙ্গ দেখিয়া), এই যে, মানবী-দেহ করেছি ধারণ।
(চতুর্দ্দিক চাহিয়া), তবে, কই রাম গুণধাম জলদ বরণ॥

রাম।—দেবি! প্রণাম হই। অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র। তপোধন গৌতমের অমোঘ বরপ্রভাবে আপনার শাপবিমোচন হ'য়েছে, এক্ষণে অভিলষিত দেশে গমন করুন।

অহল্যা। (সবিস্ময় বিহ্বলভাবে রাম মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শশব্যস্তে উঠিয়া) মধুসূদন! এত দিনের পর কি এ অধিনীরে মনে পড়ল'? পুণ্যময়! পাপি-

নীর পাপ-অঙ্গে পদার্পণে পাপস্পর্শের ভয়ে কি এত দিন নিষ্ঠুর হ'য়েছিলে? নীরদবরণ! তোমার ঐ নীরদনিন্দিত নবীন কান্তি দেখবার জন্য চাতকিনীর ন্যায়, পিপাসিত কণ্ঠে এতদিন অবস্থান কর্‌ছিলাম। তোমাকে পাবার আশায়, শীতের হিমানী, বরিষার জল, গ্রীষ্মের আতপ, সকলই তুচ্ছ বোধে অবহেলা ক'রেছি। আজ আমার সকল আশা সফল হ'ল, সকল কষ্ট দূরে গেল। দয়াময়! দয়া ক'রে, যেমন আমায় পূর্ব্বদেহ দান করলে, সেইরূপ আশির্ব্বাদ কর যেন ঐ চরণ কমল, অভাগিনীর হৃদয়-সরোবরে চিরদিন প্রফুল্ল হয়ে থাকে। শয়নে, স্বপনে, সর্ব্বদাই যেন নয়ন যুগল তোমার ঐ ইন্দীবর নিন্দিত রূপখানি দর্শন করে। শ্রবণের, রাম রামশব্দ ভিন্ন যেন অন্য শব্দে আশক্তি না হয়। জিহ্বা যেন অবিশ্রান্তই রাম রাম ধ্বনি উচ্চারণ করে। প্রভো! আমি স্বামীর মুখে শুনেছি যে, জগতে তুমিই একমাত্র আশ্রয়; জীবের তুমি ভিন্ন আর অন্য উপায় কিছুই নাই; তোমার নাভিপদ্ম হ'তে পদ্মযোনি ব্রহ্মার উদ্ভব হয়েছে! জগৎ পবিত্র করবার জন্য, কমলার কোমল হৃদয় পরিত্যাগ ক'রে রামরূপে এই পাপময় মর্ত্তভূমে অবতীর্ণ হ'য়েছ। তোমার অপার মহিমা। হরি! আমি অবলা নারীজাতি, তোমার মহত্ত্ব কি বুঝব। প্রার্থনা করি, জন্মে জন্মে যেন তুমিই আমার অভিষ্ট দেবতা হও। তোমার ঐ কমনীয় মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য দেবমূর্ত্তি যেন এ হৃদয়াসনে উপবেশন ক'রতে না পারে।

বিশ্বামিত্র।—অই মুগ্ধে তাপসি! তোমার পুণ্যময় সৌভাগ্য-তরু নিয়তই এখন ইচ্ছানুরূপ সুখময় অমৃত ফল প্রদান ক'রবে। ত রুবর সৃজন কর্ত্তার নিকট আর ফলের প্রার্থনার আবশ্যক কি?

অহল্যা। না না ঋষিরাজ, আমার ভাগ্যে এই যা হ'ল, এই আশাতিরিক্ত হ'য়েছে। আর ও দুরাশা করি কেন। আমি যে ব্যভিচারিনী, কলঙ্কিনীর কলঙ্কময় মানস দর্পনে ঐ নিষ্কলঙ্ক মধুময় মূর্ত্তি কি আর প্রতিবিম্বিত হবে? তা হবে না, কখনই হবে না। নির্ম্মল জলেই চন্দ্রদেবের ছায়াপাত হয়ে থাকে। সুপ্রসন্ন সত্যবাদী পতির প্রসাদে এখন যে. এই অসম্ভব ঘটনা ঘ'টল এতে যে আমার পুণ্যবল কিছুই নাই? (সরোদনে) হাঃ! আমি অসতী; ভগবন! কেন তুমি আমার পাষাণ আকৃতি

ঘুচালে? আমি পতিব্রতা, ঋষিপত্নী সমাজে কিরূপে এই পাপমুখ বার ক'রব'? তাঁহারা কুলটা বলে যে, আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বেন। আমার সঙ্গে যে বাক্যালাপ পরিত্যাগ করবেন। পাষাণ-দেহের পরিতাপ তাঁর কাছে যে তখন সতগুণে শ্রেষ্ঠ বলে বোধ হবে। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঃ! মানবী দেহ প্রাপ্ত হয়ে আনন্দে অন্ধ হয়েছিলাম, মণিময় সুবর্ণ কলস যে হলাহলে পরিপূর্ণ, তা তখন' দেখতে পাইনি। কৃপাময় এ ত, আমার প্রতি কৃপা করা হ'ল না। এখন দয়া ক'রে,তোমার ঐ শাণিত অসিটি আমার গলায় বসিয়ে দাও। আমি দারুন লোকলজ্জার ভয় হ'তে মুক্ত হই। পৃথিবীর সুখভোগ, বিধাতা আমার অদৃষ্টে লেখেন নাই।

রাম।—দেবি! অনুতাপ পরিত্যাগ করুন! অসতী বলে আত্মাকে অগ্রাহ্য করবেন না। যে রমণী স্বেচ্ছায় সতীত্ব ধনকে পরনায়কের হস্তে সমর্পন করে, লোকে তাকেই অসতী বলে। সতীত্ব ভাব মানসিক, বাহ্য দেহের সহিত এর কোন সম্পর্কই নাই। আপনি যদি মনের উত্তেজনায় দেবেন্দ্রের প্রতি অনুরাগিনী হ'তেন, তা হ'লে, বটে, সকলে আপনাকে অসতী ব'ল্‌তে পারত, তা যখন নয়, তখন আর অত কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন কি? আপনি সতীর আদর্শ। সদর্পে তাপসী সমাজে বিচরণ করুন। সকলেই সাধ্বী বলে, সাদরে আপনার সহিত সম্ভাসন ক'র্‌বে।

বিশ্বামিত্র।—দেবি! আদ্যাশক্তি ভগবতী যাঁর চরণের অভিলাষিনী হ'য়ে, কৈলাস পর্ব্বতের নির্জ্জন কাননে ব'সে, পঞ্চাননের নিকট ব্রহ্মযোগ শিক্ষা ক'রছেন, তোমার দেহ যখন সেই সাকার ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম-পরাগে ভূষিত হ'য়েছে, তখন কার সাধ্য যে, তোমাকে অসতী বলে? তুমি পাপকার্য্যে যে অপরিমেয় পুণ্যরাশি সঞ্চয় ক'রলে, আজীবন কঠোর তপস্যায় সে পুণ্যের কণামাত্র তোমার স্বামী লাভ করেন কি না সন্দেহ। তুমি পুণ্যবতী, তুমি ভাগ্যবতী, তুমি আজ হতে সতী ললনার আদীভূতা হ'লে। আমি উন্নত-কণ্ঠে ব'ল্‌ছি, যে ব্যক্তি আজ হ'তে, মুখে তোমার নাম উচ্চারণ ও মনে মনে তোমার ইতিহাস স্মরণ ক'র্‌বে, সে তখনই ঐহিক পারলৌকিক সমস্ত পাতক হ'তেই মুক্ত হইবে।

অহল্যা। রাজর্ষি! আপনার কৃপাবলেই আজ পাপিণী সকল পাপ হ'তে মুক্ত হ'ল। আপনি যদি দয়া ক'রে, দয়াময়কে এ স্থানে না আনতেন, তা হ'লে বোধ হয়, চিরকালই পাষাণী হয়ে থাকতে হ'ত। এমন কোন কার্য্য দেখছি না, যে, যাহার অনুষ্ঠান ক'রে, আপনাকে কৃতজ্ঞতা দেখাই! (গৌতম উদ্দেশে যুক্ত করে) প্রাণেশ্বর! তুমি যে তখন বলেছিলে, "প্রিয়ে! যেখানেই থাকি, যে দিনে তোমার পাপ বিমোচন হবে, সেই দিনে এসেই তোমাকে গ্রহণ ক'রব।" প্রিয়তম! এখন ত সেই সুখের দিন উপস্থিত, তবে আর বিলম্ব করছেন কেন? দুই চক্ষে রামরূপ দর্শন ক'রে আমার তৃপ্তি হ'চ্ছে না। এস নাথ! দুজনে মিলে, চার চক্ষে দেখে মনের সাধ মেটাই।"

নেপথ্যে গীত।

বন্দে মাধব মুকুন্দং, রাজেন্দ্রং শ্রীরামচন্দ্রং,
বন্দ্যং পরম আনন্দং, রঘুকুলচন্দ্রং চন্দ্রবদনং।

বিশ্বামিত্র। (রামকে) বৎস! ঐ দেখ মহর্ষি গৌতম, অভিশাপ বিমুক্তা সহধর্ম্মিণীকে দেখবার জন্য আনন্দিত হ'য়ে, সশিষ্যে আগমন করছেন।

নেপথ্যে গীত।

অখিল আধার নিরাধার, নির্ব্বিকার সাকার নিরাকার,
পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর, প্রেমাকর রমা রমণং॥

রাম। চলুন, আমরা সকলে অগ্রসর হ'য়ে, ওঁকে অভ্যর্থনা ক'রে লয়ে আসি,
(সকলের প্রত্যুদ্গমনের উদ্যোগ)।

গাইতে গাইতে সশিষ্যে গৌতমের প্রবেশ।

ভুবন মন বিমোহনং;
সজল জলদ শ্যামল বরণং;
ইন্দীবর সুলোচনং
গুণধাম অনুপমং:—

অপার ভব-সাগর, সন্তার সুন্দর কর্ণধার ;
অসার সংসার সার, মধুমুরহর দুরিত হরণং।

গৌতম। (শিষ্যগণকে) যাও বৎস! তোমরা ততক্ষণ কুটীর সংস্করণে ও বেদিমধ্যে কৃষ্ণাজিন সংস্তরণে নিযুক্ত হওগে

[শিষ্যগণের প্রস্থান]

(ভূমিতে জানু পাতিয়া যোড়হস্তে রামের সম্মুখে)
জয় জয় নিরঞ্জন, সত্ত্বরূপী সনাতন ; নির্ব্বিকার নিরাময় ধাতা।
জয় রাম রূপ ধর, ভবপাপ তাপ হর, রমানাথ ত্রিভুবন পাতা।
প্রলয় পয়োধি-জলে, মগ্নপ্রায় বেদদলে ; মীনরূপে করেছ ধারণ।
কুর্ম্মরূপে রঘুপতি পৃষ্ঠেতে ধরেছ ক্ষিতি ; তব তত্ত্ব ভবে নিরূপণ।
বরাহ নৃসিংহসাজে, বিনাশেছ' দৈতরাজে ; হিরণ্যাক্ষ্য হিরণ্যকশিপু।
বামন মুরতি ধরি, বলিরে ছলিলে হরি ; দুষ্কৃতি বিনাশি দৈত্যারিপু।
ধরি নর কলেবর, রামরূপে রঘুবর, অহল্যারে করিলে উদ্ধার।
লভি পদরজোরেণু, পাষাণী মানবী তনু, প্রাপ্ত হল, লীলা চমৎকার।
আমিও হ'লাম ধন্য, সফল হইল জন্ম ; হেরিলাম ভবারাধ্য ধনে।
ঘুচে গেল ভবভয়, পলাল' দুষ্কৃতিচয়, নাহি ভয় শমন শাসনে!

নিরাময়ং নিরাভাষং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।
নিত্যানন্দং নিরাকারমদ্বৈতং তমসঃ পরং॥
পরাৎপরতরং তত্ত্বং, সত্যানন্দং চিদাত্মকং।
মনসা শিরসা নিত্যং প্রণমামি রঘুত্তমং॥
সত্যসন্ধং জিতক্রোধং শরণাগত বৎসলম্।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষমমেয়ং গুরুতৎপরং॥
নমোস্তু বাসুদেবায়, জ্যোতিষাংপতয়ে নমঃ।
নমোস্তু রাম দেবায়, জগদানন্দ রূপিণে।
মায়ামোহ নিরস্তায়, প্রপন্ন জন সেবিনে।
নমো বেদান্ত নিষ্ঠায়, যোগিনে ব্রহ্মবাদিনে।
ইন্দীবরদলশ্যামং ইন্দিরানন্দ কন্দলম।
বৃন্দারু জন-মন্দারং বন্দেহং রঘুনন্দনম্॥ (রামকে প্রণামের উদ্যোগ)

রাম। (প্রণামোদ্যত ঋষির হস্ত ধরিয়া।)

এ কি, দ্বিজবর! তব বিরুদ্ধ আচার?
ক্ষত্রে আমি, চিরকাল ব্রাহ্মণের দাস,
নমস্য ব্রাহ্মণকুল মোর? তবে কেন,
বিরূপ আচারে, অভাগার মর্ম্মে পীড়া
দিলে? ঋষিরাজ ক'রেছি কি অপরাধ,
কি পাপে ডুবালে মোরে পাপ-সিন্ধু মাঝে?

গৌতম। (সহাস্যে) সে কি! জগৎপতি! তুমি যে আমার প্রপিতামহ, পিতামহ ব্রহ্মা যে তোমার পুত্র। জগতে তুমি ভিন্ন আর জীবের নমস্য কে আছে?

রাম। দ্বিজরাজ! আমি ক্ষত্রিয় বালক। আপনি ভ্রান্ত হ'য়ে, সামান্য মানবের উপর বৃথা দেবত্ব আরোপ ক'রছেন।

গৌতম। (সহাস্যে) বলি বালক সাজতে এত সাধ কেন? তুমি যদি বালক, তা হ'লে এ জগতে বৃদ্ধ কে? রামচন্দ্র। এখনও ভ্রান্ত হই নাই; কিন্তু আমাকে ভ্রান্তি-জালে আবদ্ধ ক'রতে, তোমার দেখছি বিশেষ চেষ্টা। রঘুবর! আর তা পারবে না। তোমার রূপচন্দ্রপ্রভায় অজ্ঞানান্ধকার দূর হ'য়ে গেছে। ছলনায় ভুলিয়ে রাখবে তার সাধ্য কি? আবার বল'লে, আমি সামান্য মানব, কিন্তু কমলাপতি! এ মিথ্যাও যে, তোমার হাতে হাতে ধরা পড়ল; তোমার ছল বাক্যের প্রতিকূল সাক্ষী যে, এখনও সম্মুখে বর্ত্তমান র'য়েছে; তবে কি সামান্য মানব হ'য়ে, কোনও অলৌকিক মন্ত্রবলে এ অসামান্য কার্য্য সম্পন্ন ক'রলে? অথবা তুমি ঐন্দ্রজালিক পুরুষ, তোমার ঘোর ইন্দ্রজাল বিদ্যাবলে, আজ পাষাণী মানবী হ'ল? হাঁ পরমাত্মন! এ আত্মসংগোপনে প্রয়োজন কি?

অহল্যা। (গৌতমের পদধারণ পূর্ব্বক) প্রাণেশ্বর! পাপিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

গৌতম। (অহল্যাকে উত্তোলন করিয়া) সে কি প্রিয়ে! তুমি যে এখন অগ্নি পরিশোধিত স্বর্ণরূপিণী; তুমি যদি পাপিনী, তা হ'লে, এ মেদিনী-মাঝে পুণ্যবতী কে? আজীবন নিরম্বু উপবাসে, কঠোর তপস্যায় যে

পুণ্যতরুর, আমি একটী মাত্রও ফল সঞ্চয় করতে পারলাম না, তুমি সেই পুণ্য-মহীরুহের উচ্চশাখায় আরোহণ ক'রে, সুখে সুপক্কফল উপভোগ করছ। প্রিয়তমে! তোমার অপরাধ লতিকায় আজ কেমন অমৃতগন্ধ প্রসূন প্রস্ফুটিত হ'লো দেখ দেখি? পুণ্যবতি! পুষ্প বিহারী কীট, যেমন, অর্চ্চনা কালে, পুষ্পের সহিত দেবমস্তকে আরোহণ করে, আজ আমার অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ হ'ল। তোমার পুণ্যবলেই আজ আমি জগন্নাথের চরণ-পঙ্কজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। অতঃপর তোমার পবিত্র সহবাসে আমি ত্রিজগতে পুণ্যবান্ ব'লে বিখ্যাত হবো। প্রিয়ে তুমিও ধন্যা, আমিও ধন্য। বল' রাম! রাম!! রাম!!!

অহল্যা। রাম! রাম!! রাম!!!

গৌতম। একবার উভয়ে মিলে, প্রাণ ভ'রে, রামগুন গান করি এস।

উভয়ের গীত।

প্রেমময় পরম পূর্ণ রূপ পরাৎপর,
পরমেশ রমেশ, রঘুবর।
পাপ-তম-বিভাকর, জ্ঞান সুধাকর,
করুণা বারিধর, সুখ পারাবার॥
গুণসিন্ধু মন মোহন, মাধব মুরহর,
ক্ষীর নীর নিধি সুতা, হৃদয় হার।—
রামরূপে ধরাতলে কত লীলা প্রকাশিলে,
পাষাণে জীবন দিলে, লীলা সাগর॥

(বিশ্বামিত্রকে) রাজর্ষি! তুমিই ধন্য! তোমার জন্ম ধন্য! তোমার নয়ন ধন্য। তোমার অতুলন পুণ্যের ইয়ত্তা নাই। একবার অনুগ্রহ করে, তোমার আজ্ঞাধারী রামচন্দ্রকে আমার জীর্ণ কুটীরে ল'য়ে চল।

পরিত্যক্ত অপবিত্র কুটির দীনবন্ধুর পদরজে পবিত্র ক'রে, পুনরায় সংসার-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হব, তুমি কৃপা না করলে আমার এ আশা সফল হবে না।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভাগীরথী তীর।

নেপথ্যে। নে! নে!! এই খেনে লগী গুঁজে ডাঙ্গায় উঠে, এগিয়ে দেখি চ।

(নেপথ্যে দুজনে) পারে যাবে এ এ।

(গীত গাইতে গাইতে নৌকা লইয়া দুইজন নাবিকের প্রবেশ)

দশটা আনাড়ি দাঁড়ি কানা মাঝি হায়।
ল্যাজের গায়ে লটা ছ্যাদা তায়॥
(আরে) একেত নেই কূল কিনারা তফরা-ভরা গাং।
(আর) ঘূর্ণিপাকে দুমড়ে রাখে হাল ফিরান দায়॥
সাত গজালে গাঁথারে ভাই পঞ্চ কাটের লায়।
(আর) বাদাম ছিঁড়ে ঘোরায় সদা এলোমেলো বায়॥
(আরে) মাঝ দরিয়ায় কুমির ছটা ল্যাজের ঝাপট দেয়!
(আর) আড়াতে কাঁটার বেড়া কি হবে উপায়॥

(দুজনে) পারে যাবে এ এ এ।

১ম নাবিক। আ ম'লো, যেন ছমেসে রুগী; গলা বাড়ানা।

দুজনে। পারে যাবে এ এ এ। পারে যাবে গো ও ও।
রাজার ঘা-আ-ট।

১ম নাবিক। কৈরে! কেউ যে সাড়া স্ুড়ো দেয় না।

২য় নাবিক। তাইত! রাহি গুলো ঐ গাটেই বেশী যায়।

১ম নাবিক। ছিরে শালা মোড় আগলে ডাঁড়িয়ে থাকে। তুই নয় জঙলা মোড়্ আবদি এগিয়ে যা।

২য় নাবিক। তুই যা?

১ম নাবিক।—তুই যানা?

২য় না বক।—তুই-ই যানা?

১ম নাবিক।—কেন? তোকে কি যেতে নেই?

২য় নাবিক।—তোকে কি যেতে নেই?

১ম নাবিক।—না!

২য় নাবিক।—কেন?

১ম নাবিক।—বউ বারণ ক'রেচে।

২য় নাবিক। আমার আয়ি বারণ করেছে।

১ম নাবিক।—কৈবত্তের ঘরের মুখ্যু কি না! কত আর সবোদ হবে।

২য় নাবিক।—তুই ভারি পোড়ো পাণ্ডিত?

১ম নাবিক।—ওরে হতভাগা!

বৌ হয়েচেন সিষ্টিধারী। বোয়ের কতায় বাঁচি মরি॥
বোয়ের আজ্ঞে পেলে পরে। সাগর ছেঁচি মাণিক তরে॥

আমার বোয়ের কতায়, আর তোর বুড়ো আয়ির কতায় সমান।

২য় নাবিক।—(বিরক্ত ভাবে) দে আমার টাকু দে। তোর আর শোলোক আউড়ে কাষ নি। বনবরার ভয়ে যেতে চাস্‌নি, আমি কি বুজতে পারিনি! (যাইতে যাইতে টাকু ঘোরাতে ঘোরাতে) পারে যাবে এ। পারে যাবে গো'। পারে এ পারে এ।

প্রস্থান।

১ম নাবিক।—কৈ একজনেরও ত, সাড়া শব্দ নেই। এমন কষ্টে কদিন সংসার চালাবো? অবগুণ্ডুগুনই বা খেতে না পেয়ে, কদিন আর বাঁচবে। এম্‌নি পোড়া সোময় পড়েছে যে এককড়াও উপায়ের নাম নেই। এই

ত এত বেলা গেল, একজন নোকও তো, এ ঘাটে এলোনা? আর ছাই, নোকের দোষ দোব' কি? তারা কড়ি ছড়াবে ভাল নায়ে চ'ড়বে; আমার ভাঙ্গা ডিঙ্গি দেখেই ত, মণিষ্যি ভয়ে এগোয় না। আর ডিঙ্গির বা অপরাদ্ কি? আমার সেই ঠাকুরদাদার বাবার আমোল থেকে, গাঙে গা ঢেলেছে, এ পর্য্যন্ত একখানা লয়া পাটাও ওর বরাতে জুটল' না! যা হোগ এই ভুতো ব্যাটা নোক্ ডাকৃতে গেছে, এখনও ফিরুচে না যে? শালা যেন বদ্দীনাতের এঁড়ে, যেখেনে যায়, নড়তে চায় না।

নেপথ্যে। ওরে গোবে এএ, গোবে এএএ!

ভুতোর প্রবেশ।

ভুতো। ও গোবিন্দো! পালা, পালা!

গোবিন্দ। কেন রে? কি হ'য়েচে। বরায় তাড়া দিয়েচে নাকি?

ভুতো। আরে শীগ্‌গির ক'রে, পালাই চ, তার পর বল্‌বো।

গোবিন্দ। ভালো আহাম্মুক! কি হোয়েচে বল্‌না?

ভুতো। আরে; গাচ, পালা, বন্ বাদাড়, পাহাড়, পব্বোত, সব মনিষ্যি হোয়ে গেলো; লাখানা একটু পরে তাই হবে, এই বেলা পত দেখি চ।

গোবিন্দ। আরে নে ভাই। মটকামি করিস্‌নি! পোটের দায়ে খুন হচ্চি, ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না।

ভুতো। আরে মোলো মুখ্যু! তুই আমার ব'নুই নাকি রে! যে তোর সঙ্গে ঠাট্টা ক'র্‌ছি?

গোবিন্দ। তোর কতা যে বুজতে পার্‌চিনা? ভেঙ্গে বল্ না?

ভুতো। তবে শিগ্‌গির কোরে গোড়াগুড়ি শুণে নে।

গোবিন্দ। বল।

ভুতো। আরে ভাই! আমাদের সেই বিশ্বমিস্ত্রী ঠাকুর, রাজপুত্তুরের মতন, দুটো ছেলেকে সঙ্গে কোরে নিয়ে, বুনোপত্ ধ'রে, এইদিকে আসচে। তার সঙ্গে একটা ছেলে পাতুরে কালো, আর একটা ছেলে, ভাই! হলুদে গোরো। যে ছেলেটা ভাই কালো, সে যার ওপর পা

তুলে দিচ্চে, তার পায়ের ধুলো লেগে, তখুনি সেইটে মণিষ্যি হয়ে যাচ্চে।

গোবিন্দ। আশ্চয্যি কতা! ভাং খেয়েচিস নাকি?

ভুতো। নারে, সত্যি ব'লচি, নিজের চক্ষে দেখে এনু। সেই যে বুড়ো আশোদ গাচটার গোড়ায় একটা মস্তো পাতোর ছেলো জানিস্।

গোবিন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ উদিকে কাট টাট কাটতে গেলে যার ওপ'র বোসে রদ্দুরের সময় জিরুই, সেইটে?

ভুতো। হ্যাঁ ভাই! সেইখানে তারা তিনজনে এসে ডাঁড়ালো, ডাড়াতে' মিস্ত্রী ঠাকুর কালোছেলেটাকে, কি বিজ বিজ কোরে বলতে লাগলো, কতা বাত্রা কইচে, এখন ভাই! দৈবিক্রেমে' কালো ছেলেটা; পা খানাকে পাতোরটার ওপ'র তুলে দিয়েচে, যেমন তুলেচে ভাই! অম্নি পাতোরটা মেয়ে মানুষ হোয়ে গেলো! এম্নি ধারা যার ওপর পা দিচ্চে, সেইটেই মানুষ হোচ্চে।

গোবিন্দ। সত্যি বলচিস্?

ভুতো। মাইরি। যদি মিথ্যে বলি, তা হোলে, তোদের বৌ তোর মাতা খায়।

গোবিন্দ! তারা এখন কোতা গেল?

ভুতো। গাঙ পার হবার জন্যে এইদিকে আস্চে, চল্ চল্, শীগ্গির কোরে বেয়ে গিয়ে, নাটাকে ওপারে লাগাই গে চ! ওর ওপ'র উঠলে, ওটা পয্যন্তো মনিষ্যি হবে।

উভয়ের নৌকাবাহনে প্রবৃত্ত।

(নেপথ্যে) নাবিক! অপেক্ষা কর যেওনা, যোওনা! আমরা পার হব।

ভুতো। (সচকিতে সক্রন্দনে) ঐরে সর্ব্বনাশ ক'র্লে; ঐযে নম্বা দাড়ি দেখা যাচ্চে। (কম্পন)

গোবিন্দ। (সক্রন্দনে) পার হবো, বলে যে রে এ এ এ। (কম্পন)

ভুতো। (ক্রন্দন) ওরে শালা! তোকে যে তখুনি বল্লু, শীগ্গির কোরে পালাই চ অ অ অ—(কম্পন)
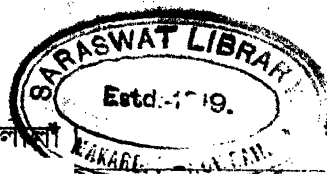
গোবিন্দ। এখন কি হবে রে এ-এ-এ—আমার হাত যে আর বয় না আ-আ-আ—(কম্পন)

ভুতো। আমি ঐ হোগোলঝাড়টার পাশে ঢুকুই গে, তুই ঐ পিটুলি গাছটার ঝোপের ভেতোর লাখানা ভিড়িয়ে ঢুকো।

লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। কৈ মাঝি! (অঙ্গুলি বাড়াইয়া) ঐ বুঝি তোমার নৌকা, তোমার দাঁড়ি কোথায়? শীঘ্র ডেকে আন। আমরা পার হ'ব।

গোবিন্দ। (সকম্পে) এ-এ-এজ্ঞে। ডাঁড়ি-ই-ই? ডাঁড়ি মশয়—তার মশয়—ভারি জ্বর হ'য়েচে, সে এই বাড়ী চ'লে গেলো-ও-ও—(কম্পন)

বিশ্বামিত্র! লক্ষ্মণ! তবে তুমি কর্ণধার হও! মাঝি! তুমি হাল ধরগে।

রাম। নাবিক! তুমি অত কাঁপছ কেন?

গোবিন্দ। এজ্ঞে-এ-এ-আমারও বুঝি-ই, গেঙো জ্বরটা হ'য়ে এলো, আমি ত হাল ধরতে পারবো না-আ-আ। (কম্পন)

বিশ্বামিত্র। ভাল! তুমি নৌকার ভিতর বসবে! কর্ণধারের কাজ কর্ণধারই কর্‌বে! রাম! তুমি হাল ধর্‌বে চলত।

রাম। (তথাকরণোদ্যোগ)

গোবিন্দ! (ব্যস্তে রামকে বাধা দিয়া) আঁজ্ঞে আঁজ্ঞে না মশয়! আমার শতছিদ্দির ভাঙা নৌকো, মাজ দরিয়ায় যেতে না যেতেই, ভুস কোরে তলিয়ে যাবে। তোমরা মশয়। অপর লায়ে চেষ্টা কর।

বিশ্বামিত্র। (সক্রোধে) বর্ব্বর! আমাদের সঙ্গে প্রতারণা! কেন, আমরা কি, পারের উচিত মূল্য দিব না? বাক্‌-চাতুরী রেখে, শীঘ্র পার করে দে। নতুবা, এখনি প্রতিফল পাবি।

গোবিন্দ। এজ্ঞে! পিরতিফল পাবো তা অনেকক্ষণ জানি। সেই জন্যই ত পার ক'ত্তে গা পাতছি না।

বিশ্বামিত্র। পাগল নাকি! এলো মেলো কি বকছিস্‌ রে?

গোবিন্দ। শুন্‌ মশায়! ঐ কালো ছেলেটির পায়ের ধুলোয় পাতর মনিষ্যি

হ'য়েছে। তোমাদের মশয়! লায়ে তুল্লে, লা খানা পর্য্যন্ত মনিষ্যি হবে।

বিশ্বামিত্র। (সহাস্যে) হা নির্ব্বোধ! তোমারও সে শুভাদৃষ্ট হবে!

গোবিন্দ। না মশয়! আর আমার শুভোদিষ্টি কাযনি। এক শুভো-দিষ্টির জের মিটুতে মিটুতে পরাণ ছিষ্টিছাড়া হ'য়েছে। (জোড় হাতে) ঠাউর মশয়; ওই ভাঙা ডিঙিটি আমার সম্বোল, ওখানি যদি মনিষ্যি হয়, তা হোলে, ছেলেপিলেগুলো না খেতে পেয়ে ডাঁড়িয়ে মরে যাবে।

বিশ্বামিত্র। আঃ! ভাল জ্বালায় ফেল্‌লে, ওরে দেখ! ও সব পাগলামি ছেড়ে দিয়ে শীঘ্র পার ক'রে দে! আমাদের পার ক'র্‌লে, আর তোকে নৌকা চালিয়ে খেতে হবে না।

গোবিন্দ। ঐত, ভাল কতা ব'ল্লে গো! ঐ দুক্কেই ত লায়ে তুলতে চাচ্চি না।

বিশ্বামিত্র। দেখ্! পুনঃ পুনঃ কথা অবহেলা ক'র্‌ছিস! এখনি উচিত শাস্তি পাবি, জানিস্?

গোবিন্দ। (সভয়ে) তা—তা মশয়! তোমরা দুজনে পার হবে হও, (রামকে নির্দ্দেশ করিয়া) ও ছেলেটিকে আমি কোন মতে পার কত্তে পার্‌বো না।

রাম। কেন নাবিক! আমি তোমার কি অপরাধ করেছি?

গোবিন্দ। তোমার কতা শুণে। মিষ্টি হ'লে, কি হবে মশয়; তোমার যে সর্ব্ব'নেশে পা, ও পা সুদ্দু তো, কখনই পার কর্‌বো না।

রাম। (ঈষৎ হাস্য)

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ) এ কি লীলা! যাঁর নাম ক'রে মানব অনায়াসে দুস্তর ভবনদীর পরপারে গমন করে, আজ তাঁকে, পার্থিব নদীর তীরে দাঁড়িয়ে পারের জন্য সামান্য নাবিকের তোষামোদ ক'রতে হ'ল?

লক্ষ্মণ। দেখ্ মাঝি! তোর কোন ভয় নাই! সচ্ছন্দে পার ক'রে দে। আমাদের পার ক'রলে, তোকে বড়মানুষ ক'রে দিব। আর যদি কথা না শুনিস্, তা হ'লে জোর ক'রে নৌকা বেয়ে যাব, তুই কিছুই করতে পারবিনি।

গোবিন্দ। (স্বগতঃ) আঃ! এতো ভারি রুক্ষিমেজাতে ছেলেরে! একলা

পেয়ে মার্‌বে নাকি? (প্রকাশ্যে) তা-তা মশয়! যদি কেঙালকে সত্যই কাঁদাবে, তা হ'লে একটু ডাঁড়াও। বৌকে ডেকে আনি। বোয়ের পৈছে বাঁদা দিয়ে, আর বচোর আষাড় মাসের মোজেয় ভাঙা গলুইটে সারিয়েছিনু। তার হুকুম না পেলে, আমি কখনই হেলে হাত দিতে পারব না। বৌকে না বোলে, যদি লাখানা খোয়াই, তা হোলে সে খেঙরে বিষ ঝেড়ে দেবে।

বিশ্বামিত্র।—(বিরক্তভাবে) আঃ! কি মূর্খেরই হাতে এসে প'ড়েছি! তোর বাড়ী কত দূর?

গোবিন্দ।—(অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) এঁজ্ঞে; ঐ গাঙের ধারে মদন দীগি দেখ্‌চো? ঐ যে তার পাড়ের ওপোর খড়িপাতার ছাউনি, অটাই আমার ঘর।

বিশ্বামিত্র।—তবে যা! শীঘ্র করে আসিস্‌।

গোবিন্দ।—এজ্ঞে হ্যাঁ! শীগ্‌গির করেই আসব। (গমন করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিয়া, রামকে) দেকো মশয়! আসতে যদি একটু দেরি হয়, তা হোলে যেন রেগে সব্বোনাশ ক'রে বস্‌নি। তুমি নয়, আমার সঙ্গে এস'।

রাম! (সহাস্যে) তোমার কোন ভয় নাই।

গোবিন্দের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র।—(রামকে) বৎস! ভাগীরথি পার তোমার রামলীলার এক অঙ্ক। মূর্খ নাবিক যাতে, তোমার স্বরূপ অবগত হ'তে পারে, আর অবিদ্যা ঘনঘটাচ্ছন্ন ওর অন্তরাকাশ যাতে জ্ঞানালোকে স্ফুর্ত্তি পায়, সে কার্য্য তোমায় ক'রতেই হবে।

(নেপথ্যে) চল্‌! চল্‌! দেরী দেকে আবার নায়ের ওপর চড়ে ব'সবে।

নাবিক ও নাবিকপত্নির প্রবেশ।

গোবিন্দ। (রামকে) পেন্নাম মশয়! নৌকোয় পা তুলে দাঁউনি ত?

নাঃ পত্নী। (স্বগতঃ) আ মরি মরি! কিবে চমৎকার রূপ! এমন রূপতো কখনো দেখিনি! আহা! ছেলে দুটির মুখ দেখলেই মায়া হয়, এই চাঁদপানা মুখে এরা দুজনে, যে ভাগ্যিমানীকে মা বোলে ডাকে, তারি

জন্মো ধন্যি! (জনান্তিকে নাবিকের প্রতি) তা, এঁদের পার করে দিচ্চনা কেন? আহা! দেখতে পাচ্চো না; বাছা দুটির মুখ রদ্দুরে যেন শুকিয়ে গেচে! তুমি এঁদের সামান্যি মানুষ মনে করচো না কি? এমন রূপ কি কখনো মানুষের দেখেচো? ছি! ছি! বুড়ো হ'য়ে মত্তে যাও, রোজ রোজ এত নোক পার কর্চো, আর কে কি রকম মানুষ চিন্তে পাল্লে না? দাও, পার ক'রে দাও। আর দেরি কর্‌নি।

গোবিন্দ। (জনান্তিকে সক্রোধে হাত নাড়িয়া) থাম্! থাম্! তোকে মুরুব্বিগিরি ক'ত্তে আনিনি! আমি একুলা আঁটতে পান্নুনা, বলি, তুই ডবগা ছোঁড়া দুটোকে মিষ্টি কতায় ভুলিয়ে,মাজের বেড় অবদি নেযাবি; মিস্ত্রী বুড়ো না যায়ত, এককিলে ওর কুঁপো কাত ক'রে, নৌকো নিয়ে আমি সরে প'ড়ব, না, তুইই বল্‌চিস, (মুখ বিকৃতি ক'রে) পার কোরে দাও, দেরী কর্‌নি! আহা! ছোড়াদুটো যেন ওর দিদির ব'নাই। রস্ একবেরে গড়িয়ে পড়ল'! আরে হাবি! পার কল্লে কি আর রক্ষে আছে?

নাঃ পত্নী। কেন? হয়েছে কি? ওঁদের ঠেঙ্গে খেয়ার কড়ি পাবে না?

গোবিন্দ। আরে মলো! মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কিনা? তলিয়ে কতাটাত বুঝ্‌গিনি?

নাঃ পত্নী। কি তোমার মাতা মুণ্ডু কতা বল?

গোবিন্দ। ওরে দ্যাখ! ঐযে কালোছেলেটাকে দেখছিস্, ও এম্নি মজার ভেল্কী জানে, যে যার ওপ'র পা দেয়, সেইটিই মনিষ্যি হোয়ে যায়! ভূতো আপন চক্কে দেখে এসেছে, একটা বড় পাতোরকে মনিষ্যি কোরেছে। শেষকালে কি নায়ে তুলে, নাখানা পয্যন্ত' খোয়াব? তা হো'লে, ছেলে পুলে গুলো কি খাবে? আর তোরই বা দশা কি হবে?

নাঃ পত্নী। হ্যাঁ তোমার যেমন বুদ্ধি তেমন্নি কাজ করেচো! যার পায়ের ধুলোয় পাতোর মানুষ হয়, তাকে তুমি সামান্যি মানুষ ভেবে, পার কত্তে চাচ্চো না? তুমি চিত্তে পারোনি? এরা যে দেবতা। তোমার বড্ড জোর কপাল, যে এরা দয়া কোরে, তোমার ভাঙা নায়ে পেরুতে এলেন! এদের পার কো'রলে, তোমাকে কি আর, চৈপদ্দিন না খেয়ে হাল

টানতে হবে ? (রাম লক্ষ্মণের প্রতি) বাপ ! তোমরা দুজনে নৌকোয় উটে বোসো ! (বিশ্বামিত্রকে) ঋষিঠাকুর ! আপনিও উঠুন ! আমার স্বমীর অবরাদ কিছু মনে কোর্‌বেন না। (নাবিককে) যাও হাল ধরগে। ভুতো কোতায় গেল ?

গোবিন্দ। সে দেকে শুনেই চম্পট দিয়েচে ! সে তো আর তোর মত বোকা নয়।

নাঃ পত্নী। তবে তুমি ড াঁড় ধরগে। আমিই হাল ধোরবো। (সকলকে) আপনারা উটে বোস্‌বেন্ চলুন। (প্রস্থানোদ্যত)

গোবিন্দ। (বাধা দিয়া) ও হতভাগি। এই জন্যিই বুঝি তোকে ডেকে আন্নু ? ওর পায়ের ধুলো উড়ে তোর গায়ে প'ড়লো বুজি ! তাই কুবুদ্দি এসে জুটলো। তা, যা বরাতে আছে হবে, আমি মোদ্দাৎ একদিকে স'রে পোড়বো, তুইই কষ্ট পেয়ে মরবি।

নাঃ পত্নী। তা যা হয়, হবে এখোন, নাও। আর দেরি কোরুনি।

গোবিন্দ। (স্বগতঃ দুঃখে) হায় ! হায় ! চেঙড়া দুটো একবার চোকোচোকি কোরেই, যে, মাগিকে যাদু বানালে ! শেষদশায় আমাকে গাছতলা সার কোরবে দেখছি ! (ক্ষণেক ভাবিয়া রামকে প্রকাশ্যে ঈষৎ ক্রোধে) তবে মশায় ! তুমি ভাল কোরে পাটা ধুয়ে ফেল।

নাঃ পত্নী। (ঈষৎ ক্রোধে) আঃ তোমার বুদ্দির মুখে ছাই, মত্তে যাও তবু জেতের ব্যাভার ছাড়োনা ?

গোবিন্দ। (থতমত খাইয়া) আবার কি কোরনু ? পা টা ধুতে বোলেছি বৈত নয় ?

নাঃ পত্নী। আপনার হাতে পা দুখানি ধু'য়ে দাওনা ? তোমার কৈবর্ত্ত জন্ম ধন্যি হোগ্।

গোবিন্দ। (পত্নীর মুখের নিকট হাত নাড়িয়া) আ-হা-হা বড় বুদ্ধির কতাটা বল্লে যে গা ! আমি তা হোলে দুটো মনিষ্যি হই, দুজনে পোড়ে তোরে টানাটানি ক'রি ? মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কি না !

নাঃ পত্নী। তা বেশ ! তোমার বুদ্ধি তোমাতেই থাক্ ! আমিই ধুইয়ে দিচ্চি। (প্রস্থান ও জলপূর্ণ কেটুয়া আনিয়া রামের পদপ্রান্তে উপবেশন)

গোবিন্দ। আরে ও বৌ! অমন কাজ করিস্‌নি! তোর পায়ে পড়ি। এখুনি দুটো হয়ে যাবি! একে তোরই বাকোড় ভরাতে পারিনি, দুটোর দানাপানি কি করে জোটাব?

নাঃ পত্নী। নাও, নাও! পাগলামি কোরো না ভাঁড় ধরগে।

গোবিন্দ। যা ইচ্ছে কর্, চুলোয় যা!

নাবিকপত্নী কর্ত্তৃক রাম, বিশ্বামিত্র ও লক্ষ্মনের পদধাবন ও কেটুয়াতে সেই জল স্থাপন

গোবিন্দ। এই মলিত এইবেরে! কেটোটা গেল, যাগ্. দেকিস্, ওজলের ছিটে যেন লায়ে পড়ে না।

নাঃ পত্নী। (সহাস্যে) জলটুকু তুমি খেয়ে ফেল!

গোবিন্দ। হ্যাঁ, আমি তোর মত এম্নি খেপিছি কি না? নে! আলগোচে জলটা গাঙের মাঝখানে ফেলে দে!

নাঃ পত্নী। (তথা করণোদ্যত)

গোবিন্দ। (শশব্যস্তে হস্তে ধরিয়া) না না থাম্ থাম্! গাঙটা এখুনি মানুষ হোয়ে যাবে।

নাঃ পত্নী। তোমার মাতা হবে।

গোবিন্দ। যার পায়ের জল, তাকেই খাইয়ে দে। কোন জঞ্জাল থাক্‌বে না।

নাঃপত্নী। কাকেও খেতে হবে না! আমিই খেয়ে জঞ্জাল মেটাচ্চি। (পাদোদক পান)

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ) কৈবর্ত্ত রমণি! তুমিই ধন্যা, তুমি নীচবংশে জন্মেছ বটে, কিন্তু ভগবতী দুর্গা ও আজ তোমার পুণ্যের কাছে পরাজিতা হ'লেন।

গোবিন্দ। তুই যে কি ঘটাবি, তা ব'লতে পারি না।

নাঃ পত্নী। যাও! যাও!! চড়ার দিকে লাখানাকে এগিয়ে নেস।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নাবিকের প্রস্থান।

নাঃ পত্নী। (সকলকে) আপনারা ব'সবেন্ চলুন।

সকলের প্রস্থান ও ক্ষণেক পরে প্রবেশ

গোবিন্দ। মশয়! আপনারা এই বেরে নামুন্ গো। (পত্নীকে উত্তম

রূপে দেখিয়া) কৈ ! তুইত যেমন তেম্‌নি র'য়েছিস্ ? (নৌকা দেখিয়া) লাও ত মনিষ্যি হোল না ? তবে ভূত শালা মিচে কথা ব'লেচে !

নাঃপত্নী। আমার কথা যে তখন শুন্‌ছেলে না ? ভদ্দোরলোকের অপমানে এগিয়ে ছেলে ?

বিশ্বাঃ। নাবিক ! এই তোমার পারিশ্রমিক লও। (মুদ্রাপ্রাদানেহস্ত প্রসারণ)

গোবিন্দ। যে এঁজ্ঞে ! (মুদ্রা গ্রহণ) গর্ কড়ি ঠাউর মশয় ! ভূতোর কতটা শুনে তোমুদের কম্মুনি কোরেছিণু, কিছু মনে কোর্‌বে না।

রাম। (নাঃ পত্নীকে) মা ! তোমার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ ক'র্‌তে, পারব না। তুমি অনুগ্রহ করে তখন যদি সাহায্য না কর্‌তে, তা হোলে পারের জন্য, সমস্ত দিনই রৌদ্রে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কষ্ট ভোগ ক'রতে হত।

নাঃপত্নী। বাবা ! তুমি যে সামন্যি মানুষ নও, তা, তোমাকে দেখেই জান্‌তে পেরেছি। কিন্তু, যখন এই অধম জাতকে মা ব'লে এত দয়াই ক'ল্লে, তখন আর এই কথাটি রেখো, এখান দে, আবার যদি কখনও যাও, তা হ'লে, দুখিনীকে মা বোলে, তোমার ঐ চাঁদমুখখানি আর একবার দেখিয়ে যেও ! বাপ্ ! তোমার মুখ আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না।

রাম। মা ! যখন আমাকে তোমার দেখ্‌বার ইচ্ছা হবে, তখনি মনে মনে রাম ! রাম ! ব'লে আমায় ডেকো, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে, তখনি তোমার কাছে আসব।

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ) কার অদৃষ্টে কি আছে, তা কে ব'লতে পারে ? (প্রকাশ্যে) বৎস ! আর বিলম্ব ক'রে কাজ নাই।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

গোবিন্দ। (আনন্দে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) হ্যাঁরে বৌ ! কালো ছেলেটির নাম কি ব'ল্লে—(স্মরণ করিয়া) আম্ না ?

নাঃ পত্নী। হ্যঁা।

গোবিন্দ। আহা ! বড় মিটুনি নাম রে। ছেলেটিও বড় শান্ত শিষ্টু। কতাগুলিন এম্‌নি মিষ্টি, তা আর কি বলব। ভদ্দোর নোকের ঘরের

ছেলে, না হবেই বা কেনো। ভূতো হতভাগার ফন্দিতে প'ড়ে, গোটা কত কড়া কতা বলিছি; এখন আপশোষ হচ্চে। আচ্ছা, বৌ! তুই যদি ছেলেটির মা হলি, তা হ'লে, আমি তার বাবা হনু?

নাঃ পত্নী। (সহাস্যে) তা হ'লে বৈ কি।

গোবিন্দ। (নৌকার দিকে দেখিয়া) আ ম'লো, জল একবেরে হুহু ক'রে ঢুকচে। একটু মাটি নেয় দিখিন, ছ্যাঁদাটা বুজিয়ে দিই।

প্রস্থান ও ক্ষণপরে লাফাইতে লাফাইতে প্রবেশ।

গোবিন্দ। (সরোদনে) ওরে, ও হাঘরের বেটি! আবাগির ঝি! এই যে সব্বোনাশের ছুত্তুর উটেচে! তুই বেটি এসেই ত, আমার মাতা খেলি।

নাঃ পত্নী। কি হোয়েচে?

গোবিন্দ। (সরোষে) কি হোয়েচে? তোর বাবার ছরাদ গোড়িয়েচে! মারি নাকের ওপোর এক কিল।

নাঃ পত্নী। দেখ! কতায় কতায়, বাপ তুলিও না ব'লূচি? আঃ! সুখের তো সীমে নেই।

গোবিন্দ। (সরোদনে) চটিস্ কেন? এই দেকুনা: লা, সেই গোরে ছোঁড়াটার রং ধোরেচে। আর খানিক পরেই হাত পা বেরুবে।

নাঃ পত্নী। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) তাইত, আশ্চয্যি। কি এ! (ভালরূপ দেখিয়া) চেয়ে দেখ দিখিন, কিসের রং ধোরেচে। কানা হোয়েচো নাকি?

গোবিন্দ। কি বল্ দিকিন। বেনো জলের ছোব্ ধর্‌লো নাকি?

নাঃ পত্নী। পায়ের ধুলোয় পাতোর মানুষ হোয়েছেল, বল্‌ছেলে নয়? এইবেরে পায়ের ধুলোয় তোমার কাটের নৌকো সোনা হোল।

গোবিন্দ। (আশ্চর্য্যে) এঁ্যা! সোনা হোল, বলিস কি, তুই সোনা চিনিস?

নাঃ পত্নী। না? চিনিনা? এম্নি একটা হেঁজি বেঁজি গাঁয়ে, আমার বাপের বাড়ী কি না?

গোবিন্দ। সত্যিই সোনা হোল? কৈ! আমার মাতায় হাত দিয়ে বল্ দিকিন্।

নাঃ পত্নী। আমি মিথ্যে বল্‌চি না কি।

গোবিন্দ। ওরে আহ্লাদে যে, গাটা উল্‌সে উট্‌চে রে! একটা ডিগ্‌বাজী খাব নাকি?

নাঃ পত্নী। তোমার অদেষ্টো ফিরেচে। তখন চিন্তে পাল্লে না যে, ঋষি ঠাকুরের সঙ্গে, কারা তোমার নৌকোয় পার হ'য়ে গেল। তারা যে, দুজনে দেবপুত্তুর।

গোবিন্দ। এ্যা! দেবপুত্তুর! হা আমার অদেষ্টো, চিন্তে পান্নু না। (দক্ষিণগণ্ডে চপেটাঘাত) এ্যা চিন্তে পান্নু না। (বামগণ্ডে চপেটা-ঘাত) ও গোব্‌রার মা! তোর ভারি পুণ্যির জোর। তুই না বিইয়ে, আমের মা হলি। ফুস্‌লি ফাস্‌লি দিয়ে, নাথানাকেও সোনা কোরে নিলি। দে, তোর একটু পায়ের ধুলো দে (পদধারণোদ্যত)।

নাঃ পত্নী। (পদাপসারণ পূর্ব্বক) আরে, এমন পাগোল দেখিনি। অমন ধনকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে, এখন আর হা হুতোশ ক'র্‌লে কি হবে। চল, ঘরে যাই।

গোবিন্দ। (নৌকা দেখাইয়া) ওটা ভেঙে চুরে মোট্‌ বাঁদবো নাকি?

নাঃ পত্নী। তা হোলো পেরুবে কিসে? আর ও ভাঙা কি, তোমার সাদ্দি।

গোবিন্দ। তবে কি হবে?

নাঃ পত্নী। হবে আর কি; এখন সন্ধে হ'য়েচে, কেউ বড় দেখতে পাবে না। বেয়ে নিয়ে যাই চল। (সহহস্তে) আচ্ছা, তুমি এত সোনা কি ক'র্‌বে?

গোবিন্দ। (অর্দ্ধনৃত্যসহ পাঁচালি সুরে):—

"আগে"—কোমোর চাকে, বেঁড়ে নাকে, সোনার নত্‌ ঝোলাব।
"পরে"—উদ্‌কপালে, উল্কী তুলে, সোনার টিপ্‌ বসাব॥
"তোমার"—গোদাপায়ের ছাদা দিয়ে পজড়া মল গড়াব।
"আর"—কাঁসার পৈঁচে খুলে, হাতে সোনার খাড়ু দেবো॥
"তুমি"—সোনার থালে, আলোচেলে, পায়েস্‌ রেঁদে দেবে।
(আপনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)
"ইনি"—সোনার পাতোর বাটী ভ'রে, পেটটা পুরে খাবে॥

বলে, এত সোনা নিয়ে কি কোর্‌বে? এই ত গেল এত কাষ। তারপর আগেতে শালার শেলগুলোকে জব্দ' ক'র্‌ব। শালারা ভাঙা আগোড়

পেয়ে, ভারি রোজ রোজ হাঁড়ি মেরে যায়। গিয়ে ত, সোনার ব্যাকারি গড়িয়ে, আগোড়টাকে ছিটুই।

নাঃ পত্নী। (সহাস্যে) তার পর।

গোবিন্দ। তার পর ? তার—প—অ—র, আঃ কাজের সময় মনেও আসে না ছাই. হাঁ, তার পর, তোর ছেঁড়া কাঁতাখানা সোনার সুতোয় সিঙিয়ে ওড় বসাব। আর আমার শোবার মাচানের দু একখানা খোতো বাশ ব'দলে সোনার গোঁজামেল দোবো।

নাঃ পত্নী। (স্বগতঃ) একবেরে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ, না খেপ্‌লে বাঁচি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাই হবে, এখন চল, ছেলেগুনো সাঁজের বেলায়, ভয়ে কাঁদবে।

গোবিন্দ। তোর একছড়া দানার সাদ আছে নয় ? হ্যা, দ্যাক, তুই এক কম্মো কর, মোড়লদের বড়গিন্নির কাছে. গয়নার নাম গুনো সব জেনে আয়। আমি সাকরা ডেকে আনি। তোকে আজ মা নক্ষীঠাকুরুণ সাজিয়ে তবে ঘরে ঢুক্‌বো।

নাঃ পত্নী। নাও, নাও, পাগ্‌লামি ছেড়ে এখন ডাঁড় ধরগে ! যা হয় ঘরে গিয়ে পরামোশ করা যাবে। এখুনি কেউ এসে প'ড়বে।

গোবিন্দ। এলিই বা, আমি কোন শালাকে ডরাই ! এখনও আমি সেই গেবে মাজি আচি নাকি ?

(সুরে)—এখন আমি ছিরি গোবিন্দচন্দ্র ছামন্ত মশয়।

ধিন্‌তা ধিনা, তা ধিন্ ধিনা, আমায় দেখাস্ ভয়॥ (অর্দ্ধনৃত্য)

আরে খেপি ! আমি পৌনে পঁচিশ টাকা পোণ দিয়ে, তোরে বিয়ে কোরে এনিচি. আর, আমার গোবদ্ধনকে মেয়ে দেবার জন্যে, কত ব্যাটা বড়-নোক নাচদল্লয়ে এসে গড়াগুটি দেবে দেকিস।

নাঃ পত্নী। (স্বগতঃ) আঃ কি ভূতের হাতেই প'ড়েছি। (প্রকাশ্যে) দ্যাক ! ভুতো যদি এসে পড়ে, তা হলে এখুনি আদ্দেক বক্‌রা চেয়ে ব'সবে।

গোবিন্দ। হ্যাঁ হাঁ ! ভাল কতা বলিচিস। চ, চ, শীগ্‌গির চ। একবেরে মদনা মোনের ভেতোর দে, আমাদের পুকুরে ভেড়োনা যাক। আর দ্যাক,

ভূতোকে বলা যাবে, লা খানা মনিষ্যি হোয়ে, গাঙ পেরিয়ে বড় রাজার মুনতিরি হয়েচে।

নাঃ পত্নী। আচ্ছা, তাই হবে।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দৃশ্য—মিথিলা-রাজসভা।

মহারাজ জনক, মন্ত্রী ও কাশীরাজ আসীন।

জনক। (সবিষাদে) কাশীরাজ! আপনিই আমার শেষ আশা ছিলেন। কিন্তু, আপনিও যখন ধনুর্ভঙ্গে পরাজিত হলেন, তখন জানলাম যে, কিছু-তেই আমার এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না।

কাশীরাজ। মহারাজ! এরূপ দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা করা আপনার ন্যায় মতীমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য হয় নাই।

জনক। পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় করার পর অবধি পৃথ্বীপতিগণ যে এত নির্ব্বীর্য্য হ'য়েছেন, তা যদি পূর্ব্বে জানতাম, তা হ'লে, এ ছার ধনুর্ভঙ্গ পণে আবদ্ধ হ'তাম না।

কাশীরাজ। রাজন! আমি বাহুবলে সপ্তদ্বীপেই বিজয়স্তম্ভ স্থাপন ক'রেছি। আমি যখন শরাসনে জ্যা রোপণ ক'রতেও সমর্থ হলাম না তখন জানবেন, যে, আপনার এই দুঃসাধ্য মনোরথ কখনই সফল হবে না। এখন, আর কি করবেন? প্রাজাপত্য বিধি অবলম্বন ক'রে, সুযোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করুন।

জনক। (দীর্ঘ নিশ্বাস পূর্ব্বক) হা রাজন! কি ভীষণ বাণীই আজ আমাকে শ্রবণ করালেন! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশে কলঙ্ক কালিমা

লেপন ক'রব ? হা বিধাতঃ ! শেষে কি এই ক'রলে ? না—তা হবে না ; কখনই হবে না। দেহে জীবন থাকৃতে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রতে কখনই পারব না। এতে যদি কুমারীকে চিরকালই কুমারী থাকৃতে হয়, তাও শ্রেয়স্কর।

মন্ত্রী। মহারাজ ! চিন্তিত হবেন না! রত্নপূর্ণ ভারত-জলধি এখনও রত্নশূন্য হয় নাই। অযোধ্যা, কান্যকুব্জ, সিন্ধু, গুর্জ্জর প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণের আগমন কাল পর্য্যন্ত, অপেক্ষা ক'রে, স্থির হয়ে থাকুন। অতঃপর যা ভাল বিবেচনা হয় তাই করা যাবে।

(শতানন্দের প্রবেশ—জনক ও মন্ত্রীর আসন ত্যাগ—শতানন্দের স্বস্থানে উপবেশন, পরে সকলের উপবেশন)

শতানন্দ। মহারাজ ! লঙ্কাধিপতি রাজা দশানন, আপনার ধনুর্ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা বার্ত্তা শ্রবণ ক'রে, সভায় আগমন করছেন।

মন্ত্রী। (সোদ্বেগে) কতদূর ?

শতানন্দ। আমি তাঁহাকে নদীতীরে দর্শন করিয়া, দ্রুতপদে সংবাদ দিতে এলাম। তিনি বোধহয় এতক্ষণ রাজোদ্যান পার হয়ে এসেছেন।

মন্ত্রী। হায় ! এও এক অভিনব বিপদ উপস্থিত।

জনক। (সখেদে) অহো গুরুদেব ! বিপদ যে বিপদেরই অনুগামী হয়েথাকে তা এক্ষণে স্পষ্টই জানতে পারলাম। আজ যদি রাবণ ধনুর্ভঙ্গে অপারগ হয় তা হ'লে বলপূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ ক'রবে, আর যদি কৃতকার্য্য হয় তা হলেও বিপদ। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভুবনমোহিনী কন্যাকে কেমন ক'রে, দুরাচার রাক্ষসকে সম্প্রদান করবো ? এখন উভয় সঙ্কটে পড়লাম, আমার উন্নত শির অবনত হল, প্রজ্বলিত ক্ষাত্রতেজ, আজ প্রবল ঝটীকায় নির্ব্বাণ হ'য়ে গেল। হায় ! এখন কি করি, কোথা যাই, কার আশ্রয় গ্রহণ করি। কে এমন বন্ধু আছে যে, আমাকে এই দুস্তর বিপদ সাগর হ'তে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় ! হা অভাগিনী সীতে ! তোর অদৃষ্ট লতিকা যে শেষে এমন বিষময় তরু আশ্রয় করবে, তা স্বপ্নেও জানতাম না।

মন্ত্রী। মহারাজ! উপস্থিত বিপদে অধীর হ'লে, বিপদ উদ্ধার হবে না। মহাসাগরের ভীষণ তরঙ্গমালা সন্দর্শনে ভয়ে যদি কর্ণধার স্বকার্য্য পরি-ত্যাগ করে, তা হ'লে, তার আর কি নিস্তার আছে? এখন যাতে বিপদ উদ্ধার হয়, তারই চেষ্টা করা যাক্ আসুন। "বিপদি ধৈর্য্যং" এই অমৃত-ময়ী বাণী কখনই নিরর্থক নহে।

কাশীরাজ। রাজন! আপনার ভয় নাই! রাবণের সাধ্য কি যে, হরধনু উত্তোলন করে, আর অসমর্থ-পক্ষে যদিও বল পূর্ব্বক কন্যা গ্রহণে উদ্যত হয়, তা হ'লে ভারতীয় সকল ক্ষত্রিয়গণই আপনার পক্ষ সমর্থন ক'রবে, কারণ স্বজাতীয় বিপদে স্বভাবশত্রুও মিত্রতা অবলম্বন ক'রে থাকে। আজ হয় পৃথিবী অরাবণা, না হয় নিশ্চয়ই অক্ষত্রিয়া হবেন। আপনি কোন চিন্তা ক'রবেন না।

শতানন্দ। মহারাজ! মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করুন! সকল বিপদ হইতেই উদ্ধার হবেন।

জনক। হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন! অপমান, ঘৃণা লজ্জারূপ ভীষণ শ্বাপদ সমাকূল দুর্গম বিপদ কান্তারে প্রবিষ্ট হ'য়েছি। প্রভো! দয়া ক'রে সুপথ দেখিয়ে দাও! তুমি ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় নাই।

রাবণ ও প্রহস্তের প্রবেশ।

রাবণ। (গর্ব্বিত ভাবে) কি মহারাজ! দৈহিক কুশলে আছেন ত?

জনক। (শশব্যস্তে উঠিয়া) আসুন আসুন! আজ আমার পরম সৌভাগ্য, উপবেশন ক'রে আমাকে কৃতার্থ করুন। (রাবণকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করণ) তবে লঙ্কেশ্বর! কি অভিপ্রায়ে আজ এই দরিদ্রের গৃহে পদার্পণ করলেন? অধীনের প্রতি এত অনুগ্রহ কেন?

প্রহস্ত। (সহাস্যে) হুঁ, বেই মশায়! অনুগ্রহ নিগ্রহ ত এখন হ'তেই চললো। এখন যতদিন বাঁচব, তুমি আমায় অনুগ্রহ ক'রবে, আমি তোমায় নিগ্রহ ক'রব। বলি, বেই বুঝি, আমায় চিন্তে পাচ্চো না? আমি যে তোমার কন্যের মামাশ্বশুর। তোমার এই জামাতা আমার ভাগ্নে। তোমার বেহান নিকষা দিদির আমি কনিষ্ঠ, আর কালনিমে দাদা আমারই জ্যেষ্ঠ।

রাবণ। (সহাস্যে) মামা যে একবারেই সম্পর্কপাতিয়ে বসলে। (জনককে) রাজন! শুনলাম, সীতানাম্নী অতুলন রূপবতী এক কন্যারত্ন আপনার গৃহ উজ্জল ক'রে আছে, আমি সেই সুন্দরীর পরিণয় প্রার্থী হ'য়ে আগমন ক'রেছি, কন্যা সম্প্রদান ক'রে আমার সম্মান রক্ষা করুন।

জনক। আপনাকে কন্যা প্রদান ক'রব, এত' আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু, অধীনের প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা ক'রে, অগ্রে অনুগৃহীত করুন।

রাবণ। (সোপহাসে)কি মহারাজ! ধনুর্ভঙ্গ ত?

জনক। আজ্ঞে হাঁা! আপনি ত সকলি জানেন? অধিক আর কি বলব।

প্রহস্ত। ওকি কথার ধারা হে! জামাইকে আজ্ঞে পরাজ্ঞে কি? ওতে যে বাছার আমার অকল্যাণ হবে। (কিছুপরে)হ'্যা দেখ বেই! এমন জামাই মোদ্দাৎ আর তুমি পাচ্চোনা ভাই। আহা! যেমন গুণ, তেম্নি রূপ, বাবাজীর রাগ ত আমি এ পর্য্যন্ত দেখতে পেলাম না। সদাই যেন সদাশিব। আর এখন ঘরের কর্ত্তাত্বির ভার, সব এই শর্ম্মারই ওপর প'ড়েছে। বৌমাদের ভরণ, পোষণ, যা কিছু (স্বকীয় হস্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক) এই হাতেই সব। বাবাজী আমার অন্নক'ষ্টে দেবকন্যাগুলোকে বে ক'রে আনেন, আর আমার তাদারকের গুণে, বেটীরে দুদিনের মদ্ধেই ফুলে যেন মন্দার পাহাড় হ'য়ে দাঁড়ায়। একে লঙ্কার ফুলুনি হওয়া, তায় আমার হাততোলা খাওয়া। এই বিয়ের, দিন পাচ ছয় পরে গিয়েই দেকোণা, তোমার কন্যেও আড়ে পাশে, দ্বিতীয় মন্দোদরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

জনক। আমার কন্যার অদৃষ্ট। (রাবণকে) তবে রক্ষনাথ! ধনুর্ভঙ্গে অগ্রসর হোন্?

রাবণ। (তাচ্ছল্যের সহিত) যাত্রাকালে ধনুর্গাছটা ভেঙ্গে দিয়ে যাব তখন। আপনি এখন বিবাহের উদ্যোগ দেখুন।

জনক। লঙ্কানাথ! সামান্য ধনুর্ভঙ্গ যে, আপনার কঠিন কার্য্য নয়, তা বিলক্ষণ জানি। আপনি বাহুবলে দেবগণকে পর্য্যন্তও পরাজিত ক'রেছেন। কিন্তু অগ্রে কৃপা ক'রে প্রতিজ্ঞাপাশ বদ্ধ মানসকুরঙ্গকে মুক্ত ক'রে দিন; পশ্চাৎ আপনাকে কন্যা দান ক'রে বংশ গৌরব বৃদ্ধি ক'রব।

তা না হ'লে, সকলেই, এমন কি, আপনি পর্য্যন্তও, কাপুরুষ ব'লে আমার কুযশ ঘোষণা ক'র্‌বেন।

প্রহস্ত। আহা! তা ক'রবেন বৈ কি! কুযশ সুযশ সবই ঘোষণা ক'রবেন। জামাই হল, শ্বশুরের ব্যথার ব্যথী, দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী।

রাবণ। (ঈষৎ ক্রোধে) নরবর! আমার অমিত বাহুবল কি আপনি বিশ্বাস ক'রছেন না?

জনক। তা ত নয়! তবে স্বীকৃত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করা রাজধর্ম্ম নয়, তাই বল্‌ছি।

রাবণ। (সরোষে) পুনঃ পুনঃ ঐ ছার প্রতিজ্ঞার কথা?

যে বাহুতে মন্দারাদ্রি কৈলাস ভূধর
ক'রেছে ধারণ চিরদিন, আদিতেয়,
নাগ, নর, গন্ধর্ব্ব, চারণ, যার বাহু
বলে, শঙ্কিত অন্তরে, প্রণত মস্তকে
আজ্ঞা বহে। নরনাথ! তার উপযুক্ত
কি হে তব জীর্ণধনু? ধনুর্ভঙ্গ মম
যোগ্য নয়। এ কার্য্য ক'রলে, অপমান
হবে মোর, অপযশ ঘুষিবে সংসারে।
ক্ষীণবল শৃগালের কাজ, মৃগেন্দ্রের
যোগ্য নহে। ছাড় ঐ বাণী, আন কন্যা
কর সম্প্রদান। নতুবা এখনি, ভুজ
বলে, পাত্রী ল'য়ে করিব প্রস্থান। কোন
মতে রাখিতে নারিবে; হাসিবে সকলে
হেরি দুর্দ্দশা তোমার। উপহাস রবে,
ছাইবে ধরণীতল, প্রতি পলে পলে।

জনক। (স্বগতঃ) মধুসূদন! রক্ষা কর, আর নিস্তার নাই।

প্রহস্ত। (স্বগতঃ) এই রে নিজ মূর্ত্তি ধ'রে ব'সেছেন। কেমন গোঁয়ারে রীত, কিছুতেই যাবার নয়। এয়েছিস্ বাপু! বে ক'রতে, একটু শান্ত শিষ্ট ভাব দেখা, তা নয়, শ্বশুরের একটু কসুর দেখেই চটে লাল। অমন
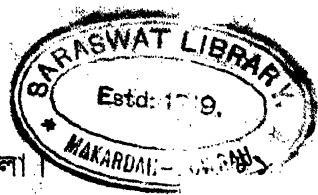
ক'রলে, লোকে মেয়ে দেবে কেন? (প্রকাশ্যে) বলি, বাপু হে! চট কেন? বেই যা ব'লছে তা করনা? শ্বশুরের কথা রাখ্‌বে, অপর কেউ নয়! তাতে আর মান অপমান কি? বড় বৌমাকে বে ক'রতে গিয়ে, আগে সুপুরি কেটেছিলে, মনে আছে? এ ধনুক ভাঙাটাও সেই রকম বুজতে পারচো না? যাদের যেমন কৌলিক প্রথা। তাতে অমত ক'রলে চ'ল্‌বে কেন?

রাবণ। সহেনা, মাতুল! প্রাণে হেন অপমান!
বিশ্বজয়ী বাহু মোর, বিদিত সংসারে;
সামান্য মানব আজি, হ'য়ে সন্দিহান,
বাহুবল পরীক্ষিয়া, কন্যা দিবে মোরে?

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) হায়! এক্ষণে কি উপায়ে, রাবণের ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাণ করা যায়।

শতানন্দ। লঙ্কেশ্বর! ব্রহ্মা আপনার পুরোহিত, বৃহস্পতি আপনার সভা-পণ্ডিত, আপনিও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, আপনার তুল্য বীর ত্রিজগতে, আর কেহই নাই, বাহুবলে স্বর্গরাজ্যকেও অধিকার ক'রেছেন। এক্ষণে ত্রিভুবনে আপনিই সম্রাট-পদবাচ্য। লঙ্কানগরী আপনার রাজধানী মাত্র। সামান্য ধনুর্ভঙ্গ যে, আপনার যোগ্য নয়, তাও বিলক্ষণ জানি; কিন্তু রাজন্! যখন বিদেহরাজের সহিত, জামাতৃসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হ'চ্চেন, তখন শ্বশ্রুবাক্য অবহেলা করা, আপনার ন্যায় নীতিবিশারদের উচিত নয়। আপনি মনে ক'র্‌বেন্ না যে, ব্রাহ্মণ আমাকে উপদেশ দিচ্চে, আপনাকে উপদেশ দিই, আমার এমন কি ক্ষমতা? তবে যখন দেখ্‌ছি, যে প্রকৃতই সম্বদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন যাতে, উভয়ের মনের অমিল না হয়, তারই জন্য, দুটো প্রলাপ বাক্য ব'ক্‌লাম। আপনার বিবেচনায়, যা কর্ত্তব্য হয়, তাই ক'রবেন।

প্রহস্ত। (স্বগতঃ) আঃ বরকর্ত্তা হ'য়ে এসে, ভাল জ্বালায় প'ড়লুম। (প্রকাশ্যে) গোলমালে কাজ কি বাবা! পোড়া ধনুকগাছটা ভেঙে, ওদের মনের ধন্দ ঘুচিয়ে দাও না?

রাবণ। আচ্ছা, মাতুল! আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। (জনককে) কৈ মহারাজ! আপনার শরাসন কোথায়?

জনক। (ধনুক দেখাইয়া) লঙ্কেশ্বর! ঐ দেখুন, জীর্ণ ধনু বিশীর্ণ ভাবে ভূতলে প'ড়ে র'য়েছে।

প্রহস্ত। (স্বগতঃ সাশ্চর্য্যে) ও বাবা! ইনিই ধনুক? এঁকেই ভাঙতে হবে? তবেই মামাশ্বশুর হ'য়িছি আর কি। (প্রকাশ্যে রাবণকে) যা বাবা! যা! তয়ে তয়ে দেখ।

রাবণ। (উচ্চহাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ! মহারাজ এই তুচ্ছ চাপ ভঙ্গের জন্য, আপনার এত আকিঞ্চন?

প্রহস্ত। (স্বগতঃ) বাহাদুরি না বেরুলে হয়! (প্রকাশ্যে) তবে আর বল ছিলুম কি বাবা! যেমন বড়বৌমার বেলায়, সুপুরিটেকে ক্যাঁচ ক'রে কেটেচ, তেমনি ছোটবৌমার বেলায় ধনুকগাছটাকে ম্যাচ্ ক'রে ভেঙ্গে ফেল। (শতানন্দকে) পুরুতমশায়! আপনি ততক্ষণ বিয়ান্‌কে গায়ে হলুদের উজ্জুক ক'রতে বলুন গে।

রাবণের ধনুর্ভঙ্গে উদ্যোগ

রাবণ। (চমকিত হইয়া স্বগতঃ)

আতঙ্কে শিহরে প্রাণ হেরি শরাসন!
বাম আঁখি, বাম কর, কাঁপে কেন থর থর,
ভয়েতে কাঁপিছে কায় কেন অকারণ?
চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা হেরি অগণন।
মনে হয়, মৃত্যু মোর ধনুরূপ ধরি,
বিরাজে গরবে যেন অবনি উপরি!
দূর! দূর! দূর! মনের বিকার।
মৃত্যুভয়ে অভিভূত বীর দশানন?
যার অস্ত্রগণে তৃণ যোগায় শমন?

(বামহস্তে ধনুরুত্তোলনের চেষ্টায় অসমর্থ হইয়া স্বগতঃ) একি? দৈব বিড়ম্বনা; না, শরাসন বজ্রসারে নির্ম্মিত? (আশ্চর্য্যভাবে অবস্থান)

প্রহস্ত। (বিরক্তভাবে) কি হে বাপু! ভাবছ' কি? দুহাত দিয়েই দেখনা ছাই।

রাবণ। (দুই হস্তে টানাটানিতে অসমর্থ হইয়া, সদীর্ঘ নিশ্বাসে স্বগতঃ) ওঃ! সত্য সত্যই আজ বিধাতা প্রতিকূল হয়েছেন। (অধোবদনে স্থিতি)

প্রহস্ত। বাপু হে! সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে, শেষে লোক হাসানই সার হ'ল। দেখ দেখ, গায়ের সব জোরটাই হাতে দিয়ে দেখ। না হয় ত বল, আমি শুদ্ধ যোগ দিই। (অতি কষ্টে রাবণের ঈষৎ ধনুরুত্তোলন দেখিয়া) হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ—বেশ আর একটু টান। (গুণদানে অসমর্থ ও হস্ত হইতে ধনুবিচ্যুতি দেখিয়া) একি! একি! আবার ধর, আবার ধর!

রাবণ—(ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত কলেবরে স্বগতঃ)

গর্ব্ব খর্ব্ব হোল, বীর্য্য গেল রসাতল,
বড়াই করিনু বৃথা, নরের সমাজে।
ভুবন তাপন মম, বীরত্ব তপনে,
সহসা গ্রাসিল রাহু, শরাসন রূপে।
হোক বক্ষে বজ্রাঘাত, কিম্বা, পৃথ্বিদেবি!
দ্বিধা হও তুমি; লুকাই গর্ভেতে তব।
মণি-হীন ফণী সম, মানী অবমানী (এ জগতে)
কলঙ্ক-কালিমা ব্যাপ্ত এ পোড়াবদন,
কদলী-পাদপ-কল্প, হীন সার বাহু,
কোন্ লাজে বাহিরিব, বীরেন্দ্র সমাজে?

(অধোবদনে স্থিতি)

প্রহস্ত। সর্ব্বনাশ! ও বাবা! ব্যাপার খানা কি? আমার ভাগ্নে হ'য়ে, আর এই ধনুকগাছটা ভাঙতে পারলে না? বোধ হয় জোরটা বুকে আটকে গেছে, না হয়, দুচারটে বুকচালুনি কুস্তি ক'রেই দেখনা ছাই যদি হাতে স'রে পড়ে।

রাবণ—(দুঃখিত হইয়া)

চল, হে মাতুল! কাজ নাই আর!
পণ্ড ভুজদণ্ড শ্রমমাত্র সার, চূর্ণ হোল,

বৃথা অহঙ্কার। (দাঁড়াইয়া) চল, চল ত্বরা করি,
বাসব হাসিবে দেখে দবে টিটকারী।

বেগে প্রস্থান।

প্রহস্ত। ফিরে! ফিরে! ফিরে বাপু! যাস কোথা? রাবণ! ও রাবণ! ও রাবণচন্দ্র। ফের ফের, (জনককে) ও বেই! তোমরা যে চুপ ক'রে ব'সে রয়েছ, তোমার জামাই যে পালায়! (রাবণকে) ও আমার সোণারচাঁদ! দাঁড়া! দাঁড়া!!

দ্রুত প্রস্থান।

শতানন্দ। আঃ! আপদঃ শান্তি, বাঁচা গেল।

জনক। গুরো! আপাততঃ আপদের শান্তি হোল বটে, কিন্তু আমার মনের উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি হয়ে উঠল। বিপুল বিক্রমশালী দশানন যখন, ধনুর্ভঙ্গে অসমর্থ হ'য়ে, লজ্জায় অবনত মস্তকে পলায়ন ক'রলে তখন যে, আর অন্যজনের দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হ'বে, তা ত মনে হয় না।

শতানন্দ। মহারাজ! প্রজাপতির অন্তঃকরণে কি আছে, তা কে ব'লতে পারে?

বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

(সকলের আসন ত্যাগ।)

বিশ্বামিত্র। জয়স্তু মহারাজ!

জনক। আসুন, আসুন! (প্রণাম ও বিশ্বামিত্র ও রাম লক্ষ্মণকে আসনে উপবিষ্ট করন) আপনার শুভ আগমনে আজ আমি ধন্য হলাম! আমার নিরাশ হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হোল। কেমন, রাজর্ষি! আরব্ধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'য়েছে ত? (উপবেশন)

বিশ্বামিত্র। প্রথমে রাক্ষসগণ এসে, অনেক বিঘ্ন আরম্ভ ক'রেছিল বটে, পরে এই বালক বীরদ্বয়ের বাহুবলে, সঙ্কল্প হ'তে অব্যাহতি পেয়েছি।

জনক। এঁরা দুজনে কাহার বংশধর?

বিশ্বামিত্র। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দশরথের বংশধর। ইহার নাম রাম, ইহার

নাম লক্ষ্মণ। ইহারা দুইজনেই মহাধনুর্দ্ধর। প্রথমে পাপিষ্ঠা তাড়কার প্রাণ বিনাশ করেন, পরে মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি তিনকোটি রাক্ষস বধ ক'রে, আমাদের ধর্ম্মকার্য্য নিরাপদ ক'রে দিয়েছেন।

জনক। (স্বগতঃ) হায়! যদি এই দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা না ক'র্‌তাম, তা হ'লে, সুপাত্র দশরথ নন্দনকে সীতা সম্প্রদান ক'রে, অনায়াসে আত্মাকে চির-সুখী ক'রতে পারতাম।

বিশ্বামিত্র। রাজন্! আপনার প্রতিজ্ঞার অনুরূপ পাত্র মিলেছে কি?

জনক। রাজর্ষি! ঐ দারুণ প্রতিজ্ঞার পরিতাপেই, দিবা রাত্র দগ্ধ হচ্ছি। হায়! কি কুক্ষণেই ভার্গবের কথায় সম্মত হ'য়ে, এই ধনুর্ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, ভঙ্গের কথা দূরে থাক্, কোন ব্যক্তি ইহার উত্তোলনেও সমর্থ হ'ল না। জানলাম, বিধাতা, সীতার অদৃষ্টে বিবাহ লেখেন নাই। সীতাকে চিরকালই কন্যকা অবস্থায় কালযাপন ক'রতে হবে। ঐ দেখুন রাজন্যবর্গের ভুজগর্ব্ব খর্ব্বকারী হরধনু, গর্ব্বিত অনন্ত ভুজগের ন্যায়, ধরাতল অলঙ্কৃত ক'রে র'য়েছে! হায়! বীরধাত্রী বসুন্ধরা, এক্ষণে একেবারেই বীরশূন্যা হ'য়েছেন।

লক্ষ্মণ। (সক্রোধে) বীরেন্দ্র রাঘব বসি, সভার মাঝারে
কার সাধ্য, বসুন্ধরা বীরশূন্য বলে?
(জনক প্রতি) হে রাজন্!
হেরিয়া রামভগণে, মনে কি ভেবেছ,
রাজন্য-কেশরী-হীন, মেদিনী-মণ্ডল?
(রামের প্রতি) আজ্ঞা দাও, রঘুনাথ! বিলম্ব না সয়,
জীর্ণ এই শরাসনে সিঞ্জিনী লাগায়ে,
সপ্ত স্বর্গ ভেদ করি, শরের সংযোগে;
অথবা ভাঙ্গিয়ে ফেলি, চক্ষের নিমিষে,
করিপোত ভাঙ্গে, যথা কমলের নাল,
এ হেন গঞ্জনা প্রাণে, সহ্য নাহি হয়।

কাশীরাজ। (উপহাসে) তিষ্ঠ, হে তরল বুদ্ধি দুগ্ধ পোষ্য শিশু!
জড়ায়ে মৃণাল-তন্তু, তমালের শিরে,

হ'য়েছে অন্তরে সাধ, করিতে ভঞ্জন ?
পরাজয় যার কাছে, ভীম প্রভঞ্জন।
দেবেন্দ্র বিজয়ী বীর, রাজেন্দ্র রাবণ,
হারি মানি, পলাইল, যাহারে হেরিয়া
আমি আদি, কতশত ক্ষত্রিয় ঋষভ,
পরাজয় মানিলাম, যাহার বিজয়ে,
তাহারে ভাঙ্গিতে সাধ, অন্তরে তোমার ?
কন্দুক-ক্রীড়নে, হস্ত, ব্যথিত যাহার।
স্থির হও. দেখ রঙ্গ, সভারঙ্গ-মাঝ ;
কত আসে কত যায়, রাজেন্দ্র সমাজ ॥

লক্ষ্মণ। (সক্রোধে) ধিক্ ! ধিক্ ! তোমা সবে কাপুরুষগণ !
করিলে ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্ক রোপণ।
তোমাদের বীরপনা হেরি নৃপমণি,
দুঃখেতে বলেন তাই নির্বীরা ধরণী।
এখনি বালক বীর্য্য দেখাই সবারে,
গুরু যদি অনুমতি করেন আমারে।

বিশ্বামিত্র। (সহাস্যে) লক্ষ্মণ! স্থির হও! (রামকে) বৎস! আর বিলম্ব ক'রছো কেন ? বীরত্ব ভাস্কর প্রকাশ ক'রে, মহারাজের বিভ্রম-অন্ধকার দূর ক'রে দাও !

রাম। যে আজ্ঞে।

বিশ্বামিত্রের পদধূলি গ্রহণ।

সভাস্থ সকলের সাশ্চর্য্যে শ্রীরামের প্রতি নিরীক্ষণ।

বিশ্বামিত্র। (দাঁড়াইয়া) অনন্তদেব ! সাবধানে পৃথিবী ধারণ ক'রো! দেখ', যেন ধরা, রসাতল গামিনী না হন ! অষ্টদিক্ পাল ! তোমরাও সতর্ক হ'য়ে, অষ্টদিক্ রক্ষা কর।

শ্রীরাম চন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ।

(নেপথ্যে দেবগণ) জয়! জয়!! জয়!!! জয় রামচন্দ্রের জয়! সীতাপতির জয়!

আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি

কাশীরাজ। (জনককে) মহারাজ! এক্ষণে সুখে কন্যা সম্প্রদান করুন!

(রামের প্রতি ঈর্ষা কলুষিত বক্র দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান)

জনক। (উঠিয়া সহর্ষে রামকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) বৎস! আমার এমন বাক্‌শক্তি নাই, যে অন্তরের আনন্দ মুখে প্রকাশ করি। আমার কি ভ্রম! এমন অমূল্য কৌস্তুভরত্নধারী ভারত রত্নাকরকে রত্নশূন্য ব'লে মনে ক'রেছিলাম। আজ আমার আশাতিরিক্ত ফল লাভ হ'ল। সূর্য্য বিম্ব সম্বন্ধ জড়পিণ্ড চন্দ্র যেমন ভূমণ্ডলে সকল জীবেরই প্রার্থনীয় হয়, তদ্রূপ সূর্য্য বংশের সহিত বৈবাহিক সূত্র সম্বন্ধে চন্দ্রবংশও অতঃপর সকল মনুষ্যের নিকট আদরনীয় হবে। আমিও সকলের গৌরবের স্থল হব। সীতার ললাটদেশ যে, এমন সৌভাগ্য হরিচন্দনে পরিলিপ্ত হবে, তা ক্ষণকালের জন্যও ভাবি নাই। বৎস! ধনুর্ভঙ্গ ক'রে, প্রতিজ্ঞা-পর্ব্বতের উচ্চশিখর হ'তে অবতরণ করালে, এক্ষণে উদার মনে সীতাকে গ্রহণ ক'রে, আমায় কন্যাদায় হ'তে মুক্ত ক'রে দাও।

রাম। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) গুরো! পিতৃআজ্ঞা ব্যতিরেকে, আমি কখনই মহারাজের আশা পূর্ণ ক'রতে পারবো না। পিতাই পুত্রের বিবাহ দিবার কর্ত্তা। যে মূর্খ এই শুভকার্য্যে, পিতার অনুমতির অপেক্ষা করে না, স্বপ্রধান হ'য়েই কার্য্য শেষ করে, সে অভাজন পৃথিবীর কলঙ্ক স্বরূপ। আরও বিশেষ আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যে মাহাত্মা একসময়ে আমাদের চারি ভ্রাতাকে কন্যাদান ক'রতে সমর্থ হইবেন, আমি তাঁরই গৃহে বিবাহ ক'রব।

বিশ্বামিত্র। (জনককে) মহারাজ! সব শুনলেন ত?

জনক। রাজর্ষি! তার জন্য চিন্তা কি? আমার সীতা, উর্ম্মিলা নাম্নী দুই কন্যা ও মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি নাম্নী দুই ভ্রাতষ্পুত্রী আছে। যদি বিধি-লিপি, এইরূপই হ'ল, তবে চারিটিকেই একসময়ে সম্প্রদান ক'রে,

দারুণ কন্যাদায় হ'তে মুক্ত হই। আর মহারাজ দশরথের মতামত আপনার উপর নির্ভর রইল।

শতানন্দ। উত্তম কল্পনা। রাজর্ষি! তবে আর শুভকর্ম্মে বিলম্ব ক'রে কাজ কি?

বিশ্বামিত্র। আমি পত্র লিখে দিচ্ছি, আপনি অযোধ্যায় এক দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করুণ। মহারাজ দশরথ, ভরত, শত্রুঘ্নকে ল'য়ে এসে, পুত্রগণের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করান।

জনক। যে আজ্ঞা, তবে চলুন, বিশ্রামগৃহে যাওয়া যাক্। (মন্ত্রীকে) মন্ত্রি! তুমি রাজর্ষি ও রাম লক্ষ্মণের জন্য সুরম্য আবাসগৃহে পরিচর্য্যার্থ দাসদাসীগণকে নিযুক্ত কর গে।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজপুরীর বহিঃপ্রকোষ্ঠ।

উন্মত্ত অবস্থায় দশরথের প্রবেশ।

দশরথ। (ভ্রমদর্শন) ভীষণব্যাদন বদন ভরা—বিকটদশনে—রুধির ধারা, ঘোরা তমস্বিনী যামিনীতে কে তোরা? তোদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে যে, আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে। তোরা কি রাক্ষস? তোরাই কি আমার রাম লক্ষ্মণকে খেয়ে, আমায় খেতে এলি? তবে খা! সকলে মিলে, মনের সুখে খা! কৈ? কোথা গেলি? ননীর পুতুল খেয়েছিস ব'লে শুষ্ক মাংসে অরুচি হ'ল নাকি? (উচ্চহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ! তবে তোরা

রাক্ষস নোস্! (কিছু পরিক্রমন ও রামকে ভ্রান্তদর্শন পূর্ব্বক) রাম! রাম!! বাবা! শোন! তুমি উপযুক্ত হ'য়েছ, তোমাকে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিব—দিয়ে, আমি বনে চ'লে যাব। দেখ বাবা! সাবধানে প্রজাপালন ক'রো! (উচ্চরোদনে) না-না-না-নেই-নেই, রাম যে আমার নেই। করাল বিশ্বামিত্র রাহু যে, আমার রামশশীকে গ্রাস ক'রেছে। আছে—আছে—আছে, দেখেছি—দেখেছি—স্বচক্ষে দেখেছি; ঐযে—ঐযে—ঐযে—রাম আমার রাক্ষসবধ ক'রে, শূন্যপথে মেঘে চ'ড়ে, হাসতে হাসতে আমার কাছে আসছে। আয়-আয়-আয়! বাবা! আয়! আমার বুকে আয়! আমার উত্তপ্ত বক্ষঃস্থল শীতল হোক। কৈ বাবা! এলিনি? ওকি! পালাচ্ছিস্ যে? নিষ্ঠুর! নির্দ্দয়! কালসর্প! পিতাকে দেখে, ভয় পেয়েছিস্ নাকি? দাঁড়া-দাঁড়া-দাঁড়া! রাম! দাঁড়া! আমি তোর সঙ্গে যাব! (বেগে গমনোদ্যত পতন ও মূর্চ্ছা)

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। এমন ভয়ঙ্কর পুত্রস্নেহ ত' কখন দেখিনি। আজ তিন দিন হ'লো, মহারাজ রামের বিরহে, একেবারেই উন্মত্ত হ'য়েছেন! কখন হাসচেন, কখন কাঁদচেন, কখনও বা রামকে যেন সম্মুখে দেখে, বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ধ'রতে যাচ্ছেন। রাজবৈদ্য এত ঔষধ দিচ্ছেন, কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না। (পাদচারণ) যাই হোক্, মহারাজ গেলেন কোথা? আত্মঘাতী হবেন না কি? তাই ভয় হ'চ্ছে। (পরিক্রমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত রাজাকে দেখিয়া) এই যে! ওহো! রাজর্ষি! দুর্দ্দশা দেখে যাও! তোমার নির্ম্মম আচরণে, আজ সূর্য্যকুলের দিনমনি নিস্প্রভ হ'য়ে, ধরাতল আশ্রয় ক'রেছেন! (গায়ে হাত দিয়া) মূর্চ্ছিত নাকি? এঁ্যা! তাইত, নিস্পন্দ যে! মহারাজ—মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন! আমি আর আপনার এ হৃদয় বিদারক অবস্থা দর্শন ক'রতে পারি না।

দশরথ। (ভ্রান্তভাবে) রাম—রাম! এসছ! এস বাপ! এত দেরী হ'ল কেন? বৃদ্ধ পিতাকে এত করে কাঁদাতে হয় রে? লক্ষ্মণ কোথা? (উঠিয়া সুমন্ত্রকে দেখিয়া সরোদনে) কে ওরে সুমন্ত্র? সুমন্ত্র! আমার রাম লক্ষ্মণ কৈ?

সুমন্ত্র। (স্বগতঃ) হায়! এ বাক্যের আর কি উত্তর দিব? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! স্থির হোন্, ঋষিবর যখন বলে গেছেন, চতুর্দ্দশ দিবসান্তে রাম লক্ষ্মণকে ল'য়ে আস্‌বেন, তখন তাঁরা আজ নিশ্চয়ই আসবেন।

দশরথ। (উচ্চরোদনে) আসবেন! হ্যাঁরে আসবেন! এখনও আসেন নাই? হাঃ! সুমন্ত্র রে! অযোধ্যায় আর পূর্ণচন্দ্র রামচন্দ্রের উদয় হবে না! রাম আমার এতক্ষণ, রাক্ষসের উদরে,—ওহো হো, আর ব'লতে পারি না রে—আর বলতে পারি না! (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ও পরে উচ্চহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ! আমার রামের এইবারে বিবাহ দেবো। দেখ সুমন্ত্র! তুমি এক কায কর, তুমি গুরুদেবের কাছে যাও, শীঘ্র শীঘ্র যাতে রামের বিয়ে হয়, তার আয়োজন ক'রতে বল। আমি আর বোধ হয়, অধিক দিন বাঁচবো না। (পরিক্রমন ও ভ্রান্তি দর্শন) ওহো কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য! ঐ দেখ সুমন্ত্র! ঐ দেখ! এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস বিকট বদন বিস্তার ক'রে, আমার রামকে গ্রাস্ ক'র্‌তে আস্‌ছে! (সক্রোধে) কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! দাও, সুমন্ত্র! আমার শরকার্ম্মুক দাও! এখনি ঐ দুর্বৃত্তের প্রাণ সংহার ক'রবো!—হায়—হায়—হায়! কি হ'লো রে—কি হ'লো! ঐ যে পাপিষ্ঠ আমার বাছাকে গ্রাস ক'রে, হাস্‌তে হাস্‌তে পালিয়ে গেল! ওহো সুমন্ত্র রে! আমায় ধর! আমার মাথা ঘুরছে। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি। (সুমন্ত্রের স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া অবসন্ন ভাবে স্থিতি)

সুমন্ত্র। (স্বগতঃ) এ যে, বিষম দায় হ'লো! এ সকল ত জাগ্রৎ স্বপ্ন। স্পষ্টই উন্মত্ততার লক্ষণ। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! স্থির হোন্, ভয় কি! ও সব বিভীষিকা দর্শন; দুশ্চিন্তায় বায়ুর বিকার মাত্র। আজই কুমারেরা আসবেন, এত উতলা হবেন না। (অনুচ্চস্বরে) তাইত, পুত্রবিরহ মহারাজকে একেবারেই পাগল ক'রে তুল্লে যে?

দশরথ। (স্কন্ধ হইতে মুখ উত্তোলন পূর্ব্বক) হাঁ, পাগল! আমি পাগল! সুমন্ত্র রে সর্ব্বনেশে ঋষিই আমাকে পাগল করে গেছে। যে ধনকে পাবার জন্য আমি পাগল হ'য়ে বেড়িয়েছিলাম, পাগলের সেই সম্বলকে জোর ক'রে লয়ে গেছে। ওহো সুমন্ত্র! আজ নয়, আমার প্রাণনাশক পঞ্চদশ দিব-

মের কালরাত্রির অবসান! কাল নয় রামের আসবার দিন গেছে? হাঃ কৌশল্যা সুমিত্রা বিশ্বাস ক'রে হৃদয়ধনকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে-ছিল, আমি কাপুরুষ, নরাধম, সেই অমূল্যধনের অপব্যয় ক'রে ফেলেছি। আমি বিশ্বাসঘাতক, আমি পুত্রহন্তা। সুমন্ত্র, আর বিলম্ব ক'রোনা, শীঘ্র অগ্নি প্রজ্বালিত কর, মহাপাপে জড়িত পাপময় প্রাণ বৈশ্বানরে আহুতি প্রদান ক'রে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। আমার জীবলীলা ব্রত উদ্-যাপন হ'য়ে এসেছে। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! তোদের বিরহজ্বালা আর সয়না বাপ্।

দ্রুতগতি মৈথিল দূতের প্রবেশ।

দূত। (দ্রুত কম্পিত স্বরে) মহা—রাজ! রা—জ—র্ষি বিশ্বা—মিত্র আমায় পাঠিয়ে—ছেন। রা—ম, রা—ক্ষ—সঃ—

দশরথ। (বাধা দিয়া উচ্চরোদনে) আর বলতে হবে না—আর বলতে হবে না। বুঝেছি—সব বুঝেছি; ওহো হো! এই নিদারুণ বাণীই শোনবার জন্যই প্রাণ এতক্ষণ দেহবাসে অবস্থান ক'রছিল। হা রাম! (পতন ও মূর্চ্ছা)

সুমন্ত্র। হাঃ, সর্ব্বনাশ! আবার কি হ'লো? কি হে দূত! তুমি কি সংবাদ এনেছ? চুপ ক'রে রইলে যে! স্পষ্ট করেই বল না।

দূত। (অপ্রতিভভাবে) আজ্ঞে, আমি ত সুসম্বাদই এনেছি। এতে যে এমন হবে, তা ত জানি না। এই দেখুন! রাজর্ষি মহারাজকে পত্র পাঠিয়েছেন। (পত্রদান)

সুমন্ত্র। তুমি, উত্তরীয়াঞ্চলে মহারাজকে বাতাস কর, আমি পত্র পাঠ করি। (পত্রপাঠে সানন্দমনে) মহারাজ—মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন! দূত সুসম্বাদ এনেছে। অমঙ্গল আশঙ্কা ত্যাগ করুন।

দশরথ। (জড়িতস্বরে) সুমন্ত্র! আমার—উ—থান—শক্তি—লোপ—হ'য়ে—ছে! কাল—নিদ্রার—তন্দ্রা—য়—জড়িত—হ'য়ে—ছি। এই—শয়নে—ই—বোধ—হয়—মহা—নিদ্রা—আসবে। কি—সম্বাদ—বল—শুনে—ই প্রা—ণ—ত্যা—গ—করি। হাঃ—রাম—রে!

সুমন্ত্র। রাজর্ষি আপনাকে পত্র লিখেছেন শ্রবণ করুণ। (পত্রপাঠ) "রাজন! তোমার প্রসাদে, রাম লক্ষ্মণের বাহুবলে, আমি অভিষ্ট সিদ্ধিলাভ করেছি। কুমারদ্বয়ের অত্যাশ্চর্য্য পরাক্রমে বিঘ্নকর রাক্ষসদল পরাভূত হয়েছে। রাজর্ষি জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ বোধ হয়, তুমি অবগত আছ ; এক্ষণে রাম লক্ষ্মণকে লইয়া, মিথিলার রাজসভায় আসিয়াছি। এখানে রামচন্দ্র অমিত বিক্রমে হরকোদণ্ড দ্বিখণ্ড ক'রেছেন। জনক, রামকে পণোক্ত সীতা নাম্নী কন্যাপ্রদানে উদ্যত। কিন্তু তোমার আগমন ব্যতীত এ শুভকার্য্য কখনই সম্পন্ন হবে না। অতএব পত্র পাঠ মাত্র, ভরত শত্রুঘ্ন, পুরোহিত ও অন্যান্য পারিষদবর্গ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় শুভাগমন করিবে, অন্যথা না হয়।"

দশরথ। (অর্দ্ধোত্থিত হইয়া) এ্যা! সুমন্ত্র! বলিস্ কি রে! রাম লক্ষ্মণ আমার জীবিত আছে? তবে আমায় ধরে নিয়ে চল। মৃতকল্পা রাজ্ঞীদ্বয়কে আগে এই সুসংবাদ দিই, পরে গমনের উদ্যোগ করা যাবে।

সুমন্ত্র। এস দূত বিশ্রাম করবে চল।

সুমন্ত্রের স্কন্ধে হস্তার্পণ পূর্ব্বক দশরথের প্রস্থান
ও দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

অবরোধ উপবন, রক্তাশোকতলে মণি বেদিকায়
উপবিষ্টা সীতা।

সীতা। (স্বগতঃ) বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই। প্রতিজ্ঞাসাগর মন্থন ক'রে, এমন অমূল্য রত্ন উৎপন্ন হ'ল, কিন্তু অভাগিনী মনসাধে কণ্ঠহার ক'রতে পেলে না! প্রাণেশ্বর, "পিতার আজ্ঞাধীন" এইরূপ

মিথ্যা প্রবোধ বাক্যে, আমার পিতাকে প্রতারিত ক'রলেন। ছি-ছি! আমি কর্লাম কি! কাকে প্রাণেশ্বর বলছি! না—না ঠিক হয়েছে। মা দুর্গাই মনোভাব মুখেপ্রকাশ করিয়ে দিয়েছেন। যে সময়,তাঁর মনোমোহন শ্যাম মূর্ত্তিট, গবাক্ষজাল ভেদ ক'রে আমার নয়ন পথে পতিত হয়েছে; সেই শুভক্ষণেই হৃদয়-সিংহাসনে, প্রাণের কর্ত্তৃত্বে তাঁকে স্থাপন ক'রেছি; সুতরাং এ জগতে, তিনি ভিন্ন ত, আর আমার কেউ প্রাণেশ্বর বলবার নেই! আহা! রূপটি যেমন মনোহর! নামটি ও তেমনি মধুমাখা। এখন ত এস্থানে কেউ নেই,মুখে একবার নামটি উচ্চারণ করি না কেন? রাম! আর একবার, রাম! রাম! (অতৃপ্ত ভাবে) আর একটিবার রাম! রাম! রাম! (চমকিত ভাবে) একি! আমি উন্মাদিনী হলাম না কি! প্রণয়ে অন্ধ হয়ে, একজন অনুরাগ বিহীন পুরুষকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বসালাম যে। যাঁর প্রেমপূজায়, মন, প্রাণ, সকলি উৎসর্গ করেছি, তিনি ত আমার প্রণয়প্রার্থী নন্? তিনি ত আমায় বিবাহ কর্বেন না? (চিন্তা) তা, নাই করুন। আমার বিবাহ কিন্তু হয়ে গেছে; তবে যদি না গ্রহণ করেন, তা হলে, যোগিনী সেজে বনে বনে ভ্রমণ করব, আর, হৃদয়ে বর্ত্তমান প্রেমমাখা মূর্ত্তিটি মনে মনে আলিঙ্গন ক'রে, মনো-সাধ মিটাব। (করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক অবস্থান)

মনোরমা ও চন্দ্রকলার প্রবেশ।

চন্দ্রকলা। (সীতাকে দেখিয়া) মনোরমা! ঐ যে লো! গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছেন।

মনোরমা। অন্য আর কি ভাববেন? বের পর, বরের সঙ্গে, কি করে, প্রণয়ালাপ ক'রবেন, তাই ঠিক ক'রে নিচ্ছেন। (উভয়ের কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন)

চন্দ্রকলা। না ভাই তা ত নয়! সে ত সুখের ভাবনা, সে ভাবনায় মুখে এত বিষাদের চিহ্ন দেখা যাবে কেন? (অগ্রসর হইয়া সীতার চিবুক ধরিয়া) সখি!

ফুটেছে বিবাহ-ফুল, ভৃঙ্গরাজ সমাকুল;
পুলকে প্রমোদভরে, মধুপ্রার্থী হয়েছে।

তবে কেন প্রাণ সখি, ছল ছল দুটি আঁখি ;
বিষাদরাহুতে. কেন মুখচাঁদ ঘেরেছে ॥

মনোরমা। সখি! বিবাহের দিন নিকট হ'য়ে এল, এ সময় কি তোমার ওরূপভাবে থাকা ভাল দেখায় ? অযোধ্যায় দূত গিয়েছে, আজ কালের মধ্যেই অযোধ্যানাথ এসে উপস্থিত হবেন।

সীতা। প্রিয় সখি! আমার অদৃষ্টে ও সুখ নেই। কোশলরাজ কখনই আমার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ দিবেন না, তা সেই দিনই জান্‌তে পেরেছি।

চন্দ্রকলা। পাগল আর কি! তোমার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে রাজা পুত্রবধু করবেন, এত তাঁর ছেলের পূর্ব্বজন্মের অনেক তপস্যার ফল। তুমি বুঝি; তাই ভাবছ।

ইন্দুমতীর প্রবেশ।

ইন্দুমতী। ওলো মনোরমা! চন্দ্রকলা! তোদের জন্যে একটা সুখপর এনেছি, কি পুরস্কার দিবি বল দেখি ?

মনোরমা। ঐযে, রাজপুত্রটী ধনুক ভেঙ্গেছে ; ওঁরই ঠাকুরদাদার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো ? চন্দ্রকলা! বরের ঠাকুরদাদার নাম কি জানিস্ ?

চন্দ্রকলা। না!

মনোরমা।—অজরাজ।

চন্দ্রকলা। (ইন্দুমতির প্রতি) তা হ'লে ত ভালই হ'য়েছে লো! বুড়োকে বশ করবার জন্যে গোরোচনা, কুঙ্কুমের তেলক কেটে, রাত দুপুরে এলো-চুলে শেকড় মাকড় খুঁজে বেড়াতে হবেনা।

ইন্দুমতী। (সহাস্যে) আমার বরাত। এখন শোন! সখীর শ্বশুর এসেছেন, কাল বিয়ের দিন স্থির হ'য়েছে। পুরুত মশায় আজ বর ক'নেদের গায়ে হলুদ দিতে ব'ল্লেন! আর ভাই! সখীর বরের আর যে দুটি ভাই এসেছে, মাণ্ডবী ও শ্রুতি দিদির সঙ্গে যাদের বিয়ে হবে, তাদেরও ভাই! ঠিক রাম লক্ষ্মণের মত চেহারা।

মনোরমা। সত্যি, নাকি ?

ইন্দুমতী। আমি কি, তোদের সঙ্গে ঠাট্টা ক'র্‌ছি? এখন সখীকে নিয়ে যাই চল।

চন্দ্রকলা। (সীতাকে) ও সখি! আর কাঁদা কাটা কেন? দীর্ঘ নিশ্বাস রেখে, এখন ওঠ! কেমন! আমার কথাটা গুড় লত?

ইন্দুমতী। ওলো! দেখ, দেখ, বের কথা শুনে, সখির মুখে আর হাসি ধরেনা।

সীতা। (সলজ্জ স্মিতমুখে অবস্থান)

মনোরমা। (উপহাসে) তুই বলিস্ কি লো! সখি, আমাদের, মনের মত, প্রেমিকের সোহাগিনী হ'বেন, মনোসাধে প্রেমহার গলায় পরাবেন; এমন সুখে, আর, একটু মুখ খুলে হাস্‌বেন্ না? তোর চোক্ টাটাল না কি?

সীতাকে লইয়া সখীগণের প্রস্থান।
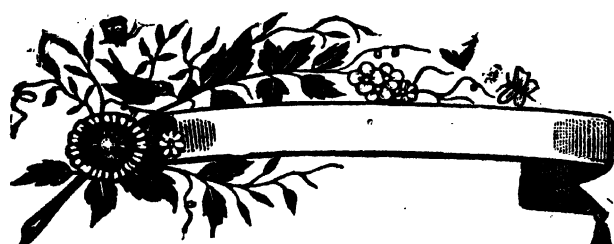
পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জনক প্রাসাদ,—পুষ্পময় কক্ষে, পুষ্পময় সিংহাসনে রামসীতা

শূন্যে দেবর্ষিগণের গীত।

ভুবনমোহিনী ভুবনমোহন বামে।
একাধারে প্রকৃতিপুরুষ ভূলোক গোলকধামে॥
নবীন নীরদে পতি সোহাগিনী,
যেন রে খেলিছে স্থিরা সৌদামিনী,
অথবা ভাসিছে সুবর্ণ নলিনী;
নীল জলধি জীবনে॥
ত্যজিয়া বিষয় কেতকী প্রসুনে,
মানস মধুপ যুগল-নলিনে,
মজরে সদা না দেবে বাঁধা,
আশাতৃষা দহনে:—
রামসীতা প্রেম সাগর,
মজরে প্রাণমীন সত্বর,
কুটিল কঠোর কাল ধীবর,
নারিবে বধিতে প্রাণে॥

রাম। (স্বগতঃ) উঃ! সংসারের মায়ার কি অপ্রতিহত প্রতাপ! মহামায়া-রূপিনী জানকীকেও যখন, এই মায়ায় মুগ্ধ হইতে হ'ল, তখন আর সামান্য নরনারীর অপরাধ কি? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! স্থির হও! পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হ'য়ে, আপনাকে সামান্য মানবী মনে ক'রেছ না কি?

সীতা। না, প্রাণেশ্বর! সকলই জানি। বিবাহের পূর্ব্বে আত্মবিস্মৃত ছিলাম বটে, কিন্তু, যে সময়, মহর্ষি শতানন্দ আপনার কোমল করপল্লব-খানি আমার করে সংযোগ করেন; সেই শুভক্ষণেই সকলি পূর্ব্ববৃত্তান্ত মানসপটে চিত্রিত হ'য়েছে।

রাম। তবে প্রিয়তমে! সামান্য রমণীর ন্যায়, পিতৃ, মাতৃ ও বয়স্যাগণের ভাবি বিরহে এত উতলা হ'চ্চো কেন?

সীতা। নাথ! সকলই জেনেও, মায়ায় এমন জড়িতা হ'য়েছি যে, কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌চি না। আহা! বিদায়ের দিন, যতই নিকটে অস্‌চে, ততই পিতামাতার স্নেহমাখা মুখ দুখানি, সখীগণের অকপট ভালবাসা, সকলি মনে প'ড়ে, প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। সংসার ভাব যে এত হৃদয় মর্ম্মচ্ছেদী, তা জান্‌লে, কখনই ব্রহ্মার প্রার্থনায় সম্মতা হতাম না। প্রিয়তম! আমাদের অযোধ্যা গমনের কবে দিনস্থির হ'ল?

রাম। হৃদয়েশ্বরি! এই রজনী প্রভাতেই কোশলযাত্রা ক'রতে হ'বে।

সীতা। নাথ! আমার ইচ্ছা হয় যে, আরও কিছুদিন এস্থানে থাকি। প্রাণবল্লভ! ব'ল্‌তেই কি, এই মিথিলার স্নেহে এমন মুগ্ধ হ'য়েছি যে, আর ইচ্ছা করে না, পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠে গমন করি। নাথ! আর একটি মনোসাধ আছে, সেটি আপনাকে পূর্ণ কর্‌তে হবে।

রাম। শক্তিরূপিণি! তোমার অপ্রতিম শক্তি প্রভাবেই, আমি বিপুল বিশ্বরচনায় সমর্থ হ'য়েছি। তুমি বিশ্বেশ্বরী। বিশ্বে তোমায় অদেয় কি আছে? কি আশা ক'রেছ বল? রামের নরদেহ দানেও যদি তোমার অভিলাষ পূর্ণ ক'র্‌তে হয়, রাম তাতেও প্রস্তুত আছে।

সীতা। ইচ্ছাময়! ইচ্ছা এই যে, এইরূপ নরনারী দেহে পৃথি[illegible] জন্য মনোসাধে বিহার করি। মানব-দেহে আপনার বিরহ[illegible]

যেন, সহ্য কর্‌তে না হয়। নাথ! দেবগণের সেই দারুণ প্রার্থনা যতই মনে প'ড়ছে, আপনার ভাবি বিরহ স্মরণ ক'রে, প্রাণ ততই অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছে।

রাম। ক্ষমা ক'রো, রাম অবতারে তোমার ও প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌তে পারব না। নতুবা অমৃতে আর কার অরুচি হ'য়ে থাকে বল? আমিও কি সাধ ক'রে, তোমার এই দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য ক'রব? তুমি কি, মনে কর, আমার তাতে কষ্ট হ'বে না? তবে কি ক'রব বল? আমার সৃষ্টি, আমি যদি না রাখি, তা হলে, সৃষ্ট পদার্থ অবিলম্বেই ধ্বংস হবে। ব্রহ্মা, মহেশ্বর, সুরপতি কাহারও সাধ্য নাই যে, সৃষ্টি রক্ষা করেন। দুর্জ্জয় রাবণের অত্যাচারে, জগতে হাহাকার ধ্বনী উঠেছে। এইরূপ কিছুদিন থাকৃলেই, অকালে প্রলয়ের উৎপত্তি হবে। পৃথিবীতে দুঃখভোগের জন্যই রামসীতা অবতার। অচিরেই আমাদের পার্থিব-বিরহ ভোগ ক'রতে হবে।

সীতা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়, যা ভাল হয় তাই ক'রবেন।

নেপথ্যে বিহঙ্গ কলরব।

রাম। একি! এরি মধ্যেই রজনী প্রভাতা হলেন নাকি? তাইত! দীর্ঘ বিরহের পর সমাগম। সুখের সময় যেন অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হ'য়ে গেল। মনআশা যেন, সকলই অপূর্ণ রইল।

(অদূরে সখীগণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া)

প্রিয়ে! তোমার বয়স্যাগণ আস্‌ছেন, স্ত্রীবুদ্ধিবশতঃ এ গূঢ় তত্ত্ব যেন ওঁদের কাছে প্রকাশ ক'রো না।

সখীগণের প্রবেশ।

ইন্দুমতী। মনোরমা! দেখ্ দেখ্! কেমন দুটিতে এক হ'য়ে ব'সে র'য়েছে এর মধ্যেই এত ভাব। আমি মনে ক'রেছিলুম বর কাল ব'লে বুঝি সখীর মনে ধর্‌লো না।

রাম। এটা আপনাদের নিতান্তই ভ্রম। প্রণয় কি, কখনও রূপের অপেক্ষায় থাকে?

চন্দ্রকলা। এক রাত্রেই তোমাদের এত প্রণয় হ'য়েছে? তবু ভাল।

রাম। যে শুভক্ষণে চারি চক্ষু একত্র ক'রে, শুভদৃষ্টি হ'য়েছে, সেই শুভ-সময়েই, অপার্থিব প্রণয় মধু, উভয়ের হৃদয়পদ্মে সঞ্চিত হ'য়েছে। দুটি প্রাণও মিলে, একটি হ'য়ে গেছে।

মনোরমা। ভাই! মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি, উভয়ে এই সুধামাখা প্রেমসূত্রে বদ্ধ হয়ে, সুখে সংসার ভোগ কর। কোন কালে যেন এ প্রণয়ে বিচ্ছেদ না ঘটে।

চন্দ্রকলা। যা হোক্ ভাই! এমন সুন্দরী স্বর্ণলতা সখীর কিন্তু এত কাল বর, ভাল দেখায় না।

রাম। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হয়, আর আপনাদের সুন্দরী সখীর সহবাসে, আমার এই কালরংটি মিলুয়ে, সুন্দর হবে না?

ইন্দুমতী। তাই বুঝি, তুমি মনে ক'রেছ! তমালে যদি মাধবীলতা জড়ায়, তা হ'লে কি সে সহকার হয়?

মনোরমা। বলি চন্দ্রকলা! তুই কানা হ'য়েছিস্ নাকি? এমন পূর্ণিমার চাঁদ, তোদের পোড়া চোকের কাছে, কাল হল? সখী আমাদের পূর্ব্বজন্মে, কত শিব্‌পূজো ক'রেছিল, তাই, এমন নারায়ণের মত স্বামী পেয়েছে। চোক থাকেত, চেয়ে দেখ্‌ দেখি? কাল রূপে, এই আঁধার ঘর, আজ কেমন আলো ক'রেছে।

চন্দ্রকলা। মনোরমা! আচ্ছা ভাই! দুটিতে কেমন মানিয়েছে বল্ দেখি।

মনোরমা। যেন জলধর কোলে, চমকি বিজলী খেলে,
সহকারে সুবর্ণ লতিকা॥
কিম্বা শারদ আকাশে, ভাসিছে সোহাগে হেসে,
সুধাময়ী বিমল চন্দ্রিকা॥

(রাম সীতার হস্তে হস্ত সম্বদ্ধ করিয়া) দেখো ভাই! আমাদের আদ-রিনী সখীকে কখনও অযত্ন ক'রো না।

রাম। দৈবলব্ধ হৃদয়ভূষণ মন্দার হারের, আর কোন্ মূর্খ, অযত্ন ক'রে থাকে।

চন্দ্রকলা। ওই যা, ভাই! মালিনী দিদি, বরের জন্যে, একছড়া মালতীর মালা দিয়ে গেছ্‌লো, সেটা আন্‌তে ভুলে গেছি। তোরা ব'স্‌! এখনি আন্‌ছি।

গমন ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগমন।

ভাই! মনের সাধ মিট্‌লো না, মহারাজ আর পুরোহিত মশাই বরক'নেকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে আস্‌চেন।

ইন্দুমতী। এঁরা, আজই অযোধ্যায় যাবেন না কি?

চন্দ্রকলা। পুরোহিত মশাই ত, এই কথাই বল্লেন।

সীতা। (রোদন)

মনোরমা। (সীতাকে) একি ভাই! এমন সময় কাঁদ্‌তে আছে? মনের মত স্বামী পেয়েছ, সুখে সচ্ছন্দে ঘরঘরকন্না কর গে। (সরোদনে) কিন্তু সখি! দেখ', আমাদের যেন ভুলো না। (মুখে বস্ত্রাবরণ)

ইন্দুমতী। একি মনোরমা! এই তুই সখীকে প্রবোধ দিচ্চিস্‌, আবার তুইও যে, কাঁদতে লাগ্‌লি? (সরোদনে) সখী রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে ভুলে যান যাবেন, আমরা ত ওঁকে ভুল্‌তে পারব না। (মুখে বস্ত্রাবরণ)

রাম। (সহাস্যে) একি! আপনারা সকলেই যে, কাঁদতে আরম্ভ ক'রলেন? আমার আনন্দ দেখে, মনকে প্রবোধ দিন।

ইন্দুমতী। (সরোদনে) ভাই! তোমার আনন্দই যে, দুঃখের কারণ। মনকে কি ব'লে প্রবোধ দিব। যার সঙ্গে জন্মাবধি একত্র ছিলাম, আজ তার বিরহে, শূন্য মন প্রবোধ মান্‌বে কেন?

চন্দ্রকলা। (সরোদনে) ইন্দু! চুপ্‌ কর্‌। মহারাজ আসছেন।

জনক ও শতানন্দের প্রবেশ।

জনক। (সখেদে) হাঃ হৃদয়! আজ তোমাকে পাষাণ হ'তে হবে! বিশ্বাসঘাতিনী রসনা যখন, "যাও, মা! আমার গৃহবাস ব্রত উদ্‌যাপন হ'য়েছে, এখন রঘুকুলের গৃহলক্ষ্মী হও গে", এই নিদারুণ বাণী প্রাণাধিকা সীতার প্রতি প্রয়োগ ক'রবে, দেখ, তখন যেন বিদীর্ণ হ'য়োনা। হায়! কাল আনন্দনদীর আশা-হিল্লোলে প্রফুল্ল মনে,

ভেসে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আজ যে, এমন হৃদয় শোষক শোকাবর্ত্তে পতিত হ'তে হ'বে, তা তখন কিচ্ছুমাত্র জান্‌তে পারি নাই। যার মুখ দেখলে, আমার সকল দুঃখ দূর হ'ত, যার স্নেহমাখা বদনচন্দ্রমাখানি, পুনঃ পুনঃ সন্দর্শনেও নেত্রচকোর অবিতৃপ্ত ভাব প্রকাশ ক'রত; আজ সেই স্নেহ প্রতিমা জানকীকে নিতান্ত নির্দ্দয় হ'য়ে, বিসর্জ্জন ক'রতে হবে। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওহো! মানবের কন্যা সন্তান হওয়া কি পাপের ভোগ!

শতানন্দ। মহারাজ! মঙ্গল কার্য্যের সময় চক্ষের জল ফেলবেন না। শোকাবেগ সম্বরণ ক'রে, বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন্।

জনক। (রামকে) বৎস! এমন কোনও আশীর্ব্বচন দেখ্‌ছি না, যে, যদ্দ্বারা আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। পুরুষের যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন, সে সকল গুলিরই তুমি অধিকারী। তুমি পুরুষরত্ন। তথাপি আশীর্ব্বাদ করি, যেন মনোগত সমস্ত পৌরুষগুণ গুলিই ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে। (রামের মস্তকে দূর্ব্বাধান প্রদান ও রামের প্রণাম, পরে সীতাকে) মা! তুমি আমার লক্ষ্মীরূপিনী, তোমাকে আর অন্য কি আশির্ব্বাদ ক'রব, সাবিত্রীমতি হ'য়ে, সুখে সচ্ছন্দে স্বামীর সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর। (সীতার মস্তকে দূর্ব্বাধান প্রদান ও সীতার প্রণাম) মা! সর্ব্বদা স্বামীর বশীভূতা হবে, স্বামীর সুখে সুখ, স্বামীর দুঃখে দুঃখ অনুভব ক'রবে। (সীতার ক্রন্দন দেখিয়া) কেঁদনা মা! কেঁদনা! তোমার কান্না দেখ্‌লে, আমি আর স্থির থাকতে পার্‌ব না। (চক্ষু মুছাইয়া রাম সীতার হস্তে হস্তে সংযোগ করিয়া) বৎস রাম! বহুপুণ্যে প্রাপ্ত এই রত্নটিকে আমি তোমায় সম্প্রদান ক'রলাম। দেখ বাপ! দরিদ্রদত্ত ব'লে, অযত্নে এধনের অনাদর করোনা। (হস্ত ছাড়িয়া, সখেদে) হাঃ আজ হ'তে প্রাণাধিকা সীতা আমার পর হ'ল, আজ আমার উজ্জ্বল প্রাসাদ আঁধার হ'য়ে যাবে। আলোকময়ী মিথিলা নগরীর আনন্দ প্রদীপ ক্ষণকাল পরেই নির্ব্বাণ হবে। আমিও ভগ্নহৃদয়ে আঁধার গৃহে ব'সে, জলবিম্বপ্রায় সংসার সুখের অস্থায়িত্ব অনুভব ক'রব! (ক্রন্দন)

বিশ্বামিত্র ও দশরথের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। একি মহারাজ! করেন কি? আপনার অশ্রুপাতে নবদম্পতীর ভাবি মঙ্গলের পথ যে প্লাবিত হ'বে!

জনক। (বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া, দশরথের প্রতি) রাজন্! আজ হ'তে, আমার বংশোজ্জ্বল হ'ল। জগৎ ভাসিত সূর্য্যের ন্যায়, সূর্য্য বংশের সহিত দেবগণও কুটুম্ব সূত্রে বদ্ধ হ'তে ইচ্ছা করেন। আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলে, এমন দেব প্রার্থিত পবিত্র উৎসবময়-সূত্রে আপনাতে আমাতে হৃদয়ে হৃদয়ে সম্বদ্ধ হ'লাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন প্রণয়কুস্কুম পরিলিপ্ত এই অপার্থিব সূত্রটি মনোমালিন্য কীটে ছিন্ন না করে। আহা! আমার কি সৌভাগ্য, সম্বরবিজেতা সূর্য্যকুলসবিতা মহারাজ দশরথ, আজ হ'তে আমার বৈবাহিক হ'লেন।

দশরথ। ভাই! এবাক্যটির উভয়তই সমান প্রয়োগ হয়। আমারও সৌভাগ্য ব'লতে হবে যে, চন্দ্রকুলভূষণ রাজর্ষি জনক, দয়া ক'রে আমায় বৈবাহিক বিশেষণে বিভূষিত করলেন।

বিশ্বামিত্র। (সহাস্যে) যা হোক, মহারাজ! আপনারাত দুই বৈবাহিকে আনন্দে মগ্ন হ'য়েছেন, এখন ঘটকের বিদায় দেবে কে?

দশরথ। সসাগরা বসুন্ধরা দান ক'রলেও, এই অঘটন ঘটকের বিদায়ের সমতুল্য হয় কি না সন্দেহ।

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ) ভুলালে জীবন, ভুলালে নয়ন
যুগল মিলন, দেখায়ে হরি।
পুরালে বাসনা, ভুবন মোহন
গুরু বিশেষণে, ভূষিত করি॥
শেষ নিবেদন করিহে জ্ঞাপন
শমন দমন দূরীত হারী।
সদত যেন হে হৃদি পদ্মাসন
বিভূষিত থাকে ওরূপ ধরি॥

সতৃষ্ণ নয়নে রামসীতা মূর্ত্তি অবলোকন করিতে করিতে!

করজোড়ে গীত।

দয়া কর রঘুবর! দীন জনে।
প্রাণ মন মোহন পাহি শরণাগত,
মানস পদ্মং অবিরাম গুণধাম,
ধরে যেন রামে রমা সনে॥
মরি কিবা শোভা যুগল বিভা মনোলোভা'রে
সৌদামিনী ঘন ঘন হাসে যেন নবঘনে॥
বেদ বেদান্তং স্মৃতি ন্যায় সাংখ্যং শ্রুতি তন্ত্রং
আদি মন্ত্রং গায় রামগুণং গান সাম গান্,
দেয় তান ধর করে শঙ্খং চক্রং পদ্মং সাঙ্গং
ধরা কর বারেবার সৃজনং পালনং বিলয়ং হে॥

শতানন্দ। মহারাজ! এক্ষণে বরকন্যাকে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে প্রণাম ক'রতে ল'য়ে যাওয়া যাক চলুন। এই পাঁচদণ্ডের মধ্যেই যাত্রা ক'রতে হবে।

জনক। যে আজ্ঞা। মনোরমা! তোরা রামসীতাকে লয়ে আয়।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজপথ।

দশরথ, বশিষ্ঠ, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

দশরথ। গুরুদেব! প্রাবৃট কালে, যেমন কাদম্বিনী দল, দলে দলে এসে দিবাকরের ভাস্বর মূর্ত্তি আচ্ছাদিত করে; তদ্রূপ প্রবল ঝটিকা বেগে রজোরাশি উত্থিত হ'য়ে সহসা সূর্য্যবিম্ব আচ্ছাদন ক'রে ফেল্লে। এই সামান্য ক্ষণের মধ্যে আলোকময়ী ধরণী যেন সহসা তমোময়ী হয়ে উঠল। এ অনিমিত্ত উদয়ের কারণ কি? ঐ দেখুন উন্নত মহীরুহগণের ছিন্ন শাখা প্রশাখা বায়ুবলে ঘূর্ণিত হয়ে ক্ষিতিতলে পতিত হচ্ছে। বিহঙ্গগণ কুলায় পরিত্যাগ ক'রে বিকৃত স্বরে প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন কচ্ছে। (চকিত ভাবে) ওকি! রজোরাশির মধ্যে এক অপূর্ব্ব তেজোরাশির উদ্ভব হ'লো যে! ঐ না তেজোরাশির মধ্য হতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আকৃতির আবির্ভাব হচ্ছে? তাই ত কি ভীষণ মূর্ত্তি, রোষ কষায়িত নেত্রযুগল মধ্যে ঘোরতর তারকাদ্বয় যুগান্ত সূর্য্যের ন্যায় বিঘূর্ণিত। বাম হস্তে হিরন্ময় শরাসন, দক্ষিণ হস্তে সুশানিত কুঠার! দণ্ড বিঘট্টিত কালভুজঙ্গের ন্যায় ক্রমশই যে আমাদের সম্মুখীন হতে লাগল! কি ভীষণ দৃশ্য! গুরো! কালান্তক প্রতিম ঐ বীরবর কে?

বশিষ্ঠ। মহারাজ! উনি যে ক্ষত্রিয় কুলান্তক জামদাগ্ন্য ভৃগুরাম। উনি ত্রিসপ্ত বার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছেন। জনক রাজকে শঙ্কর শরাসন উনিই দান করেছিলেন। বোধ হয় রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হয়ে আগমন করছেন। ভয় নাই পরিণামে মঙ্গল হবে।

দশরথ। (সখেদে) হাঃ সর্ব্বনাশ! ভীষণ তরঙ্গ সমাকুল মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে তরণী শেষে উপকূলে এসে মগ্ন হ'ল। গুরুদেব! আর ত নিস্তার

নাই। শ্যেন পক্ষী যেমন দুর্ব্বল পারাবতকে অনায়াসে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলে, সেইরূপ নিষ্ঠুর ভার্গবের ক্ষত্রিয়শোণিত লোলুপ তীক্ষ্ণধার কুঠার আঘাতে, সপুত্র এখনি শীর্ণ বিশীর্ণ হ'য়ে ধরাতলে পতিত হব'। সুমন্ত্র চালিত রথে বধুগণের সহিত অগ্রগত ভরত শত্রুঘ্ন, বোধ হয়, পরশুরামের পরশুধারে অগ্রেই প্রাণ বিসর্জ্জন করেছে। অহো! ঐ দুর্দ্দান্ত ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর হৃদয়ে দয়া মায়ার লেশমাত্রও নাই। দীনবন্ধু! রক্ষাকর। সূর্য্য-বংশ একেবারেই নির্ব্বংশ ক'রোনা। হরি! দয়াময়! আমার এই বৃদ্ধ বয়স, পুত্রগণ নিতান্ত বালক, প্রতিপক্ষও ক্ষত্রিয়বিজেতা বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এসময় তুমি ভিন্ন আর উপায় নাই। দেব! দয়াক'রে বিপদসাগর পার করে দাও।

বেগে ভার্গবের প্রবেশ।

ভার্গব। তিষ্ঠ! তিষ্ঠ মদগর্ব্বী দশরথ সুত!
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি বেড়েছে গৌরব?
গরব করিব চূর্ণ পরশু প্রহারে।
হাঁরে মূর্খ! এত অহঙ্কার! ক্ষত্রজেতা
ভার্গবের সমকক্ষ সাধে, অন্তরে কি,
হ'লোনারে ভয়ের সঞ্চার? মম নামে
নিজ নাম বলাস জগতে! তাও যাক।
বড় ব্যথা দিলি প্রাণে। জনক নন্দিনী
মানস শশাঙ্ক সখী ফুল্লকুমুদিনী,
যাঁরে বরিয়াছি পূর্ব্বে মনে মনে, যাঁরে
কণ্ঠহার করি হইব সংসারী, ছিল
মনে বড় সাধ, ঘুচালি সে সাধ তুই।
মনোরাজ্য রাজেশ্বরী, প্রণয় প্রতিমা,
হৃদি-সিংহাসনে যারে, বসায়ে সদত
পুজিতাম প্রেমফুলদলে-হেরিতাম

প্রাণ ভরে সদা সেই মোহিনী মূরতি
হৃদয় আঁধার করি, হরিলি সেধনে।
(ক্ষণস্তব্ধ)
এত দর্প তোর দাশরথি! রেখেছিনু
থুয়ে, জনক মন্দিরে কীট জর্জ্জরিত
ধনু, ছিল মনে আশা, করিবেনা কেহ
মোর মর্য্যাদা লঙ্ঘন, সাক্ষী তার আছে
রাজকুল; খগরাজ নাম শুনি, যথা
ফণি গণে লুকায় বিবর মাঝে, নম্র
করি ফনা, সেইরূপ রাজন্য মণ্ডল,
আসি মিথিলায়, শুনি মম শরাসন,
বৈদেহীর ছাড়ি আশা, পলায়েছে সবে!
(তুই) নির্বীর্য্য বালক হ'য়ে, কি সাহসে মূঢ়!
ভাঙ্গিলি কোদণ্ড মম খণ্ড খণ্ড করি।
অকলঙ্ক কীর্ত্তি-শশী মোর, ডুবাইল,
অযশ সাগরে। এর প্রতিশোধ লব
তোর প্রাণ, লুপ্ত কীর্ত্তি করিব উদ্ধার।
অর্জ্জুন বিজেতা ক্ষত্রকুল ধুমকেতু (আমি)
অন্তক রসনা মম হস্তের ভূষণ।

দশরথ। ভগবন! ক্রোধ সম্বরণ করুন। আপনার ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হ'লে ত্রিজগৎ দগ্ধ হয়। আমরা ত তৃণতুল্য মানব; অল্প উত্তাপেই ভস্ম হ'য়ে উড়ে যাব। প্রভো! দয়া করে আমার শিশুপুত্র দুটিকে অভয় প্রদান করুন। রাম আমার বালকবুদ্ধি বশতঃ অন্যায় কার্য্য ক'রেছে, অনুনয় করি, অপরাধ গ্রহণ করবেন না। দ্বিজরাজ! আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে, অস্ত্র ত্যাগ করেছেন, মহর্ষি কশ্যপকে সমগ্র বিজিত পৃথিবী প্রদান পূর্ব্বক, পুণ্যভূমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যায় নিযুক্ত হ'য়েছেন। হাঃ ভূদেব! এখন কি কেবল আমারই সর্ব্বনাশের জন্য, পরিত্যক্ত কুঠার পুনর্ব্বার গ্রহণ ক'রে কালান্তক

বেশে উপস্থিত হ'লেন। ক্ষমা করুণ! ক্ষমা করুণ! প্রসাদ ভিক্ষা দিন! (পদ ধারণে উদ্যত)

ভার্গব! (তাচ্ছল্য পূর্ব্বক)

ক্ষান্ত হ'রে জরাজীর্ণ প্রাচীন মানব।
ক্ষমিব না অপরাধ, পুত্র তোর ঘোর
অপরাধী : উন্মত্ত গজেন্দ্র যথা দলে
বেণুবন, সেইরূপ দলিবরে বলে.
বংশারণ্য তোর। করিব না দয়া, পুনঃ
নিঃক্ষত্রা পৃথিবী করি জুড়াইব জ্বালা।

লক্ষ্মণ (তাচ্ছল্য পূর্ব্বক)

সহেনা শ্রবণে ছার পৌরুষ কাহিনী।
যবে তুমি নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলে ধরা,
সেই কালে, ছিল না উদিত রামচন্দ্র
প্রভাকর। তাই অন্ধকার পেয়ে মনো
সাধে, পেচকের প্রায় হীনবল ক্ষত্রে
কীট করেছ সংহার। এ নয় সে কাল!
দিবাকর করে এবে আলোকিত মহী,
খাটিবে না পরাক্রম আর! যাও চলি,
হিমাচল ; তমোময় গহ্বরে তাহার,
উর্দ্ধ পদ, হেঁট মুখ হ'য়ে, চিন্তা কর
গিয়ে বিরলে বসিয়ে, মনে মনে পূর্ব্ব
বীরত্ব আপন। নিয়তি নিয়মে যবে,
রাম প্রভাকর, হইবেন অস্তগামী,
সে সময়ে পুনঃ বহির্গত হয়ে, তুচ্ছ
পরাক্রম প্রকাশিও মেদিনী মণ্ডলে।
তা না হ'লে, সৌরকরে নেত্র ঝলসিবে।
(পরিক্রমণ)
না না! ছাড়িব না। স্বকুল নির্ম্মূল কারী

পরম অরাতি, ব্রহ্ম দস্যু, ক্ষত্রঘাতী
পেয়েছি করেতে, ছাড়িলে কলঙ্ক হবে !
ঘুষিবে জগতে সবে কাপুরুষ রবে।
হে ব্রাহ্মণ !
কঠোর কলুষ বাণী করি উচ্চারণ
অপমান করিলে পিতার, কটু ভাষে
পীড়িলে আর্য্যেরে। বিপ্র বলি এত তেজ ?
অথবা ব্রাহ্মণ নও তুমি ! জাতি ভ্রষ্ট
মহা দুরাচার। বিপ্র হ'য়ে ক্ষত্র বৃত্তি
করেছ ধারণ। সমতুল্য তুমি মোর,
"অন্তক রসনা মোর হস্তের ভূষণ"
বলিলে গৌরব ভরে, হের তীক্ষ্ণ অসি,
"অন্তক রসনা" কাটি করি খান খান।
(সজোরে ভার্গবের কুঠারে তরবারি প্রহার)

রাম। (লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া) একি লক্ষ্মণ! কর কি! নির্ব্বোধ! জাননা, পরম আততায়ী হলেও যে ব্রাহ্মণ অবধ্য। ব্রাহ্মণ যে পরম গুরু। ব্রাহ্মণের দুর্দ্দম আশীর্ব্বাদ দণ্ডের সাহায্যেই যে ক্ষত্রিয়গণ অনায়াসে পৃথিবী শাসনে সমর্থ হ'য়েছে। ব্রহ্মতেজ রক্ষিত বলেই যে, রাজগণ আদিত্য তেজকেও লক্ষ্য করে না। দুর্ব্বল ব্রাহ্মণগণকে শত্রুক্ষত হ'তে রক্ষা করে ব'লেই যে রাজন্যগণ, ত্রিভুবনে ক্ষত্রনামে অভিহিত। হা অবোধ! তুমি অনায়াসে সেই পরম পূজনীয় ব্রাহ্মণের প্রাণ বধে উদ্যত হ'লে ? ছি. ছি! ভাই! এরূপ দুষ্কার্য্যের কথা কখন মনেও ক'র না। তাহ'লেও পাপের সঞ্চার হবে। (জনান্তিকে লক্ষ্মণের প্রতি) অনন্তদেব! ভাই! মনুষ্যদেহ ধারণ করে, আত্মহারা হ'য়ে গেলে নাকি ? তবে আর জ্ঞানান্ধ মানবগণকে কি ক'রে শিক্ষা দেবে ? ভাই! জাননা কি ? ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা জগতে বাড়াবার জন্যই, আমি ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণ ভৃগুর পদচিহ্ন বক্ষভাণ্ডারে, অক্ষয় রত্ন ক'রে রেখেছি। ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিই, আমার সাকার মূর্ত্তি, যে মূর্খ, মোহান্ধ হ'য়ে,

এমন নররূপী পরব্রহ্ম ব্রাহ্মণের অপমান করে, আমি তার পরম শত্রু। ধর্ম্মরাজ, সেই অধার্ম্মিকের জন্য, কুম্ভিপাকাদি ভয়ঙ্কর নরক নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন। তুমি, পিতা এবং গুরুকে ল'য়ে ভরত শত্রুঘ্নের অনুসরণ কর, আমি, এই ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণকে অনুনয়ে শান্ত ক'রে এখনি তোমাদের অনুগমন করছি। (দশরথকে) পিতঃ! আমাদের বিলম্ব দেখে, ভরত শত্রুঘ্ন চিন্তিত হ'তে পারে, অতএব আপনারা অগ্রগত হ'য়ে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হউন। আমি ইঁহাকে সমুচিত সম্মানের সহিত, সান্ত্বনা ক'রে, এখনই আপনাদের অনুগমন ক'রব। আমার জন্য চিন্তা করবেন না।

দশরথ। রাম রে! বলিস কি? কোন্ প্রাণে তোরে এই বিকরাল মৃগেন্দ্র বদনে বিক্ষেপ ক'রে, সচ্ছন্দ মনে অগ্রসর হব। না—বাপ! তা পার্‌ব না। অগ্রে আমি এই দ্বিজবরের প্রজ্বলিত কুঠার-অনলে জীবন আহুতি দিই, তারপর তোদের যা ইচ্ছা, তাই করিস্।

রাম। (বশিষ্ঠ প্রতি ইঙ্গিতে মনোভাব জ্ঞাপন।)

বশিষ্ঠ। মহারাজ! ভয় নাই। নবজলধরের সুশীতল বচণামৃত সেচনে, প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, নির্ব্বাণে উপক্রান্ত হ'য়েছে। আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, ক্ষণকাল পরেই বৈশ্বানরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হ'বে। চিন্তা দূর কর। চল, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র ও বধুমাতাগণের উৎকণ্ঠা দূর করিগে! এস, লক্ষ্মণ!

শ্রীরাম মায়া জড়িত মন্ত্রমুগ্ধবৎ দশরথ, লক্ষ্মণ ও বশিষ্ঠের প্রস্থান।

রাম। (ভার্গবকে) ভূদেব! অবোধ লক্ষ্মণের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন! আমারও ধনুর্ভঙ্গরূপ অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা ক'রতে হবে। আপনার ক্রোধ-দাবানল প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে, অর্জ্জুনের নিবিড় ভুজবন দগ্ধ পূর্ব্বক তার প্রাণপক্ষীকে ভস্মসাৎ ক'রেছে, ক্ষুদ্র-তরু রাম কি সে প্রচণ্ড অগ্নির লক্ষ্যস্থান? কি কার্য্যে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় তা আদেশ করুণ, আমি তাহা পালন করে পাপমুক্ত হই।

ভার্গব। (স্বগতঃ) মুগ্ধ হলাম! মধুর বচনে, মনপ্রাণ গ'লে গেল! কর্কশ-কণ্ঠ বায়সের কণ্ঠনাল ভেদ ক'রে, সুধামাখা পিকরব উচ্চারণ কি সম্ভব? রজোময় ক্ষত্র-হৃদি-বর্ত্ম, সত্ত্বশশিকান্ত-পরাগে আবৃত হ'লো নাকি? আশ্চর্য্য নয়! তমোকীট দষ্ট দৈত্যবংশে ধর্ম্মজগৎ প্রভাসী হরি-পরায়ণ মহাত্মা প্রহ্লাদ-রত্নেরও উদ্ভব হ'য়েছিল! যাই হোক, মধুর স্বভাবে, মুগ্ধ হ'য়ে, স্বার্থত্যাগ করা হবে না। (প্রকাশ্যে) রাঘব! তোমার বিনয় নম্র ভাব দর্শনে, পরম পরিতুষ্ট হ'য়েছি; এক্ষণে যদি এই বৈষ্ণব শরাসনে জ্যা রোপন ক'রে, মৎপ্রদত্ত এই বাণ বিক্ষেপে সমর্থ হও, তা হ'লে, তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক, সখা ব'লে, সাদরে তোমায় আলিঙ্গন দান ক'রব। কিন্তু যদি অক্ষম হও, তা হ'লে আমার এই সুদর্শন সন্নিভ প্রদীপ্ত কুঠার তোমাকে সবংশে নির্ব্বংশ ক'রবে। এই লও, বিলুপ্ত ক্ষত্রকীর্ত্তি উদ্ধার কর। (রামকে শঙ্কর শরাসন দান)

রাম। (শরাসন গ্রহণ করিয়া) বেদবাক্যের ন্যায় ব্রাহ্মণবাক্যও অব্যর্থ। (ধনুকে জ্যারোপণ ও শর যোজনা পূর্ব্বক সদর্পে) জামদগ্ন্য! আপনি ব্রাহ্মণ! আপনি আমার পরম পূজ্য, আপনার ঐ পূজনীয় পদ দুখানি ভেদ করাই আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু তা হ'লেও, কোমল ব্রহ্ম অঙ্গে, বেদনা দেওয়া হয়। এখন বলুন, এই শরে, আপনার তপসঞ্চিত পুণ্যরাশি, অথবা সর্ব্বত্র ভ্রমণশক্তি, এই উভয়ের কোন্‌টি বিনষ্ট ক'র্‌ব? এই ধনুর্য্যোজিত রাম সায়ক অব্যর্থ।

ভার্গব। (স্বগতঃ বিস্মিত ভাবে)

কি আশ্চার্য্য! এত তেজ ক্ষত্র শিশু ভূজে?
বিষ্ণুতেজে বিনির্ম্মিত মম শরাসনে,
অম্লান বদনে, করিল্ শর সন্ধান?
গজেন্দ্রের শুণ্ডদণ্ড করি আকর্ষণ,
সবলে ভূতলে ফেলে, শৃগাল নন্দন?

(সকম্পে) বিপর্য্যস্ত হ'ল এবে, বিধাতৃ সৃজন! (ক্ষণস্তব্ধ)
এ কি!

কম্পমান উরুদেশ, স্পন্দিছে নয়ন,
দুরু দুরু করে হৃদি, অবশ শরীর,
শিথিল ইন্দ্রিয়চয়, বালকে হেরিয়া,
নির্ভীক হৃদয়ে হোল, ভয়ের সঞ্চার। (ক্ষণস্তব্ধ)
(সচকিতে) একি ! অমঙ্গল দৃশ্য, করি দরশন,
সূর্য্য অভিমুখী হয়ে, উল্কামুখীচয়,
করিছে আরাব সবে, বিভীষণ রবে।
ডাকিছে উলুক, বসি সহকার শাখে !
গর্জিছে কর্কশভাষী বায়স নিচয় !
অনন্ত আকাশ মাঝে, গ্রহগণ আসি,
মিলেছে একত্র সবে। করিছে বিবাদ,
নিবিড় জলদদল, রক্তবৃষ্টি করে,
খরস্পর্শ বয় সমীরণ। চন্দ্র, সূর্য্য,
ঘুরিতেছে শূন্যপথে। অ-হ-হ ! বধির
হইলে কর্ণ, অশনি নির্ঘোষে। ধাঁধিল
নয়ন ক্ষণপ্রভা-প্রভাজালে ! সরবে
বহিছে প্রলয় বায়ু অবনী উড়াতে ! (স্তব্ধ)
(সচকিতে) একি ! একি ! একি ! হোল !
প্রভাকর প্রভাজাল প্রদীপের আভা,
মিলে যথা নিষ্প্রভ হইয়া, সেইরূপ,
মোর তেজোরাশিচয়, মলিন বিভায়,
তেজস্বি রাঘব তেজে ; হইল বিলীন !
কুঠার ধারণে বাহু সামর্থ্য বিহীন।
(হস্ত হইতে কুঠার পতন)
(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি পূর্ব্বক) আবার জলদ আসি, ছাইল গগন,
তমোজালে আঁধারিল ধরা ; দৃষ্টি
নাহি চলে আর, আঁধার আঁধার সব।
ওকি ! তমঃ পুঞ্জমাঝে, অপরূপ হেরি,

জ্বলিছে অনলরাশি, শত সূর্য্য সম,
মাঝে তার হৈম-পদ্মাসনে, হিরণ্ময়
পুরুষ সুন্দর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,
করে ; সুপ্রসন্ন বদন কমলে, স্মিত
সৌদামিনী ছটা, শ্রবণে কুণ্ডলে ঝলে,
কর্ণচুম্বি বিশাল লোচন, নীলাম্বরে,
শোভে যেন, শুধাংশু তপন। গলে দোলে,
বনমালা, মরি, মরি, তারকা নিকর,
ঘেরা তারাপতি যেন। শ্রীবৎস লাঞ্ছিত
হৃদে, মণিময় হারে, জ্বলিছে কৌস্তভ
মণি। যেন হিমাদ্রি কনক-শৃঙ্গে, শোভে
দিনমণি। পদে বাজে সুবর্ণ নূপুর,
মত্ত ভৃঙ্গ খেলে যেন, প্রফুল্ল কমলে।

(রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সাশ্চর্য্যে)

একি ! বিশ্বরূপ প্রবেশিল, রামরূপে !
একি ইন্দ্রজাল ! আবার আবার হেরি,
আরো চমৎকার, মীন, কূর্ম্ম, বরাহ,
বামন, নৃসিংহ দেহ নরদেহ মাঝে !

(সভয় চিন্তা) দর্পণে গঠিত বুঝি, রামের আকার,
নতুবা, ব্রহ্মাণ্ড বিম্ব কোথাহ'তে এল !
শত শত মহেশ্বর, বিরিঞ্চি, বাসব,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, সপ্তর্ষি—মণ্ডল,
নাগ, নর, যক্ষ, রক্ষ, সাগর, ভূধর,
সকলেই সুপ্রকাশ, রামের শরীরে,
সুনীল বারিধিগর্ভে, স্বর্ণ-বিম্ব প্রায়।

(বিহ্বলভাবে রামমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবস্থান)

রাম। (সহাস্যে) কি চিন্তায় ভৃগুরাজ! হ'য়েছ মগন!
কোথায় নিক্ষেপি বাণ, বল ত্বরা করি।

চিন্তাতুর পিতা মোর বিলম্ব দেখিয়া,
এখনি আসিবে ফিরি ভ্রাতৃগণ সহ।

ভার্গব। (সভয়ে) দশরথ সুতবেশে হ'য়ে সমাগত
কে তুমি, জীবন মোর নাশিতে উদ্যত? (ক্ষণস্তব্ধ)

(পুনঃ সচকিতে উর্দ্ধে ভ্রম দৃষ্টি পূর্ব্বক)

কেন হেন বিভীষণ করি দরশন.
অনন্তে অনন্ত দলে, নব কাদম্বিনী কোলে.
কে ঐ বালক বৃন্দ রাঘবের প্রায়.
ক্রোধোন্মত্ত হুহুঙ্কারে ধরণী কাঁপায়?
একি দৃশ্য হৃদয় শোষক!
নামিয়া অবনী মাঝে, ঘিরি মোরে সবে সাজে;
আজানুলম্বিত ভুজে ধরিধনুর্ব্বান
সরোষে আমারে করে বিশিখ সন্ধান!!

(অতি উদ্ভ্রান্ত ভাবে)

ওহো হো! গেল প্রাণ! গেল প্রাণ!
হৃদয়েতে রাম, মস্তকেতে রাম,
প্রতি লোমকূপে দূর্ব্বাদলশ্যাম,
কে আছ কোথায়, কর পরিত্রাণ।

(বেগে পলায়নে উদ্যত পতন ও মূর্চ্ছা)

রাম। (সহাস্যে) মম অংশে অবতীর্ণ ভার্গব সুধীর,
অবিদ্যা প্রভাবে মুগ্ধ হ'য়ে দ্বিজবর;
সকলি যথার্থ তত্ত্ব হ'য়েছ বিস্মৃত।

(ভার্গবের গায়ে হস্ত দিয়া)

ভৃগুকুলমানি! ত্যজহে ধরনী;
শাস্ত্রজ্ঞ সুধীর, বিজ্ঞান আধার;
প্রবোধ নয়ন, করি উন্মীলন;
কে তুমি, কে আমি দেখ একবার।

ভার্গব। (অর্দ্ধোত্থান পূর্ব্বক অর্দ্ধ বিজড়িত স্বরে) কে—তুমি! কে—আমি! (ক্ষণ কাল রামমুখ দর্শন পূর্ব্বক সত্বর উঠিয়া) ওহো চিনেছি! চিনেছি! বিশ্বরূপ! এতক্ষণে তোমার স্বরূপ অবগত হ'লাম। মায়াময়! মায়াজালে কি এতই আবদ্ধ ক'র্ত্তে হয়? দর্পহারি! দুরন্ত ভার্গবের দর্প চূর্ণ করবার জন্যই যে, গোলোকধাম আঁধার ক'রে, ধরাধাম উজ্জল ক'রেছ, শুধু তাই নয়; দুর্ব্বল সাধক হৃদয় তোমার অনন্ত রূপ ধারণ ক'রতে পারবে না বলেই তোমার এই প্রেমময় রামরূপ ধরা। যাঁহারা পরধনে, পরদারে লোভ না করেন, পরগুণকীর্ত্তনে ও পরসুখ সন্দর্শনে যাঁহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয়, যাঁদের মনোমাতঙ্গ দুশ্ছেদ্য সংসার বন্ধন ছেদ ক'রতে সমর্থ হ'য়েছে, যে মহাত্মাগণ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, উৎকণ্ঠাশূন্য, সেই মহৎজনগণের হৃদয়-বৈকুণ্ঠই তোমার বাসস্থান। হর পার্ব্বতীর মানস-ভুমি তোমার ক্রীড়াভুমি। রামচন্দ্র হে! তুমি অনাদি অনন্ত, এপর্য্যন্ত কেহই তোমার অপার মহিমা-জলধির পারে গমন ক'রতে সমর্থ হ'লোনা। যেমন জল-পূর্ণ পৃথক পৃথক পাত্রে এক সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হ'য়ে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ সত্ব, রজঃ তম গুণ ভেদে, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব এই ত্রিমূর্ত্তিতে জগতে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাচ্চো। কিন্তু, বস্তুতঃ হরি! তুমি "একমেবদ্বিতীয়ং"। ধরণীধর! মণী, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে যুগে যুগে ধরণীর ভার বিমোচন ক'রেছ। এখন রাক্ষস ভারে ধরণী প্রপীড়িতা হ'য়েছেন, তাই এর পীড়া দূর কর-বার জন্য, ভুবনমোহন রূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছ। চতুর্ব্বেদও তোমার অসীম গুণ রাশি গান ক'রে নিঃশেষ ক'রতে পারে নাই। ষড়দর্শন তোমার তত্ব অবধারণ ক'রতে গিয়ে, তর্ক-নক্র সমাকুল ভ্রমাকুলে পতিত হ'য়েছে। দেব! আমার সীমাবদ্ধ সামান্য বাক্যে আর তোমার কি মহিমার প্রকটন হবে? সামান্য মানব হ'য়ে যে তোমার দর্শন লাভ ক'রলাম এই আমার পরম সৌভাগ্য। প্রভো! দয়া করে দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণের এই প্রার্থনাটি পূর্ণ ক'রো। যখন আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হবে, মহাকাল যখন মৃত্যুবেশে ত্রিশূল হস্তে সম্মুখে এসে দাঁড়াবে, পার্থিব স্নেহপাশ ছিন্ন ক'রতে হবে বলে, যখন আমার নেত্রযুগল অন-

বরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন ক'রবে, কালদমন! সেই ভীষণকালে একবার ইন্দ্রনীলকান্তি নটবর রামরূপে এসে দেখা দিও। তা হলে আমি অনায়াসে কালের মুখে কালী দিয়ে, আনন্দ মনে তোমার ঐ শ্যামাঙ্গে মিশায়ে যাব, মুক্তি তখন আমার আজ্ঞাধারিণী দাসী হবে। (দীর্ঘ নিশ্বাস-ত্যাগ পূর্ব্বক সখেদে) হাঃ! বামন হ'য়ে সুধাংশুর সুধা গ্রহণে অভিলাষ ক'রেছি; আমার ত দুরাশাপূর্ণ হবে না। আমি যে পাপ অবতার। ব্রাহ্মণের পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ ক'রে, কঠোর জীবহিংসাব্রত অবলম্বন ক'রেছি, নিরপরাধ ক্ষত্রিয়গণের রুধির-ধারায় রঞ্জিত মেদিনী আমার মহাপাপের প্রমাণ রূপে বিরাজ ক'র্‌ছেন। (পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক) এই পাপধাতুগঠিত কুঠার কত শত বাল বৃদ্ধ যুবার প্রাণ পক্ষীকে অকালে দেহ-নীড় হ'তে উড়িয়ে দিয়েছে। দূর হও পাপ সহচর। (পরশু নিক্ষেপ) আরও পাপ! আরও পাপ! আরও মহাপাপ ক'রেছি। ত্রিভুবন জননী কমলারূপিনী জনক-নন্দিনীর অযথা বাক্যে অবমান ক'রেছি আমি পাষণ্ড সন্তান। জননীর প্রতি অশ্রাব্য পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রে, জগৎ-জনন জনকের মর্ম্ম সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশে বিদ্ধ কর্‌লাম। আমাকে যে, তীক্ষ্ণদন্ত কৃমি-সঙ্কুল পুরীষ কুণ্ডে প্রলয় কাল অবধি অবস্থান কর্‌তে হবে! (যমোদ্দেশে) দণ্ডধর! এ পাতকীর যে দণ্ড বিধানে তোমার আনন্দ হয়, সেই দণ্ডই বিধান কর! আমি আনন্দ মনে তাই গ্রহণ ক'র্‌ব। (কুঠার লইয়া) পাপ সহচর! তোমার সাহায্যেই আমি প্রতিজ্ঞা—হ্রদে অবতরণ ক'রে, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল হ'য়েছি, এক্ষণে আমার রুধির স্রোতেই সেই লিপ্ত পঙ্ক ক্ষালন ক'রে দাও। প্রাণরে! এমন সুখের দিন আর পাবিনি। যা! পারিস্ ত ঐ রাঙা চরণে মিলিয়ে যা। তোর সকল পাপই দূর হ'বে। রামচন্দ্র হে! চল্লাম অপরাধ মার্জ্জনা কর। (গলে কুঠার প্রদানে উদ্যত)

রাম। (ভার্গবের হস্ত ধরিয়া) হাঁ, হাঁ, দ্বিজবর! করেন কি? আপনি বাতুল্ হলেন নাকি? পৌরুষ কর্ম্ম করেছেন, তাতে আবার পাপের শঙ্কা কি? বরং আত্মহত্যায় যে মহাপাপের সঞ্চার হ'বে। এক্ষণে এই বান কোথায় নিক্ষেপ করি বলুন।

ভার্গব। হ'লো না! হলো না! পাপিষ্ঠের মনআশা পূর্ণ হ'লো না। আবার পাপ দেহ ভার বহন ক'র্‌তে হ'ল দেখছি। প্রভো! যখন পাপময় প্রাণ রক্ষা ক'র্‌লেন, তখন আমার সর্ব্বত্রগামিনী শক্তিটিকেও রক্ষা কর্ত্তে হ'বে। পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্ম কার্য্যে যে পুণ্য সঞ্চয় ক'রেছি, যার ফলে ভাবি কালে আমি স্বর্গ সুখ ভোগ ক'র্‌ব, সেই সম্বার্গ পুণ্যফল, ঐ শরে বিনাশ করুন।

রাম। তথাস্তু। (শরত্যাগ) দ্বিজরাজ! ঐ দেখুন, তুলা রাশিতে অগ্নি-কণা পতিত হলে, সে যেমন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়, সেইরূপ আমার বিক্ষিপ্ত শরে, আপনার সমস্ত পূণ্যই ক্ষণ মধ্যে দগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ওতে আপনি দুঃখিত হবেন না। ও পূণ্যের ফল স্বরূপ স্বর্গসুখভোগ ও জীবের বন্ধন রজ্জু। তবে পাপময় লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে, সংসার যাতনা ভোগ ক'রতে হয়, আর পূণ্যময় স্বর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে, স্বর্গ সুখভোগ ক'রতে হয়, এইমাত্র প্রভেদ। ঐ অবিদ্যা জড়িত পূণ্যে কখনই আপনি মুক্তি লাভ কর্ত্তে পারতেন না। স্বর্গভোগ ক'রে, পুনরায় সংসারে প্রবেশ কর্‌তে হ'ত। যান, এক্ষণে নিষ্কাম হ'য়ে নির্জ্জনে পরব্রহ্মের উপাসনা করুন অচিরেই ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ ক'রে মুক্তি পথের পথিক হবেন। পূর্ব্বকৃত পাপ কার্য্যের অনুশোচনা ত্যাগ করুন। হৃদয় দর্পণে ব্রহ্মজ্যোতি প্রতি-বিম্বিত হ'লে, পাপ রাশি ও ব্রহ্মময় ব'লে বোধ হবে।

ভার্গব। প্রভো! গুরু যেমন শিষ্যকে শিক্ষা দেন, সেইরূপ এ অধমকে ব্রহ্ম সাধনের উপদেশ দিয়ে, চির বাঞ্ছিত সুখ পথ পরিষ্কার ক'রে দিলে। দয়াময়! তোমার যদি এতই দয়া না হবে, তাহ'লে লোকে তোমায় দয়াময় বলে ডাকবে কেন? (ক্ষণপরে) পূণ্য সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমার আবার পাপ কোথায়। জগদ্বিভাষক সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে কি অন্ধকারের সম্ভব? আমি পুণ্যবান, জগতে আমার তুল্য পূণ্যবান আর কে আছে? জগদারাধ্যধন রামচন্দ্র যে আমার উপদেষ্টা। এমন সৌভাগ্য কোন মানবের হ'য়েছে? চল রাম! অযোধ্যা পর্য্যন্ত তোমার কিশোর গুরু-মূর্ত্তি দর্শন ক'রতে ক'রতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করি।

রাম। চলুন।

শ্রীরাম! তোমার,　　লীলা বর্ণিবার,
আছে সাধ্য কার　　হারে পঞ্চানন।
ইন্দ্রজাল সম,　　হেরি হয় ভ্রম,
ভাবিতে অক্ষম,　　প্রাণ মন॥
বিবিধ মূরতি　　ধরিয়ে শ্রীপতি,
কর সৃষ্টি স্থিতি,　　ভূভার হরণ;—
কিন্তু নির্ব্বিকার　　ত্বংহি নিরাকার,

"ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

সকলের প্রস্থান।

রাম-লীলা গীতাবলী।

—————*ঃ*ঃ*—————

পৃষ্ঠা—৭।
পংক্তি—১২।

বশিষ্ঠ।

নীরদ বরণ রাম ! করুণা নীর বর্ষণে,
তুবাশা পিপাসা শান্তি, করিবে হে কতদিনে ॥
কনক রচিত রতন খচিত, উজলি রাজ-আসন ;
নব নৃপতি, সাজি শ্রীপতি, করিবে ধরা পালন ;
বসি হরষে তোমার পাশে, তুষিব সুমন্ত্র প্রদানে ॥
যে সুখ কারণ, তাজিয়ে কানন, ভুলিয়ে বেদ বিধান ;
যোগে বিরত, ভোগে নিরত হয়েছি মধুসূদন ;
সে সুখশশী, কবে হে আসি, ভাসিবে মানস গগণে।

পৃষ্ঠা—১২।
পংক্তি—২১।

দশরথ।

কিবা বাসনা বল তপোধন।
জীবন দানে করিব পূরণ ॥
মহীতলে এ বিপুল প্রভাকর কুল,
দেব দ্বিজ ঋষি মান রাখে চিরকাল ;
এ ঘোর সংশয় তবে কেন বল,
কি দানে তুষিবে এ দীনে তব মন।
দেবেন্দ্র বন্দিত অভয় চরণ,
অনায়াসে বাসে পাইল অভাজন ;
প্রকাশ বাসনা নশ্বর রাজ্য ধন,
আনন্দে শ্রীপদে করি সমর্পণ।

পৃষ্ঠা—১৫।
পংক্তি—১১।

দশরথ।

বুঝি প্রাণ যায়॥
অশনি সমান, দারুণ বচন ;
পশিয়া শ্রবণে বিদরে হৃদয়॥
কাল ফণী সম ঋষি দুর্ব্বচন,
মণি মালা জ্ঞানে করিনু ধারণ ;
অবসর পেয়ে করিল দংশন,
জর জর প্রাণ বিষের জ্বালায়॥
নয়নের মণি শ্রীরাম আমার,
পরাণ পুতুলি হৃদয়ের হার ;
মানস আকাশে পূর্ণ শশধর,
আঁধারে আলোক হায় ;—
শ্বাপদ সঙ্কুল বিজন বিপিনে,
দারুণ সংগ্রামে জীবনের ধনে ;
ধরিয়া জীবনে প্রেরিব কেমনে,
যার অদর্শনে পলকে প্রলয়॥

পৃষ্ঠা—২৬।
পংক্তি—৭।

কৌশল্যা।

তোমাধনে কেমনে বিজন কাননে,
করিব প্রেরণ দারুণ রণে।
শিরীষ সুকুমার, নব কলেবর ;
শরধার সবে কেমনে :—
চলরে প্রাণধন ! ত্যজি ছার রাজ্যধন,
পশি গিয়া নির্জ্জনে।
করি কত যতন, পুজি পঞ্চানন ;
পেয়েছি তোমা সব রতনে :—
শারদ চন্দ্রানন, হলে ক্ষণ অদর্শন ;
দহেরে জীবন শোক তপনে॥

পৃষ্ঠা—৩৬।
পংক্তি—৩।

ঋষিগণ।

পিনাক কর দূরিত হর, চন্দ্রশেখর।
সদা আনন্দময়, শ্মশান বিহার ॥
গিরীশ ব্যোমকেশ, পরমেশ শিব শঙ্কর,
প্রমথাধিপ শম্ভু ভব ভুজগ হার ধর।
পঞ্চানন পঞ্চবাণ, দহন কারণ,
ত্রিগুণাধান ত্রিলোচন বিভূতি ভূষণ :—
দীন দয়াল দিগবাস, রজতাচল ভাস
হিম অচল তনয়া সনে, রজতাচলে বাস ;
দুঃখ হর পুরহর, তার ভবসাগর।

পৃষ্ঠা—৪২।
পংক্তি ১৫।

লক্ষ্মণ।

নিদান কালে নিজ প্রিয়জন ॥
স্মররে পামর, দারা সুত তোর, অভীষ্ট দেবে মনে,
অনন্ত পাপে জর জর প্রাণ মন,
সাবধান হরে, কৌণপ, কুলাধম,
আক্রম পরাক্রম সহেনা করি মানা,
ছাড়ি পাপ কায ধরম কররে সাধন ॥
কর্ব্বুরকুল সমূল নির্ম্মূল করিব রণে,
রাত্রিচর বক্ষ তোর বজ্রশরে ক'রবো বিদারণ।
দেখ্‌বো অভাজন, কেমন আত্মগণ করিবে তোর
পরিত্রাণ, বিজয় কামনা আশয় ছাড়না, এইবারে
শমন, স্বজন করিয়ে বন্ধন, নেযাবে স্বভবন,
তর্জ্জন গর্জ্জন সব তোর লয় হবে বলি শোন ॥

পৃষ্ঠা—৬৭।
পংক্তি—১৯।

বিশ্বামিত্র।

হে রঘুবর! কৃপাকর, নীরধর বরণ।
রঘুবর! কৃপাকর, নীরধর বরণ।

দীন জনে কর ত্রাণ, দীন শরণ ; অপার ভব পারাবারে ;
অবোধ ঘনে, আঁধার মনে ; জ্ঞান আলোক করো দান।
লীলাছলে প্রেমজালে, ভাসালে ধরা ; ডুবালে পাপ ধরাধরে
কাল ভুজঙ্গ, দশন ভঙ্গ ; করিল রাম নাম বাণ ॥

পৃষ্ঠা—৭৮।
পংক্তি—১৬।

জনক।

কর দয়া দীনে দীন দুঃখ হরণ ॥
বিপদ সাগর পার কর ভব কর্ণধার ;
দেহি সভয়ে অভয় চরণ।
বিপাকে পড়িয়ে হে, ডাকিছে তনয়,
দয়াময় ! হ'য়োনা নিদয় ;
নাশ ঘোর ভয় হইয়ে সদয়,
তারয় মধুসূদন ॥
নীরাসা-নীহার-ধারে আশা কমল ;
হৃদি-সরোবরে শুকাইল,
দুঃখ রাহু আসি সুখ শশী গ্রাসিল,
বিষাদে সাধ মগন ॥

পৃষ্ঠা—৮৫।
পংক্তি—৬।

জনক।

পরিণাম না ভাবিয়ে, করিয়ে বিষম পণ।
পরিতাপ বিষে শেষে, জীবন হ'ল দাহন ॥
নবনীরদ বরণ, নলিনী দল নয়ন,
হেরি রাম গুণ ধাম, পুলকে পূরিল প্রাণ ॥
অনুপম রূপ রাশী, উজলিল দশদিশি,
চাঁদমুখে মৃদুহাসি, ঝরিছে চন্দ্রিকা যেন :—
বাসনা হ'তেছে মনে, ত্যজিয়ে দারুন পণে,
স্বরূপ রঘু নন্দনে; করি সীতা সম্প্রদান !

পৃষ্ঠা—৯৫।
পংক্তি—১১।

সখীগণ।

বিকচ নলিনী, ছিল বিরহিনী,
নবীন যৌবন, জীবনে সই।
মরি হাসি হাসি, ঢালি প্রেমরাশি
অলিরাজ আসি চুমিল ঐ ॥
মনমোহনে করিয়ে যতন,
হৃদয় আসনে বসায়ে এখন ;
প্রণয় প্রসূনে করলো পূজন,
দিবস যামিনী সই :—

প্রেমিক সনে নব নিধুবনে,
পোহালো রজনী সোহাগে ঐ।

পৃষ্ঠা—৯৮।
পংক্তি—১৩।

রাম

বিহর প্রিয়ে! দারুণ বাসনা।
ভুলোকে গোলক সুখ পূরণ হবে না।
জলদ তড়িত সম রাম সীতা সম্মিলন,
অচিরে বিরহাগুণ, দিবে হে যাতনা।
প্রতিদিন দশানন, দহিতেছে ত্রিভুবন,
অনুক্ষণ দেবগণ করিছে ভাবনা॥

পৃষ্ঠা—৯৮।
পংক্তি—

সখীগণ।

যেন মেঘের পাশে হেসে হেসে বিজলি খেলায়।
সহকারে কনকলতা দোলে প্রেমবায়।
প্রণয় সরসী নীরে, কমলে মধুপ হেরে,
মনোদুঃখ গেল দূরে, পূরিল আশয়॥
প্রাণ সখি! এতদিনে, পেলে হে মনমোহনে,
বাঁধলো সই। প্রেমগুণে, যেন না পালায়॥

পৃষ্ঠা—১০০।
পংক্তি—১৫।

সখীগণ।

না হেরে তোমারে প্রাণ সই! রব কেমনে।
বারি হীন মীন সম হব তব বিহনে।
মনে মনে প্রাণে প্রাণে, বেঁধেছ প্রেম বন্ধনে।
দেখো যেন ছেঁড়েনালো অদর্শন পবনে।
পেয়েছ মনমোহনে, রেখো সখী সযতনে;
দহিতে না হয় যেন, কভু বিরহ দহনে।

পৃষ্ঠা—১০১।
পংক্তি—৭।

জনক।

এমন স্নেহের লতা, প্রাণের দুহিতা, বিহনে।
রব কোন প্রাণে, এ ছার আঁধার ভবনে;
যার ক্ষণ অদর্শন, অধীর করে জীবন,
সে ধনে না হেরে, এ দেহ মাঝারে,
প্রাণ রবে হায় কেমনে;—
শশীহীন নিশি সম তম, পশিবে রাজ সদনে।

পৃষ্ঠা—১০৫।
পংক্তি—১০।

দশরথ।

বিপদ সাগর, কর পার কৃপাধার।
হরে মুরহর সুর নর, শরণ।
কাতর তনয়, যাচতে পদাশ্রয়;
সভয়ে দেহি অভয় হে ভয় ভঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মৃত্যুঞ্জয় ত্রিরূপে ত্রিগুণময়;
সৃজন পালন বিলয় কর নিত্য নির্গুণ,
কৃপাদৃষ্টি উন্মিলনে নেহার আকিঞ্চনে;
পাহি দীন সন্তানে দীনতা হরণ।

পৃষ্ঠা—১১৫।
পংক্তি—৮।

ভার্গব।

জন মনোহারী রামরূপ ধারি!
কে তুমি কে আমি চিনেছি এখন;
মোহাঞ্জনে মাখা জ্ঞান আঁখি পাখা;
এবে কমল আঁখি হ'য়েছে মোচন।
তুমি পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা সার,
আমি হে অপূর্ণ জীবাত্মা অসার;
তুমি মহাকাশ ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার,
আমি ঘটাকাশ স্বরূপে অজ্ঞান।
লীলাচ্ছলে ধর মানব আকার,
কর্ম্মফল ভোগে আমি হে সাকার;
তুমি সদা মুক্ত পুণ্যমূর্ত্তিধর
আমি সদা বাঁধা কলুষে মগন।
নরকান্তকারি! করি নিবেদন
জীবনান্তকালে আসিলে শমন
নিন্দি ইন্দিবর জিনি নবঘন
রামরূপে দাসে দিও দরশন:—
তা হলে হে কালের মুখে কালি দিব,
হাসিতে হাসিতে শ্যামাঙ্গে মিশাব
দূরে যাবে হরি এ ভব বিভব
মহাকাল হেরি করিবে রোদন।

পণ্ডিত ৺উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

সীতাহরণ।

(যন্ত্রস্থ)

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

৺উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সমিতি,

২৫ নং, কাঁটাপুকুর লেন,

দক্ষিণ ব্যাঁটরা,

হাওড়া।